যঃ কালিন্দীবনবীহবনোদ্দামকাম
কলাবান্ বৃন্দাবন্যানরপতিপুরং
গান্দিনীযেন নীতঃ॥
কস্বন্ দূত্যং প্রনয়সচিবস্তস্য
গোপেন্দ্রসূনো-দেবীনাং বঃ সপদি
সাবধং লব্ধবানুদ্ধবোঽহি॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী প্রকাশিত

ইত্থং তমোমন্নুন
ক্লেশহারী সন্দেশং
কর্নপুরং বিধায়॥
বড়ভী-প্রেঢ়পারা
রাধামন্ডঃ ক্ষুম্
সন্দ্রমেন্নাজিহী॥

কলা বেশলঃ
মেকবলযদস
ত্বং মদেতেভ
বতীং তাং
কবলিকা:

শ্রীল রূপগোস্বামী বিরচিত

# উদ্ধব-সন্দেশ

যঃ সর্বস্মাত্তব কিলগুরুস্নেহক
যস্যামি ধীরে। প্রানেভ্যস্ত্বং
প্রনয়বসতিযস্য যঃ সাত্তবাপি
সত্বাং ধৃত্বা মনসি বিধুরেহন্ত
সন্ত্বক্ষমানঃ কৃষ্ণেস্ত্বচ্চাটুল

সম্পাদনা ও বঙ্গানুবাদ ॥ অধ্যাপক শ্রীসরোজেন্দ্র নাথ

॥ শ্রীশ্রীরাধামাধবৌ প্রীয়েতাম্ ॥

শ্রীশ্রীলরূপগোস্বামি-প্রভুপাদবিরচিতঃ

# উদ্ধব-সন্দেশঃ

গৌররূপাপ্রার্থী


**শ্রীসরোজেন্দ্র নাথ ভঞ্জ** এম. এ কাব্যপুরাণতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী,

ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, সংস্কৃত-বিভাগীয় প্রধান, মহারাণী কাশীশ্বরী কলেজ,

কলিকাতা, অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়;

সহ-সভাপতি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী

কর্তৃক


অন্বয়, ভাবার্থ, টিপ্পনী-সহ অনূদিত।

অদ্বৈতবংশ্য অধ্যাপক প্রভুপাদ


**ডঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী** এম.এ., পি. আর. এস, পি. এইচ. ডি. কৃত


ভূমিকা-সংবলিত।


॥ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী ॥

৩২শে শ্রাবণ- শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী, গৌরাব্দ ৪৯০

( খ্রীষ্টাব্দ ১৯৭৬ )

প্রকাশক : গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী
১/১ এ ও বি, বৈষ্ণব সম্মিলনী লেন ( চালতাবাগান )
কলি: ৩৫-৬

মূল্য : পাঁচ টাকা ( সদস্যপক্ষে চার টাকা )।

মুদ্রাকর :
কমলা পাণ্ডা
আদি মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট,
কলিকা[illegible]।

# উদ্ধব-সন্দেশের ভূমিকা

প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের দিব্য আবির্ভাব বাংলার তথা ভারতের জাতীয় জীবনে নবচেতনার এক তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চারিত করে। সে দিন শ্রীচৈতন্যের আচরিত ও আদর্শিত প্রেমসমর্পণলীলার দাক্ষিণ্যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উন্নতোজ্জ্বল রসের মহিমা মানুষের জগতে নূতন তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়।

বৃন্দাবনলীলার অপ্রাকৃত ভাবরূপের মধ্যে রস-ঘনমাধুর্যের যে হ্লাদধারা উচ্ছ্বসিত হয়, তাহারই স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাব-স্বরূপিণী হ্লাদিনীমূর্ত্তি শ্রীরাধা মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া নবদ্বীপলীলায় শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হন। তাঁহারই প্রণতি-প্রসঙ্গে উদ্‌গীত হয়—

'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।' 'রসরাজ' ও 'মহাভাব'—এই দুইয়ের সম্মিলিত রূপ-প্রতিমাই শ্রীচৈতন্য। শ্রীচৈতন্যের প্রেমলীলায় একাধারে প্রেমাস্পদ ও প্রেমদাতা, স্বয়ং ভগবৎ-প্রকাশ ও ভক্তপ্রকাশ—দুইই তুল্যসম্পর্কের নিবিড়তায় অনুবিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহার লীলাপ্রকটনে উন্নতোজ্জ্বল রসের স্নিগ্ধ দ্যুতিকে যে অপূর্ব মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছেন, নিম্নের শ্লোকটিতে তাহারই পরিচয় উদাহৃত—

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতি-কদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥"

অনন্ত-মাধুর্যময় লীলাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ড প্রীতিরসের মধ্যে নিজসত্তার আনন্দ-আস্বাদনের যে আকূতি, কৃষ্ণতৃষ্ণাময়ী প্রেমসেবাতেই তাহার চরিতার্থতা—উহাই মানুষের পরমধর্ম। "স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে" (ভাগবত)। ভক্তিপ্রেমধর্মের সেই অনন্ত মহিমার তাৎপর্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনাদর্শে অজস্র করুণাধারায় প্রকাশিত হয়। তাই তিনি "করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ"।

করুণাবতার শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মের প্রভাবে মানুষের কর্মজীবনে ও ভাব-জীবনে, মননের প্রতি স্তরে, কাব্যে ও অলঙ্কারে, ধর্মে ও দর্শনে, চর্চা ও চর্যায় সেদিন এক অফুরন্ত পর্যাপ্তি প্রকাশ পায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেরণা-

প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের প্রভাবে শ্রীরূপ, সনাতন এবং শ্রীজীব প্রভৃতি গোস্বামিগণ কাব্য, ধর্ম ও দর্শনের বিবিধ মনীষার ক্ষেত্রে রচনাসম্ভারের আলোকমালায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রের দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই ছিলেন রসবেত্তা, কবি, তত্ত্বান্বেষী, ভক্ত ও সাধক।

রূপ ও সনাতনের জীবন-ইতিহাসের যে পরিচয় আমরা পাই, তাহাতে কথিত আছে যে তাঁহাদের প্রখর বুদ্ধি, অসাধারণ বিদ্যাবত্তা ও মন্ত্রণানৈপুণ্যের গুণে মুগ্ধ হইয়া গৌড়াধিপতি যবনরাজ শ্রীসনাতন এবং অনুজ শ্রীরূপকে আমন্ত্রিত করিয়া রাজকার্যের গুরুত্বপূর্ণ পদে তাঁহাদিগকে অধিষ্ঠিত করেন। রামকেলিগ্রামে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়। সনাতন সাকর মল্লিক এবং রূপ দবিরখাস এই উপাধিতে ভূষিত হন। অতুল সম্পদ্, বিশিষ্ট পদগৌরব ও ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও রূপসনাতন ছিলেন স্বভাবতই ভদ্র, বিনয়ী এবং দীনভাবাপন্ন। গৌড় বাদশাহের অধীনে চাকরী করিবার সময় হইতেই রূপ ও সনাতনের মনে বিষয়-বিতৃষ্ণা ও বৈরাগ্যের উদয় হয়। রামকেলি গ্রামেই যুগাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত তাঁহাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। শেষ পর্যন্ত তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের প্রেমের আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া রাজকীয় পদ-মর্যাদা ও ধনসম্পদ্‌কে ধূলিমুষ্টির ন্যায় উৎসর্গ করিয়া ত্রিতাপজ্বালার প্রশমনকল্পে পঞ্চম-পুরুষার্থ ভক্তিপ্রেমসিন্ধুর অমৃতস্রোতে অবগাহন করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত শ্রীরূপ সম্বন্ধে বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন—

"যঃপ্রাগেব প্রিয়গুণগণৈর্গাঢ়বদ্ধোঽপি মুক্তো
গেহাধ্যাসাদ্রস ইব পরো মূর্ত এবাদ্যমূর্তঃ।
প্রেমালাপৈ র্দৃঢ়তরপরিষ্বঙ্গরঙ্গৈঃ প্রয়াগে
তং শ্রীরূপং সমমনুপমেনানুজগ্রাহ দেবঃ॥"

অর্থাৎ—'যিনি পূর্ব হইতেই প্রিয়তমের গুণরাজিতে প্রগাঢ়ভাববন্ধে আবদ্ধ ছিলেন এবং (রামকেলিতে অবস্থান কালে) তাঁহার প্রেমালাপ ও দৃঢ় আলিঙ্গনের কৃপা লাভে বিষয়সংসারের মায়া হইতে বিমুক্ত হইয়া মধুর প্রেমরসের মূর্ত বিগ্রহের মত শোভা পাইতেছিলেন, সম্প্রতি (তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা) অনুপমের সহিত সেই শ্রীরূপকে শ্রীচৈতন্যদেব প্রয়াগধামে কতই না অনুগ্রহ করিলেন।' শ্রীচৈতন্য শ্রীরূপ ও সনাতনের প্রতি বৃন্দাবনের লুপ্ত-তীর্থ-উদ্ধার এবং বৈষ্ণবশাস্ত্র-গ্রন্থ-রচনার যে কর্তব্যভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন, সেই ব্রত পালনে তাঁহাদের অকুণ্ঠ নিষ্ঠার সত্যই তুলনা নাই।

শ্রীল রূপ গোস্বামী ভক্তিকেই একমাত্র রস বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া ভক্তিরসের লহরীমালায় উচ্ছ্বসিত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর' সন্ধান দিয়াছেন; শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মাধুর্যময়ী লীলার রূপরস-বর্ণের অপূর্ব সমাহারে উপহার দিয়াছেন নাট্যকৃতিত্রয়ী 'ললিতমাধব', 'বিদগ্ধমাধব' ও 'দানকেলিকৌমুদী'। তিনি মধুররসঘন নীলকান্তমণি শ্রীকৃষ্ণের আরাধিকা-শিরোমণি হ্লাদিনী-সার-মূর্ত্তি শ্রীরাধার হেমোজ্জ্বল অপার্থিব প্রেমের প্রভায় উদ্ভাসিত করিয়াছেন 'উজ্জ্বলনীলমণির' অলৌকিক আলেখ্য, এবং 'লঘুভাগবতামৃতে' চিত্রিত করিয়াছেন ধাম, লীলা ও অবতারতত্ত্বের বিবিধ পরিপাটীর রূপচ্ছবি। তিনিই রচনা করিয়াছেন 'উদ্ধবসন্দেশ' নামক ধীরললিত মন্দাক্রান্তার ছন্দোবন্ধে বিরহ-মিলনরূপ প্রেমবার্তার অখণ্ড খণ্ডকাব্য। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলারসের অপূর্ব রূপকার শ্রীরূপের নাম যথার্থই সার্থক।

শ্রীরূপের অগ্রজ শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবন-লীলার মহাকাব্য ও সর্বপুরাণ-মুকুটমণি শ্রীমদ্ভাগবতের 'বৈষ্ণবতোষিণী' টীকায় শ্রবণকীর্তনসায়ন-কথার আখ্যানে ও ব্যাখ্যানে এবং 'বৃহদ্ভাগবতামৃতে' ভক্তিপ্রেমলভ্য উপাস্যতত্ত্বের আলোচনায়, বিশেষতঃ 'হরিভক্তিবিলাসে' শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের যুগলসেবার উপযোগী শ্রেয়ঃ-স্মৃতির সন্ধানে শাশ্বত ধর্মের অপূর্ব বিধান দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের কৃপাধন্য তাঁহার সনাতন-নাম সার্থক সন্দেহ নাই।

এই প্রসঙ্গে আর একটি সার্থক নাম স্বতঃই মনে উদিত হয়, যিনি রূপ-সনাতনের শিষ্য, সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র এবং অনুপমের অনুপম পুত্ররত্ন শ্রীজীব। তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্য, ক্ষুরধার বুদ্ধির দীপ্তি ও বহুমুখী প্রতিভা ছিল তৎকালীন বিদগ্ধসমাজের অপূর্ব বিস্ময়। জ্যেষ্ঠতাতযুগলের পদপ্রান্তে বসিয়া তিনি তাঁহার অপরিসীম শাস্ত্রজ্ঞান, অসাধারণ মনীষা ও সুগভীর উপলব্ধি, সব কিছুই নিয়োজিত করেন শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্তিত ভক্তি-প্রেমধর্মের দার্শনিক প্রত্যয়-প্রতিষ্ঠায়। 'ষট্‌সন্দর্ভ', 'সর্বসংবাদিনী', ও অগণিত ভাষ্য, টীকা, কাব্য, চম্পূ প্রভৃতির বিবিধ তত্ত্ব ও তথ্যে সমৃদ্ধ ভাগবতসিদ্ধান্তের সঞ্জীবনী-স্পর্শে জনজীবন ধন্য করিয়া তাঁহার শ্রীজীবনাম কৃতার্থ করিয়াছেন। বাস্তবিক বাংলার ভক্তিধর্মে কাব্য, দর্শন ও কর্ম-সাধনার ত্রিবেণীধারায় যাঁহারা শাস্ত্রের অমৃত নিষেকে নিরন্তর নানাভাবে পুষ্টি বিধান করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুপ্রসিদ্ধ ছয় গোস্বামী এবং সেই গোস্বামীর গণমণ্ডলে শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন এবং শ্রীজীব যথার্থই ত্রিরত্ন।

শ্রীরূপ গোস্বামীর লিখিত আরও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রচলিত আছে। সম্পূর্ণ তালিকাটি এইরূপ :—(১) 'হংসদূত' (খণ্ডকাব্য), (২) উদ্ধবসন্দেশ (খণ্ডকাব্য) (৩) 'স্তবমালা' ( স্তোত্রপঞ্জী ), (৩) 'বিদগ্ধমাধব' ( নাটক ), (৫) 'ললিতমাধব' ( নাটক ), (৬) 'দানকেলিকৌমুদী' ( ভাণিকা ), (৭) 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ( ভক্তিরসশাস্ত্র ), (৮) 'উজ্জ্বলনীলমণি' ( মধুর রসের বিশ্লেষণ ), (৯) 'পদ্যাবলী' ( পদ্য-সংগ্রহ ), (১০) 'নাটকচন্দ্রিকা' ( নাট্যশাস্ত্রবিশেষ ), (১১) 'লঘুভাগবতামৃত' ( ধাম, লীলা ও অবতারতত্ত্বের আলোচনা ), (১২) 'মথুরামাহাত্ম্য' ( বরাহপুরাণে অন্তর্ভুক্ত ), (১৩) ( বৃহৎ ও লঘু ) 'শ্রী ( রাধা-কৃষ্ণ ) গণোদ্দেশদীপিকা'।

সাধারণতঃ শ্রীরূপের সাহিত্যকৃতি ও শাস্ত্র-রচনার কাল ১৫৩৩ হইতে ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত—পণ্ডিতগণ এইরূপই অনুমান করেন। তবে এ বিষয়ে নিশ্চিত সীমারেখা নির্ধারণ করা যুক্তিযুক্ত কিনা সন্দেহ। অবশ্য গৌড় বাদশাহের অধীন রাজকার্যে যখন তিনি নিযুক্ত ছিলেন, তখন তিনি কোন সাহিত্যরচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎলাভের পরেই সম্ভবতঃ তাঁহারই অণুপ্রেরণায় তিনি সাহিত্য ও শাস্ত্ররচনায় প্রবৃত্ত হন। 'উদ্ধবসন্দেশ' খণ্ডকাব্যটি সেই সময়ের লেখা বলিয়াই মনে হয়। 'উদ্ধবসন্দেশের' ১৩০ সংখ্যক শ্লোকে গুরুবন্দনার যে প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন, মনে হয় উহাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রতি প্রীতিবিধানের সঙ্কল্প প্রকাশ করা হইয়াছে। শ্লোকাংশটি এইরূপ—

"ভূয়োরূপাশ্রয়পদসরোজন্মনঃ স্বামিনোঽয়ং
তস্যোদ্দামং বহতু হৃদয়ানন্দপূরং প্রবন্ধঃ॥"

—'যাঁহার চরণ-কমল রূপগোস্বামীর নিরন্তর আশ্রয়স্থল, সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের এই প্রবন্ধ যেন উদ্দাম হৃদয়ানন্দধারা বহন করে।' উজ্জ্বলনীলমণির দৃষ্টান্ত-যোজনায় শ্রীরূপপাদ তাঁহার 'উদ্ধবসন্দেশ' হইতে বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

'উদ্ধবসন্দেশ'-এর উৎসরূপে মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূতকে' আদর্শ বলিয়া গণ্য করিলেও ভক্তিরসসুষমার যে উৎসার ভক্তকবি রূপ গোস্বামী তাঁহার অন্তরলালিত কৃষ্ণপ্রেমভাবাবেগের প্রবাহমুখে প্রকাশিত করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যদেবের দিব্য করুণার স্পর্শলাভেই উহা সম্ভব হইয়াছে। কালিদাসের

লৌকিক কাব্যের সঙ্কীর্ণ সীমার বহু উর্ধ্বে মন্দাক্রান্তার সেই করুণ-মধুর ছন্দের গীতি বৃন্দাবন-লীলার ভাবলোকের চেলাঞ্চলের মধ্য দিয়া বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছে। অগাধপ্রেমময়ী কৃষ্ণকান্তা রাধাপ্রমুখ গোপীবৃন্দের প্রণয়, মান, গর্ব, অবহিথা, বিব্বোক ও দিব্যোন্মাদ প্রভৃতি রঙ্গলীলার যে সংবাদ ও সংলাপ উদ্ধব-সন্দেশের চমৎকারিতার জীবাতু, সেই তত্ত্বের রসগ্রাহী পরিচয় দিয়া আমার প্রাক্তন কৃতী ছাত্র অধ্যাপক শ্রীমান্ সরোজেন্দ্র নাথ ভঞ্জ শ্রীরূপগোস্বামি পাদের উদ্ধবসন্দেশের মূল, অনুবাদ, ও টিপ্পনী যোজনায় যে সংস্করণ সম্পাদিত করিয়াছে, তাহার সেই কৃতিত্বের জন্য তাহাকে অভিনন্দিত করি এবং আশীর্ব্বাদ করি শ্রীমন্মহপ্রভুর করুণা নিরন্তর তাহার প্রতি বর্ষিত হউক।

**শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী**

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত-বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ও আশুতোষ-অধ্যাপক।
সভাপতি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী।

পি ২১৫ সি. আই. টি. রোড
কলিকাতা-১০
শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী
১৭. ৮. ১৯৭৬

## শ্রীচারুকৃষ্ণ দর্শনাচার্য্যের অভিমত--

॥ শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্ ॥

২—আশ্বিন '৮১
১০০/২ ঠাকুর ক্যাসেল ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

মাননীয় গোস্বামী মহাশয়,

শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্রনাথ ভঞ্জ মহাশয়ের লিখিত 'উদ্ধব-সন্দেশ' গ্রন্থের অনুবাদ প্রভৃতি দেখিলাম। লেখক মহাশয় বিশেষ যত্ন-পূর্বকই লিখিয়াছেন, এ বিষয়ে তাঁহার ভগবদ্-ভক্তি ও আন্তরিকতা প্রস্ফুটিত হইয়াছে। অন্বয়মুখে অনুবাদ দেওয়ায় সাধারণের পক্ষে গ্রন্থ বুঝিতে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে এবং কেবল অনুবাদটিও বেশ সরল ও সুগম হইয়াছে। বিশেষতঃ ভাবার্থ দেওয়ায় ভক্তগণের পক্ষে হৃদয়গ্রাহী ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। মোটের উপর, ব্যাখ্যাটি ভগবদ্-ভক্তি-রস-পিপাসু অনুরাগী ভক্তগণের উপকারীই হইবে বলিয়া আশাকরি। যাহাতে এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটির বহুল প্রচার হয়, সেজন্য আন্তরিক কামনা করিতেছি।

শ্রীচারুকৃষ্ণ দেবশর্ম্মা।

## প্রভুপাদ শ্রীঅনাদিমোহন গোস্বামীর অভিমত—

ভাগবত সেবাশ্রম
ঘোষহাট, কাটোয়া
বর্দ্ধমান।

উদ্ধব-সন্দেশ—

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিয়া বৃন্দাবনের বিচ্ছেদ-বেদনায় কাতর গোপ-গোপী-গণের সান্ত্বনার জন্য দূতরূপে উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন। পিতা, মাতা ও গোপীগণের জন্য তিনি যে প্রিয় সন্দেশ বা বার্ত্তা পাঠাইয়াছিলেন তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে।

মথুরা হইতে বৃন্দাবন যাওয়ার পথে শ্রীকৃষ্ণলীলার-স্মৃতি-উদ্দীপক যে সমস্ত স্থান আছে, তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী এই উদ্ধব-সন্দেশ গ্রন্থখানি বিরচন করিয়াছিলেন। মূল গ্রন্থখানি অতি উপাদেয়। কিন্তু সুসম্পাদনার অভাবে উহার অপূর্ব্ব মাধুর্য্য সাধারণে অনুভব করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্রনাথ ভঞ্জ এই গ্রন্থখানি বঙ্গানুবাদ ও জ্ঞাতব্য বিষয় সহ প্রকাশ করিয়া সাধারণের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী পাদের অমৃতময়ী লেখনী-প্রসূত গ্রন্থ বৈষ্ণব-জগতে সমাদৃত হইবে।

ইতি—
স্বাঃ শ্রীঅনাদিমোহন গোস্বামী
৩।১০।৮২

## ॥ অনুবাদ-কর্ত্তুঃ নিবেদনম্ ॥

রঘুনাথংতথা দুর্গাং* কৃষ্ণান্বিতাংশ্চ রাধিকাম্ ।
শ্রদ্ধয়া পরয়া ভক্ত্যা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ ॥ ১ ॥
শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজাশ্রিতমস্তকশোভিনম্ ।
রূপং স্বরূপং শ্রীসখ্যা বন্দে ময়ি কৃপাকরম্ ॥ ২ ॥
ক্ব দিব্যানুভবপ্রৌঢ়া শ্রীরূপস্য সরস্বতী ।
অজ্ঞানান্ধতমোভ্রান্তা ক্ব চ মন্দমতির্মম ॥ ৩ ॥
বহড়ু-গ্রাম-বাস্তব্যে দ্বারকানাথ-পাবনে
ভঞ্জান্বয়েঽনুজাতোঽহং শ্রীসরোজেন্দ্র-নামভাক্ ॥ ৪ ॥
পিতা সুধীন্দ্রনাথো মে সাবিত্রী জননী মতা ।
গুরবো বহবঃ স্নিগ্ধা বিদুষাং ধুরি কীর্ত্তিতাঃ ॥ ৫ ॥
শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবানাং মেলকে বহুবিশ্রুতে ।
মণীন্দ্রামিয়চন্দ্রাণাং নির্দ্দেশং শিরসা বহন্ ॥ ৬ ॥
মাধুর্য্যগুণবৎপ্রেম-গুর্ব্বর্থপ্রতিপাদকম্ ।
গুরূন্ নত্বা ব্যাকরোমি রূপকাব্যমনুত্তমম্ ॥ ৭ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—শ্রীরঘুনাথ ও শ্রীদুর্গা এবং কৃষ্ণ-সহিত শ্রীরাধা—ইঁহাদিগকে পরম শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে বারংবার প্রণাম করি ॥ ১ ॥

যিনি শ্রীচৈতন্যদেবের চরণকমলে শিরোন্যাস করিয়া শোভিত হইয়াছিলেন এবং রাধা-সখী রূপমঞ্জরীর যিনি স্বরূপাবতার, আমার প্রতি দয়াশীল সেই রূপগোস্বামীকে প্রণাম করি ॥ ২ ॥

শ্রীরূপগোস্বামীর অলৌকিক অনুভব-সমৃদ্ধ বাক্যাবলী বা কোথায় ? আর, অজ্ঞানরূপ ঘনান্ধকারে ভ্রান্ত আমার মন্দবুদ্ধি বা কোথায় ? ॥ ৩ ॥

( দক্ষিণ ২৪ পরগণার ) বহড়ুগ্রাম-নিবাসী ভঞ্জ-বংশে শ্রীসরোজেন্দ্র নামধারী আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি—যে বংশ ৺দ্বারকানাথ ভঞ্জের পুণ্যাবতার হেতু পবিত্র হইয়া আছে ॥ ৪ ॥

---

* শ্রীরঘুনাথ ও শ্রীদুর্গা মদীয় কুলদেবতা।

মদীয় পিতৃদেবের নাম ৺সুধীন্দ্রনাথ এবং মাতৃদেবীর নাম ৺সাবিত্রী। আমার শিক্ষাগুরু একাধিক—যাঁহারা বিদ্বৎ-সমাজের ধুরন্ধর এবং আমার প্রতি স্নেহশীল ॥ ৫ ॥ সুপ্রসিদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর শ্রীমণীন্দ্রকুমার আচার্য্য, শ্রীঅমিয়গোপাল বর্মণ রায়, শ্রীচন্দ্রনাথ মল্লিক, প্রভৃতি সদস্যবৃন্দের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ॥ ৬ ॥ গুরুকে প্রণাম করিয়া, মাধুর্য্যগুণযুক্ত, প্রেম ও গূঢ়ার্থব্যঞ্জক এবং অনুপম শ্রীরূপগোস্বামীর কাব্য (উদ্ধবসন্দেশ) ব্যাখ্যা করিতেছি ॥ ৭ ॥

॥ শ্রীশ্রীদুর্গাশরণম্ ॥

# উপক্রমণিকা

শ্রীশ্রীরাধারাণীর কৃপায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী শ্রীলরূপ-গোস্বামি-বিরচিত "উদ্ধব-সন্দেশ" প্রকাশ করিলেন। ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দ ১৩ই জানুয়ারী অনুষ্ঠিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভায় গৃহীত প্রস্তাবে ঐ গ্রন্থের সম্পাদনা-ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়। মূল গ্রন্থের বঙ্গানুবাদই ইহার প্রধান লক্ষ্য। শ্রীলরূপ গোস্বামী তাঁহার সুবিখ্যাত অলঙ্কার-গ্রন্থ "উজ্জ্বল-নীলমণিতে" "উদ্ধব-সন্দেশের" অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। কেবল বঙ্গানুবাদ পড়িয়া ঐসব শ্লোকের সঠিক ভাব হৃদয়ঙ্গম করা দুষ্কর। এই কারণে "উজ্জ্বল-নীলমণি" এবং "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" গ্রন্থদ্বয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ সকল শ্লোকের ভাব-সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রসঙ্গতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও ভক্তিরস-শাস্ত্রের অপরাপর কথা আসিয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ "উদ্ধব-সন্দেশ" অতিশয় ভাব-গম্ভীর রচনা। বৈষ্ণব-দর্শনে যে সকল স্থলে শ্রীল জীবগোস্বামী ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-প্রভুপাদের মতবিরোধ আছে—তাহা পরিহার করিয়া কেবলমাত্র উভয়ের মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

গ্রন্থ-সম্পাদনার প্রারম্ভে একটি দুস্তর বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। তাহা হইতেছে গ্রন্থটির দুষ্প্রাপ্যতা। সম্মিলনীর একনিষ্ঠ সেবক ও ভক্ত গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীমণীন্দ্রকুমার আচার্য্য মহাশয় উক্ত গ্রন্থটি আমাকে সংগ্রহ করিয়া দেন। সুপণ্ডিত বৈষ্ণব-রসশাস্ত্রজ্ঞ সাধক শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে তিনি উহা সংগ্রহ করেন। গ্রন্থটি শ্রীমৎ পুরিদাস কর্ত্তৃক বৃন্দাবনধাম হইতে প্রকাশিত। ইহাতে কেবল মূল আছে। এই গ্রন্থ-সংগ্রহের কিয়ৎকাল মধ্যেই আমি শ্রীজীবানন্দ বিদ্যাসাগরকৃত 'সংস্কৃত-টীকা-সম্বলিত একখানি "উদ্ধব-সন্দেশ" সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই। এই উভয় পুস্তকের পাঠ মিলাইয়া বর্ত্তমান গ্রন্থটি প্রকাশিত হইল। গ্রন্থ-সম্পাদনায় যে সকল গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছি বাহুল্যভয়ে তাহার উল্লেখ করা হইল না।

এই গ্রন্থ-সম্পাদনায় মনে, বাক্যে ও কর্ম্মে যাঁহাদের আন্তরিকতা, স্নেহ ও উৎসাহ উপলব্ধি করিয়াছি—তাঁহাদের সকলকে সশ্রদ্ধচিত্তে প্রণাম করি।

১৯৭৪ খৃষ্টাব্দ ৩রা জুলাই এই গ্রন্থ-সম্পাদনা শেষ হয়। ইহার পর সম্মিলনীর সভাপতি মদীয় আচার্য্যদেব ডঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী মহোদয় মতামতের নিমিত্ত পণ্ডিতপ্রবর সুবিখ্যাত শ্রীচারুকৃষ্ণ দর্শনাচার্য্যের নিকট গ্রন্থখানি পাঠাইয়া দেন। তাঁহার বরেণ্য অনুমোদন লাভের পর গ্রন্থটির মুদ্রণ-কার্য্য আরম্ভ হয়। "আদি-মুদ্রণী" প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র পাণ্ডা মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া পাঁচ ফরমা পর্যন্ত বিনামূল্যে ছাপাইয়া দেন। ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস মহাশয় কার্ত্তিকবাবুকে একখানি পত্র দেন। সম্মিলনীর কোষাধ্যক্ষ শ্রীসরোজেন্দ্রনারায়ণ দত্ত এবং সহ-সম্পাদক শ্রীঅমিয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত এই গ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করিত কিনা সন্দেহ। এই জন্য উভয়ের নিকট আমি ঋণী। মদীয় আচার্য্যদেব ডঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী প্রভুপাদ এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। ভক্তজনসমীপে ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। সর্বশেষে ষট্ গোস্বামীর চরণ বন্দনা করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিলাম।

১০ সি রঘুনাথ চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬
৩২ শ্রাবণ ১৩৮৩
শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী।

ইতি—
প্রপন্ন আশ্রব
**শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ ভঞ্জ**

# =বিষয়-সূচী=


| | | শ্লোক |
|---|---|---|
| ১। | শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক উদ্ধবকে গোকুলে প্রেরণ ; যাত্রাপথ এবং গোকুলের বর্ণনা | ১—৩৫ |
| ২। | সন্ধ্যায় গোকুলে গোপীদিগের বিলাসপূর্ণ আলাপ | ৩৬—৪৭ |
| ৩। | গোকুলে প্রাতঃকালে দধিমন্থন-বর্ণনা | ৪৮—৪৯ |
| ৪। | গোকুলে গোপীদিগের রহস্য-লীলা-গোষ্ঠী | ৫০—৬৩ |
| ৫। | শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপুরী-যাত্রায় গোপীগণের বিলাপ | ৬৪—৭৫ |
| ৬। | গোকুলের চতুর্দ্দিকে গোপীগণের করুণ বিলাপ | ৭৬—৮৯ |
| ৭। | গোকুলে উদ্ধবের কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশ | ৯০—১০১ |
| ৮। | সখীগণের প্রতি বার্ত্তা | ১০২—১১৫ |
| ৯। | শ্রীরাধার প্রতি বার্ত্তা | ১১৬—১২৭ |
| ১০। | উপসংহার | ১২৮—১৩১ |

# পূর্ব্বকথা

[ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব প্রয়াগের দশাশ্বমেধঘাটে শ্রীরূপকে কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব ও ভাগবত সিদ্ধান্তসমূহ শিক্ষা দান করেন। শ্রীরূপের উপর ৪টি কর্মভার অর্পণ করেন—(১) বৃন্দাবনে ভক্তিরসশাস্ত্র রচনা, (২) লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, (৩) শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীমন্দির স্থাপন, (৪) অপ্রাকৃত ভক্তিরস প্রচার। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৪৬, ৪৭ অধ্যায়কে উপজীব্য করিয়া এবং কবি-কুলগুরু কালিদাসের 'মেঘদূত'কে আদর্শ রাখিয়া শ্রীলরূপগোস্বামী 'উদ্ধব-সন্দেশ' নামক খণ্ডকাব্যটি রচনা করেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন কংসবধের নিমিত্ত মথুরায় যাইবার উদ্যোগ করিতে-ছিলেন, ঠিক সেই সময় কংস কৃষ্ণকে ধনুর্যজ্ঞ ও মথুরার শোভাদর্শনের লোভ দেখাইয়া আনিবার জন্য অক্রূরকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অক্রূরের সহিত মথুরায় যাইবার সময় শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীদিগের নিদারুণ আর্ত্তি দেখিয়া, তিনি শীঘ্রই মথুরা হইতে ফিরিয়া আসিবেন, এই বলিয়া তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু দিন গেল, মাস গেল, বৎসর ঘুরিয়া আসিল—কৃষ্ণ আর আসিলেন না। তিনি মথুরায় নানা কাজে ব্যস্ত। তারপর একদিন মথুরায় বসন্ত আসিল। তখন কী হইল?—সেই কথাই গৌরকৃপাধন্য ভক্ত-সাধক-পণ্ডিত-কবিচূড়ামণি শ্রীশ্রীলরূপগোস্বামী প্রভুপাদ বলিতেছেন। ]

# উদ্ধব-সন্দেশ

॥ শ্রীশ্রীরাধামাধবৌ প্রীয়েতাম ॥

**সান্দ্রীভূতৈর্নববিটপিনাং পুষ্পিতানাং বিতানৈ—**
**র্লক্ষ্মীবত্তাং দধতি মথুরা-পত্তনে দত্তনেত্রঃ।**
**কৃষ্ণঃ ক্রীড়াভবন-বড়ভীমূর্দ্ধ্নি বিদ্যোতমানো**
**দধ্যৌ সদ্যস্তরলহৃদয়ো গোকুলারণ্যমৈত্রীম্ ॥ ১ ॥**

**অন্বয়**—পুষ্পিতানাং (কুসুমিত) নববিটপিনাং (নবীন বৃক্ষরাজির) সান্দ্রীভূতৈঃ (ঘনীভূত) বিতানৈঃ (বিস্তারের দ্বারা) লক্ষ্মীবত্তাং দধতি (সৌন্দর্য্য-শালী) মথুরাপত্তনে (মথুরানগরীর দিকে) দত্তনেত্রঃ (তাকাইয়া) কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ) ক্রীড়াভবনবড়ভীমূর্দ্ধ্নি (কেলিভবনের শিরোগৃহে) বিদ্যোতমানঃ (অবস্থানপূর্ব্বক) তরলহৃদয়ঃ (সন্) (চঞ্চলচিত্ত হইয়া) সদ্যঃ (সেইক্ষণে) গোকুলারণ্যমৈত্রীম্ (বৃন্দাবনের [গোপীগণের সহিত] মৈত্রীময় দিনগুলি) দধ্যৌ (মনে করিলেন)।

**বঙ্গানুবাদ**—(বসন্তসমাগমে) কুসুমিত নবীন বৃক্ষরাজির ঘনীভূত বিস্তারের দ্বারা সৌন্দর্য্যশালী মথুরানগরীর দিকে তাকাইয়া, কেলিভবনের শিরোগৃহে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ চঞ্চলচিত্ত হইয়া সেইক্ষণে বৃন্দাবনের (গোপীগণের সহিত) মৈত্রীময় দিনগুলি মনে করিলেন। ॥ ১ ॥

**ভাবার্থ**—একদিন বৃক্ষে বৃক্ষে পুষ্পের নৈবেদ্য সাজাইয়া মথুরায় বসন্ত আসিল। প্রাসাদশীর্ষ হইতে তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত চঞ্চল হইল। গোপীগণের সহিত উদ্‌যাপিত বৃন্দাবনের সেই মধুময় দিনগুলি তাঁহার মনে পড়িল।

**টিপ্পনী**—গোকুল—মথুরার একাংশে শ্রীনন্দের বাসস্থানের নাম "গোকুল"। বর্ত্তমানে মথুরা জেলার অন্যতম ছোট শহর। ইহা শ্রীকৃষ্ণের শৈশব-লীলার স্থল। "বৃন্দাবনং সম্প্রবিশ্য সর্ব্বকালসুখাবহম্। তত্র চক্রুর্ব্রজাবাসং শকটৈরর্দ্ধচন্দ্রবৎ ॥" (ভাগবত-১০/১১/৩৫)। হরিবংশে আছে, গোপগণ বৃকভয়ে গোকুল হইতে বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছিলেন। এই বৃক কৃষ্ণমায়াসৃষ্ট।

"বনং বৃন্দাবনং নাম পশব্যং নবকাননম্। গোপগোপীগবাং সেব্যং পুণ্যাদ্রি-তৃণবীরুধম্॥" (ভাগবত—১০/১১/২৮)।

শ্রীকৃষ্ণের বয়স ত্রিদশাবিশিষ্ট। (১) কৌমার (অথবা বাল্য)—পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত। (২) পৌগণ্ড (দশ বৎসর পর্য্যন্ত) (৩) কৈশোর (পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত)। কৈশোরের তিনটি স্তর আছে—আদ্য, মধ্য ও শেষ। শ্রীকৃষ্ণ মধ্য কৈশোরে রাসলীলাদি করিয়াছিলেন। ইহা মধুর রসের উপযোগী। এইস্থলে মনে রাখিতে হইবে, বৃন্দাবনের কদম্বাদিবৃক্ষ ও ময়ূরাদি পক্ষী—ইহারাও শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-সিদ্ধ পরিকর। শ্রীকৃষ্ণ নিত্য-কিশোর।

**মথুরা**—মধুদৈত্যের পুত্র লবণকে নিহত করে শত্রুঘ্ন এই পুরী প্রতিষ্ঠা করেন। যমুনাস্থ গতিপথ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে যুগে যুগে মথুরার অবস্থান পরিবর্তিত হয়েছে। বর্ত্তমানে মথুরা জেলার উত্তর-পশ্চিমে পাঞ্জাবের গুরগাঁও জেলা, উত্তরপূর্ব্বে আলিগড় জেলা, পূর্বে এটাওয়া, দক্ষিণে আগ্রা, পশ্চিমে রাজস্থানের ভরতপুর জেলা।

শ্বাসোল্লাসৈরথ তরলিতস্থূলনালীকমালঃ
কুর্ব্বন্ পূর্ণা নয়নপয়সাং চক্রবালৈঃ প্রণালীঃ।
স্মারং স্মারং প্রণয়নিবিড়াং বল্লবীকেলিলক্ষ্মীং
দীর্ঘোৎকণ্ঠা-জটিলহৃদয়স্তত্র চিত্রায়িতোঽভূৎ॥ ২॥

**অন্বয়**—অথ (অনন্তর—অর্থাৎ স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে) তত্র (মথুরায়) (শ্রীকৃষ্ণঃ) শ্বাসোল্লাসৈঃ (নিশ্বাসবায়ুতে) তরলিতস্থূলনালীকমালঃ (প্রস্ফুটিত পদ্মের মালা দুলিয়া উঠিল) প্রণয়নিবিড়াং (প্রেমঘন) বল্লবীকেলিলক্ষ্মীং (গোপীগণের সহিত কেলিসৌন্দর্য্য) স্মারং স্মারং (বারংবার স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল) নয়নপয়সাং চক্রবালৈঃ (নয়নজলে) প্রণালীঃ (জলনির্গম-পথসমূহ) পূর্ণাঃ কুর্ব্বন্ (পূর্ণ হইল) দীর্ঘোৎকণ্ঠাজটিলহৃদয়ঃ (মহতী উৎকণ্ঠায় হৃদয় ব্যাকুল হইলে) চিত্রায়িতঃ (চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চল) অভূৎ (হইয়া রহিলেন)।

**বঙ্গানুবাদ**—স্মরণের সঙ্গে সঙ্গেই তখন মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিশ্বাসবায়ুতে (তাঁহার বক্ষঃস্থিত) প্রস্ফুটিত পদ্মের মালা দুলিয়া উঠিল। গোপীগণের সহিত প্রেমঘন কেলিসৌন্দর্য্য বারংবার স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল এবং

নয়নজলে (শরীরস্থিত নাসা, কর্ণ, মুখ প্রভৃতি) জলনির্গমপথগুলি পূর্ণ হইল। তখন মহতী উৎকণ্ঠায় হৃদয় ব্যাকুল হইলে শ্রীকৃষ্ণ চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিলেন।

অন্তঃস্বান্তে ক্ষণমথ পরামৃশ্য পারাভিলাষী
কষ্টাম্ভোধের্ভবনশিখরে কুট্টিমান্তর্নিবিষ্টঃ।
সোৎকণ্ঠোঽভূদভিমতকথাং শংসিতুং কংসভেদী
নেদিষ্ঠায় প্রণয়লহরীবদ্ধবাগুদ্ধবায় ॥ ৩ ॥

অন্বয়—অথ (তারপর) ক্ষণমিশিখরে (গৃহশীর্ষে) কুট্টিমান্তর্নিবিষ্টঃ (মণিনির্মিত ভূমিতে উপবেশন পূর্বক) কংসভেদী (কংসহন্তা শ্রীকৃষ্ণ) অন্তঃস্বান্তে (মনে মনে) ক্ষণং (ক্ষণকাল) পরামৃশ্য (চিন্তা করিয়া) কষ্টাম্ভোধেঃ (শোকসাগর) পারাভিলাষী (পার হইবার মানসে) প্রণয়লহরীবদ্ধবাক্ (প্রেমতরঙ্গে নির্বাক্ হইয়া) (সন্) নেদিষ্ঠায় (নিকটবর্তী) উদ্ধবায় (উদ্ধবকে) অভিমতকথাং (নিজমনের কথা) শংসিতুং (জানাইতে) সোৎকণ্ঠঃ (অত্যন্ত উৎসুক) অভূৎ (হইলেন)।

বঙ্গানুবাদ—তারপর গৃহশীর্ষে মণিনির্মিত ভূমিতে উপবেশনপূর্বক কংসহন্তা শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া শোকসাগর পার হইবার মানসে (হৃদয়ে উত্থিত) প্রেমতরঙ্গে নির্বাক্ হইয়া নিকটবর্তী উদ্ধবকে নিজ মনের কথা জানাইতে অত্যন্ত উৎসুক হইলেন।

টিপ্পনী—"কংসভেদী" বিশেষণটি তাৎপর্যপূর্ণ। গোপীবিরহ কৃষ্ণের নিকট কংসবধের পর্বতপ্রমাণ বাধা। উদ্ধবমুখে বার্তা পাঠাইয়া সেই বিরহদুঃখের অবসান ঘটাইয়াছেন। তাই কংসভেদী।

প্রণয়—প্রগাঢ় মান বিশ্রম্ভ ধারণ করিলে তাহাকে প্রণয় বলা হয়। ("মানোদ্ধানো বিশ্রম্ভং প্রণয়ঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ।"—উজ্জ্বল-নীলমণি-স্থায়ি-৮৮)। প্রিয়জনের সহিত নিজের অভেদ-মননই বিশ্রম্ভ (জীবগোস্বামী)। প্রণয়ের প্রাণ হইতেছে সঙ্কোচের অভাব। (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—৩।৩।৪৭)।

ত্বং সর্বেষাং মম গুণনিধে! বান্ধবানাং প্রধান-
স্ত্বত্তো মন্ত্রৈঃ শ্রিয়মবিচলাং যাদবাঃ সাধয়ন্তি।
ইত্যাশ্বাসাদভিমতবিধৌ কাময়ে ত্বাং নিযোক্তুং
স্তুতঃ সাধীয়সি সফলতামর্থতারো হি ধত্তে ॥ ৪ ॥

**অন্বয়**—(হে) গুণনিধে! (হে গুণনিধি উদ্ধব!) ত্বং (তুমি) মম (আমার) সর্ব্বেষাং (সকল) বান্ধবানাং (বন্ধুগণের মধ্যে) প্রধানঃ (শ্রেষ্ঠ); যাদবাঃ (যাদবগণ) ত্বদ্দত্তপ্রাপ্তৈঃ (তোমার প্রদত্ত) মন্ত্রৈঃ (পরামর্শের সাহায্যে) অবিচলাং (স্থিরা) শ্রিয়ং (লক্ষ্মী) সাধয়ন্তি (লাভ করিয়া থাকে)। ইতি (এই) আশ্বাসাৎ (আশ্বাসে) অভিমতবিধৌ (প্রিয়কার্য্যে) ত্বাং (তোমাকে) নিযোক্তুং (নিয়োগ করিতে) কাময়ে (ইচ্ছা করি)। হি (যেহেতু) সাধীয়সি (সুযোগ্য পাত্রে) ন্যস্তঃ (ন্যস্ত হইলে) অর্থভারঃ (কার্যভার) সফলতাং (সাফল্য) ধত্তে (লাভ করে)।

**বঙ্গানুবাদ**—হে গুণনিধি উদ্ধব! তুমি আমার সকল বন্ধুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যাদবগণ তোমার প্রদত্ত পরামর্শের সাহায্যে স্থিরা লক্ষ্মী লাভ করিয়া থাকে; এই আশ্বাসে আমি তোমাকে আমার (গোপীসান্ত্বনরূপ) প্রিয়কার্য্যে নিয়োগ করিতে ইচ্ছা করি। যেহেতু, সুযোগ্য পাত্রে কার্যভার ন্যস্ত হইলে তাহা সাফল্য লাভ করে।

**ভাবার্থ—উদ্ধবের পরিচয়**—(১) ঐতিহাসিক পরিচয়—ব্রহ্মা-অত্রি-চন্দ্র-বুধ-পুরূরবা-আয়ু-নহুষ-যযাতি-যদু-ক্রোষ্টু (তৃতীয় পুত্র)-দেবমীঢ়ুষ-শূর (মারিষার গর্ভে)-দেবভাগ-উদ্ধব। মহারাজ শূরের আর এক পুত্র বসুদেব। অতএব উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতি-ভ্রাতা (খুল্লতাত-পুত্র)। শ্রীশুকদেব ভাগবতে (১০।৪৬।১) উদ্ধবের পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"বৃষ্ণীণাং প্রবরো মন্ত্রী কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা। শিষ্যো বৃহস্পতেঃ সাক্ষাদুদ্ধবো বুদ্ধিসত্তমঃ।" অর্থাৎ, উদ্ধব সকল বৃষ্ণিগণের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা এবং নীতিশাস্ত্রে বৃহস্পতির সাক্ষাৎ শিষ্য এবং অতিশয় মেধাবী ও বাগ্মী। উদ্ধবকে দৌত্যকার্য্যে নিয়োগ করিবার একাধিক হেতু আছে। কংসবধের পর শ্রীকৃষ্ণ পিতামাতাকে (বসুদেব-দেবকী) ছাড়িয়া বৃন্দাবনে যান নাই, কারণ জরাসন্ধের আক্রমণাশঙ্কা ছিল। দুর্গপুরী মথুরায় থাকিয়া তাহা প্রতিরোধ করা সম্ভব। বসুদেব-দেবকীও নিশ্চয় কৃষ্ণকে গোকুলে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। গুরুজনের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কৃষ্ণ বৃন্দাবনে আসুক—ইহা নন্দ-যশোদারও অভিপ্রেত ছিল না। কৃষ্ণও যদু ও ব্রজবাসি-গণের মধ্যে কলহাশঙ্কায় নন্দাদিকে মথুরায় আনয়ন করেন নাই। বসুদেব-দেবকীর অজ্ঞাতসারেই কৃষ্ণ উদ্ধবকে গোকুলে পাঠাইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য, নিজ অনাগমনের কারণ জানাইয়া নন্দ-যশোদা এবং গোপীগণকে সান্ত্বনাদান।

কিন্তু কৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী গোপীগণের সান্ত্বনা-দান অতি গোপনীয় ও দুরূহ ব্যাপার। এই কার্য্য বিজ্ঞ, মর্ম্মজ্ঞ এবং অতিচতুর ব্যক্তির দ্বারাই সাধ্য। উদ্ধব উক্তগুণসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দূতকার্য্যে ব্রতী করিলেন।

(২) **বৈষ্ণব পরিচয়**—কিন্তু গোকুলে উদ্ধবের জন্য একটা পরম বিস্ময় অপেক্ষা করিতেছিল। তাহা হইতেছে গোপীপ্রেম। উদ্ধব দ্বারকা-মথুরার পারিষদ-ভক্ত। তাঁহার ভক্তি কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রিতা। উদ্ধব রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীদিগের কৃষ্ণপ্রীতির স্বরূপ জানিতেন, কিন্তু ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমের স্বরূপ জানিতেন না। তাই তিনি গোপীদিগের কৃষ্ণের প্রতি প্রেমের গাঢ়তা, অসমোর্দ্ধতা এবং অপূর্ব্বতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। এইরূপ কেবলাপ্রীতির (সমর্থা রতি) কোন ধারণা উদ্ধবের ছিল না। উদ্ধব এই কৃষ্ণপ্রেমের অনুরূপ রতি লাভ করিবার জন্য গোপীদিগের চরণধূলি দ্বারা অভিষিক্ত হইবার উদ্দেশ্যে গোকুলে তৃণগুল্মাদিরূপে জন্মগ্রহণের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। ("আসামহো ইত্যাদি—ভাগবত—১০।৪৭।৬১)। উদ্ধব কৃষ্ণকথায় ব্রজে দশমাস অবস্থান করিয়াছিলেন। "গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ দরশন। সুখবাঞ্ছা নাহি সুখ হয় কোটিগুণ॥ গোপিকাদর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়। তাহা হইতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়॥"—(চৈতন্যচরিতামৃত—১।৪।১৫৭-১৫৮)।

উদ্ধব কৃষ্ণতুল্য স্নিগ্ধশ্যামবর্ণ। তিনি কৃষ্ণের ব্যবহৃত মাল্য ও বস্ত্র ধারণ করিতেন। শৈশবে কৃষ্ণপূজায় তিনি এতই আগ্রহী ছিলেন যে প্রাতরাশ গ্রহণের জন্য মাতার বারংবার আহ্বান তিনি উপেক্ষা করিতেন। ভগবানের ভক্তের নানাপ্রকার ভেদ আছে। উদ্ধব 'সমম' ভক্ত, যেমন—ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, নারদ। অর্থাৎ 'কৃষ্ণ আমার' এইরূপ বুদ্ধিসম্পন্ন। 'নির্মম' ভক্ত, যেমন—সনকাদি। ইহাদের প্রীতিকে জ্ঞান-ভক্তি বলে। দ্বারকা-পরিকরদিগের মধ্যে উদ্ধবের বৈশিষ্ট্য হইতেছে, তিনি প্রেমবিহ্বল (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—৩।২।১১)।

উদ্ধবের প্রীতি দাস্যের অন্তর্ভুক্ত সখ্য। ইহা মিশ্রা প্রীতি। উদ্ধব সম্বন্ধে স্বয়ং কৃষ্ণই বলিয়াছেন—"ত্বং মে ভৃত্যঃ সুহৃৎ সখা" (ভাগবত—১১।১১।৪৯) "নোদ্ধবোঽণ্বপিমন্ন্যূনঃ" (ঐ—৩।৪।৩১) "ত্বং হি ভাগবতামহম্" (ঐ)। উদ্ধব উত্তম ভক্ত এবং তাঁহার সর্ব্বত্রই শ্রীভগবানের স্ফূর্ত্তি ছিল। তাই তিনি ভগবদ্দ্বেষী দুর্যোধনকেও প্রণাম করিয়াছিলেন। (ভাগবত—১০।৬৮।১৭)। উদ্ধবের

দাস্য ও সখ্য রাগানুগা ভক্তির অন্তর্গত, বৈধীভক্তির নহে। রাগানুগাভক্তে জ্ঞানযোগাদিতে অনাদর থাকে। তাই স্বয়ং কৃষ্ণই উদ্ধবকে বৈষ্ণবধর্ম, মোক্ষধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিয়া তপস্যা করিবার জন্য বদরিকাশ্রমে পাঠাইয়াছিলেন। (ভাগবত—১১ স্কন্ধ দ্রষ্টব্য): এইস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে ভক্তির মুখ্য লক্ষণ, মোক্ষনিরপেক্ষতা। ভাগবতী প্রীতির তাৎপর্য্য কেবল প্রীতির মাধুর্যে এবং ভগবানের সেবায় এবং ইহাতেই পর্য্যবসান। অকিঞ্চনা ভক্তিই সর্ব্বশাস্ত্রের সার। যে ব্যক্তি গৃহাদিতে বিরক্ত নয় এবং অত্যাসক্ত নয় সেই ভক্তিযোগের অধিকারী। "অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধেগরীয়সী" (ভাগবত—৩।২৫।৩২)। "প্রীতিসন্দর্ভে" শ্রীজীবগোস্বামী বলিয়াছেন, প্রেষ্ঠ হইতে পার্ষদ কৃষ্ণের প্রিয়তর এবং পার্ষদ হইতে অঙ্গসেবক প্রিয়তর। এইজন্য দারুক উদ্ধব হইতে প্রিয়তর। দারুক চামর-ব্যজন অধিক পছন্দ করিতেন। কৃষ্ণের দাস চার প্রকার—(১) অধিকৃত। যেমন—ব্রহ্মা, শঙ্কর, ইন্দ্র প্রভৃতি। (২) আশ্রিত—(৩) পারিষদ—দারুক, উদ্ধব, নন্দ, উপনন্দ প্রভৃতি (৪) অনুগ। শ্রীভগবানের অধিকৃত ও আশ্রিত দাসে প্রেম, পারিষদ দাসে স্নেহ এবং অনুগ দাসে রাগ প্রকটিত হয়। উদ্ধব একান্তী ভক্ত। "ঐশ্বর্য্য হৈতে জ্ঞানে কেবলাভাব পরম প্রধান। পৃথিবীতে ভক্ত নাহি উদ্ধব সমান॥" (চৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্যলীলা)।

**সংরম্ভেণ ক্ষিতিপতিগিরাং লম্ভিতে গর্ব্বিতানাং**
**বৃন্দারণ্যান্ময়ি মধুপুরীং গান্দিনী-নন্দনেন।**
**বল্লব্যস্তা বিরহদহনজ্বালিকামণ্ডলীনা—**
**মন্তর্লীনাঃ কথমপি সখে জীবিতং ধারয়ন্তি ॥ ৫ ॥**

**অন্বয়**—(হে) সখে (হে সখা) গান্দিনী-নন্দনেন (অক্রূর কর্তৃক) গর্ব্বিতানাং (অহঙ্কারপূর্ণ) ক্ষিতিপতিগিরাং (মহারাজ কংসের বাক্য) সংরম্ভেণ (ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া) বৃন্দারণ্যাৎ (বৃন্দাবন হইতে) মধুপুরীং (মথুরায়) লম্ভিতে (নীত হইয়াছিলাম) ময়ি (আমি) তাঃ (সেই সকল) গোপ্যঃ (গোপীগণ) বিরহদহনজ্বালিকা-মণ্ডলীনাম্ (প্রজ্বলিত বিরহানলের) অন্তর্লীনাঃ (মধ্যে লীন হইয়া) কথমপি (কোন প্রকারে) জীবিতং (জীবন) ধারয়ন্তি (ধারণ করিতেছে)।

**বঙ্গানুবাদ**—হে সখা! মহারাজ কংসের অহঙ্কারপূর্ণ বাক্যশ্রবণজনিত ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া আমি যখন অক্রূর কর্ত্তৃক বৃন্দাবন হইতে মথুরায় নীত হইয়াছিলাম, (তখন হইতে) সেই সকল গোপীগণ প্রজ্বলিত বিরহানলের মধ্যে লীন হইয়া কোনও প্রকারে জীবন ধারণ করিতেছে।

**টিপ্পনী**—কংসের অহঙ্কারপূর্ণ বাক্য। অর্থাৎ মথুরায় যাদবগণের সভায় কংস কর্ত্তৃক বসুদেবকে তিরস্কার, ব্রজবাসীদিগকে কর ও ভোজ্যসামগ্রী লইয়া ধনুর্যজ্ঞে উপস্থিত হইবার আদেশ প্রভৃতি বুঝাইতেছে। হরিবংশে (বিষ্ণুপর্ব—৭৮ অধ্যায়) ইহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

গান্দিনী-নন্দন **অক্রূরের পরিচয়**। (১) **ঐতিহাসিক পরিচয়**—ক্রোষ্টুর পুত্র যুধাজিৎ। যুধাজিতের পুত্র বৃষ্ণি। বৃষ্ণির পুত্র শ্বফল্ক। শ্বফল্ক অতিশয় ধর্ম্মাত্মা ছিলেন। তিনি যে স্থানে থাকিতেন সেখানে ব্যাধিভয় বা অনাবৃষ্টি থাকিত না। একসময় তিন বৎসর অনাবৃষ্টি হইলে কাশীরাজ শ্বফল্ককে নিজ রাজ্যে আনিয়াছিলেন। তাঁহার আগমনে মহতী বৃষ্টি হইয়াছিল। তখন কাশীরাজ স্বীয় কন্যা গান্দিনীর সহিত শ্বফল্কের বিবাহ দেন। তাহাদেরই পুত্র দানশীল, যজ্ঞপরায়ণ, শাস্ত্রজ্ঞ, মহামতি অক্রূর। অক্রূরের মাতা গান্দিনীরও জন্মকাহিনী অতি পবিত্র। গান্দিনী ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে বহু বর্ষ যাবৎ জননী-জঠরে অবস্থিতা ছিলেন। তখন তাহার পিতা ভূমিষ্ঠ না হইবারকারণ জিজ্ঞাসা করিলে, গান্দিনী বলিয়াছিলেন—"পিতঃ, আমি যদি প্রত্যহ ব্রাহ্মণকে একটি করিয়া গরু দান করিতে পারি, তবে মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইব।" পিতা 'তথাস্তু' বলিলে গান্দিনী মাতৃজঠর ত্যাগ করিয়াছিলেন। গান্দিনী যাবজ্জীবন প্রতিদিন ব্রাহ্মণকে ধেনুদান করিতেন। (গাং দিনে অর্থাৎ প্রত্যহ ধেনুদান)। (হরিবংশ—হরিবংশপর্ব্ব—৩৪ অধ্যায়) অক্রূর উগ্রসেন-কন্যা সুগাত্রীকে বিবাহ করেন। অতএব অক্রূর কংসের ভগিনীপতি। অক্রূরের সহোদরার নাম সুন্দরী।

(২) **বৈষ্ণব পরিচয়**—অক্রূর কৃষ্ণের খুল্লতাত। স্কন্দপুরাণে আছে, অক্রূর পূর্ব্বজন্মে চন্দ্রশর্ম্মা নামক সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণ ছিলেন। অক্রূর মথুরা-পার্ষদ-ভক্ত। তাঁহার সম্ভ্রম—প্রীতি অনাদিসিদ্ধ। কৃষ্ণ-স্মরণে তাহা উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। ভক্তিশাস্ত্রে অনুতাৎপর্যহীন কৃষ্ণপ্রীতির নিদর্শন অক্রূর। তাঁহার কৃষ্ণপ্রীতিতে দম্ভ, শোক, ভয় ছিল না। তবে তিনি ব্রজে কৃষ্ণের পদরেণুশোভিত

ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়াছিলেন ( ভাগবত—১০।৩৮।২৭ দ্রষ্টব্য )। শ্রীল রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে প্রীতিভক্তিরস দুই প্রকার বলিয়াছেন—সম্ভ্রমপ্রীতি এবং গৌরবপ্রীতি। শ্রীজীবগোস্বামীমতে তিন প্রকার—(১) আশ্রয়-ভক্তিময় (২) দাস্যভক্তিময় (৩) প্রশ্রয়ভক্তিময়। অক্রূরের দাস্যভাব—অতএব সম্ভ্রমগৌরব-সেবা। বন্দনে ( নবধা ভক্তিলক্ষণের অন্যতম ) অক্রূরের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়াছিল। বন্দন অর্থাৎ প্রণাম। ইহার হেতু সাধুসঙ্গ। সংসারনাশের কাল উপস্থিত হইলে সাধুসঙ্গ হয়। সাধুসঙ্গ হইলে শ্রীভগবানে অন্তর্মুখতা লাভ হয়। অক্রূর মথুরায় নারদের নিকট হইতে কৃষ্ণ-মহিমা শুনিয়াছিলেন। বৃন্দাবনযাত্রার পথে স্মরণে কৃষ্ণরতির উদ্বোধ হয়। কৃষ্ণ-বলরামকে লইয়া মথুরা আসিবার পথে কালিন্দী-হ্রদে অক্রূরের বিশ্বরূপ দর্শন হয়। বৃন্দাবনে অক্রূর-ঘাট আজিও প্রসিদ্ধ তীর্থ। অক্রূর পিতৃনামধন্য, মাতৃনামধন্য এবং স্বনামধন্য পুরুষ।

**প্রাণেভ্যো মে প্রণয়বসতির্মিত্র! তত্রাপি রাধা**
**ধাতুঃ সৃষ্টৌ মধুরিমধরাধারণাদদ্বিতীয়া।**
**বাচোযুক্তিস্তবকিতপদৈরস্য সেয়ং সখীনাং**
**গাঢ়াশ্বাসৈর্বিধুর-বিধুরং প্রাণভারং বিভর্ত্তি ॥ ৬ ॥**

**অন্বয়**—মিত্র! ( হে সখা ) তত্রাপি ( সেই গোপীগণ মধ্যেও ) মধুরিমধরা-ধারণাৎ ( মাধুর্য্যরূপ-গিরিধারিণী অতএব ) ধাতুঃ ( বিধাতার ) সৃষ্টৌ ( সৃষ্টিতে ) অদ্বিতীয়া ( নিরুপমা ) মে ( মদীয় ) প্রাণেভ্যঃ ( প্রাণাপেক্ষা ) প্রণয়বসতিঃ ( প্রেমাস্পদ ) রাধা ( শ্রীরাধা রহিয়াছেন ) সা ইয়ং ( তিনি ) অস্য ( বর্ত্তমানে ) সখীনাং ( সখীদের ) বাচোযুক্তিস্তবকিতপদৈঃ ( সুযুক্তিসম্বলিতপদযুক্ত ) গাঢ়াশ্বাসৈঃ ( দৃঢ়তর আশ্বাসবাক্যে ) বিধুরবিধুরং ( অতিকষ্টে ) প্রাণভারং ( প্রাণভার ) বিভর্ত্তি ( বহন করিতেছেন )।

**বঙ্গানুবাদ**—হে সখা! সেই গোপীগণমধ্যেও মাধুর্য্যরূপগিরিধারিণী অতএব বিধাতার নিরুপমা সৃষ্টি মদীয় প্রাণাপেক্ষাও প্রেমাস্পদ শ্রীরাধা রহিয়াছেন এবং তিনি বর্ত্তমানে সখীদের সুযুক্তিসম্বলিত—পদযুক্ত দৃঢ়তর আশ্বাস-বাক্যে ( আশ্বস্ত হইয়া ) অতিকষ্টে প্রাণভার বহন করিতেছেন।

**টিপ্পনী**—**শ্রীরাধার পরিচয়**—শ্রীরাধা বৈশ্যরাজ বৃষভানুর কন্যা; গোকুলের নিকট 'রাবেল' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীরাধা বৃন্দাবনেশ্বরী,

সমস্ত ভগবদ্ধামেশ্বরী, এবং রাসেশ্বর। তিনি কৃষ্ণ হইতে অভিন্না। কৃষ্ণকান্তা গোপীগণ কৃষ্ণের হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপশক্তির বৃত্তি বা মূর্ত্ত বিগ্রহ। এই নিত্যসিদ্ধা ব্রজসুন্দরীদিগের কৃষ্ণরতিও অনাদিসিদ্ধা। এই রতির কোন উৎপাদক হেতু থাকিতে পারে না। ইহা লীলাশক্তি-প্রাপিত জন্মান্তরীণ স্বভাব হইতে জাত। ("রতিঃ স্বভাবজৈব স্যাৎ প্রায়ো গোকুলযুক্তবাম্।"—উজ্জ্বলনীলমণি—স্থায়ী—২৮) রুক্মিণী প্রভৃতি পট্টমহিষীদের দাস্যমিশ্রিত কান্তাভাব, কিন্তু ব্রজদেবীগণে সখ্যমিশ্রিত কান্তাভাব। ব্রজদেবীগণে যে সকল শ্রেষ্ঠ ভাবের স্ফূর্তি—তাহা তর্কের অগোচর।

কান্তারতি (বা মধুরা রতি) তিন প্রকার :—

(১) **সাধারণী**। যেমন কুব্জা। ইহার সীমা প্রেম পর্য্যন্ত। মণিস্বরূপ। দুর্লভ। ধূমায়িত ভাব।

(২) **সমঞ্জসা**। যেমন রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণ। ইহার সীমা অনুরাগ পর্য্যন্ত। চন্দ্রকান্তমণিস্বরূপ। অতিদুর্লভ। জ্বলিতভাব।

(৩) **সমর্থা**। যেমন রাধা প্রভৃতি ব্রজগোপীগণ। সীমা মহাভাব। কৌস্তুভমণিস্বরূপ। সুদুর্লভ। ভাব তর্ক ও বুদ্ধির অতীত।—ইহাতে ভিন্ন প্রকার সম্ভোগেচ্ছা থাকে—যাহাতে নায়ক ও নায়িকা একীভূত ভাব প্রাপ্ত হয়। এই রতি উৎপন্ন হইলে নায়িকা তার কুল, মান, ধর্ম, ধৈর্য্য, লজ্জা প্রভৃতি বিস্মৃত হয়। ইহা এত নিবিড় যে তাহাতে কোন ভাবান্তরভেদ থাকে না। এবং নায়িকার কোন স্বতন্ত্র সত্তাও থাকে না। আপন প্রেমে সে আপনাকে পূর্ণাহুতি দেয়। Selfless love. এই রতির অধিষ্ঠান একমাত্র ব্রজদেবীগণ। কৃষ্ণের সুখের জন্যই ইহার উত্তম প্রকাশ পায়। সেইজন্য সমর্থা রতির স্বরূপ 'প্রৌঢ়'। প্রৌঢ় সমর্থা রতি হইলে মহাভাবদশাপ্রাপ্তি ঘটে। এই সমর্থা রতিকে যখন প্রতিকূল ভাব বিচলিত করিতে পারে না—তখন তাহাকে 'প্রেম' বলে। প্রেম যথাক্রমে স্নেহ-মান-প্রণয়-রাগ-অনুরাগ-ভাবরূপে পরিণত হয়। যেমন, মৃত্তিকায় রোপিত ইক্ষুগ্রন্থি থেকে রস-গুড়-খণ্ড (মিছ্‌রি)—শর্করা। সমর্থা-রতিবিশিষ্টা প্রেয়সীর যে জাতীয় প্রেম কৃষ্ণের প্রতি সঞ্জাত হয়, কৃষ্ণেরও সেইজাতীয় প্রেম সেই নায়িকার প্রতি সঞ্চারিত হয়। সমর্থা রতি হইতেছে প্রেমের চরমসীমা। মনে রাখিতে হইবে, গোপীদিগের প্রেমলীলা

কামক্রীড়া নহে। ("প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্")। প্রেম পঞ্চম পুরুষার্থ। প্রেমের জন্যই প্রেমাস্পদকে দূরে সরে যেতে হয়। চির-মিলন মানেই প্রেমের অকাল-মৃত্যু। বিরহই প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখে। বিচ্ছেদরূপী কৃপা দিয়ে গোপীদের নিত্যপ্রেমানন্দময়ী করার জন্যই কৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করেছিলেন। মথুরায় তাঁহার কংসবধাদি বৃহত্তর কর্ত্তব্য ছিল। কারণ ভগবান্ কেবল ভক্তবৎসল ও প্রেমময় নন, তিনি ধর্ম্মসংস্থাপকও বটে। ভগবদ্বিষয়ক কামই অপ্রাকৃত প্রেম।

কৃষ্ণ গোপীদিগের উপপতি। কিন্তু প্রাকৃত নায়কের ন্যায় তাঁহার ঔপপত্য নিন্দিত নহে। কারণ তিনি রসনির্য্যাসবিশেষ (শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা) আস্বাদনের জন্যই ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন। গৌরস্বরূপে রাধাকৃষ্ণের নিবিড়তম মিলন হইয়াছে। শ্রীল রূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণির 'কৃষ্ণবল্লভা' প্রকরণে (১৯), বলিয়াছেন যে, গোপসুন্দরীগণ যখন কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে যাইতেন, তখন যোগমায়া তাহাদের পতিগৃহে ব্রজসুন্দরীদিগের অনুরূপ স্ত্রীমূর্ত্তি রাখিতেন। গোপদের সহিত গোপীদিগের বিবাহ মায়াময় এবং শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্য প্রাতীতিক। ব্রজগোপীদের কান্তাভাবের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীল জীব গোস্বামী ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদের মতভেদ আছে। শ্রীজীবের মতে প্রকট-লীলাতে ব্রজগোপী কৃষ্ণের পরকীয়া কান্তারূপে প্রতীয়মানা (এই পরকীয়াভাব অল্পকালস্থায়ী)। কিন্তু অপ্রকটলীলায় তাহারা কৃষ্ণের নিত্য-স্বকীয়া কান্তা। শ্রীচক্রবর্ত্তীপাদের মতে উভয় লীলাতেই ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণের পরকীয়া কান্তা। তাহাদিগকে স্বকীয়া বলিলে সমঞ্জসা রতির প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। সাধারণ ব্রজগোপীগণ কেবল সৎসঙ্গ-বশতই কৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন। তাহাদিগকে বেদাধ্যয়ন, ব্রতানুষ্ঠান, প্রভৃতি কোন সাধন করিতে হয় নাই। এস্থলে সৎসঙ্গ বলিতে কৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সীদিগের সঙ্গ এবং কৃষ্ণদর্শনজনিত সঙ্গ বুঝাইতেছে। (ভাগবত—১১/১২/৬)। "শুদ্ধপ্রেম ব্রজদেবীর কামগন্ধহীন। কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য এই তার চিন॥" সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম। কামক্রীড়া-সাম্যে তারে কহে কাম নাম॥" (চৈতন্যচরিতামৃত—)

**শ্রীরাধার বৈশিষ্ট্য**—শ্রীরাধা ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের মুখ্যা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ("রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা"—ঋক্‌পরিশিষ্ট) নিত্যপ্রিয়া। তিনি অষ্ট প্রধানা যূথেশ্বরীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা। ইঁহার যূথে কোটি কোটি গোপী আছেন।

রাধা ও চন্দ্রাবলীর মধ্যে রাধা শ্রেষ্ঠা। "তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা। মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী॥" (উজ্জ্বলনীলমণি-রাধা-২)। তাহাকে অনেক স্থলে 'গান্ধর্ব্বিকা' বলা হয়েছে। রাধা মধুস্নেহবতী (যাহা আদরে কঠিন হয়) কিন্তু চন্দ্রাবলী ঘৃতস্নেহবতী (যাহা আদরে গলিয়া যায়)। প্রণয়ের উৎকর্ষ হেতু যেখানে অতিদুঃখ সুখরূপে অনুভূত হয় তাহাকে 'রাগ' বলে (উজ্জ্বলনীলমণি)। রাধা ও কৃষ্ণের "মাঞ্জিষ্ঠ রাগ" (অর্থাৎ অক্ষয়, বহির্নিরপেক্ষ, স্বতঃ বৃদ্ধিশীল)। কিন্তু চন্দ্রাবলী ও কৃষ্ণের "নীলী রাগ" (অর্থাৎ যে অক্ষয় রাগের বহিঃপ্রকাশ অল্প)। রাধার ভাব হইতেছে—মধুস্নেহ, ললিত, সখ্য, সুমৈত্র্য, নীলিমা, সুসখ্য এবং রক্তিমা। চন্দ্রাবলী ও মহিষীদিগের ভাব হইতেছে—ঘৃতস্নেহ, উদাত্ত, মৈত্র্য, সুমৈত্র্য ও কেবল নীলিমা রাগ। হলাদিনীর সারভূত বস্তু হইতেছে প্রেম। এই প্রেম যদি রত্যাদি-মহাভাব-উদ্‌গমে লীলাচঞ্চল হইয়া উঠে—তাহাকে "মাদন" বলা হয়। ইহা কেবল রাধাতেই আছে। "মোদন" হলাদিনীর প্রিয়তর শ্রেষ্ঠ বিলাস। বিরহে 'মোদন'ই 'মোহন' নামে কথিত হয়। দিব্যোন্মাদ মোহনেরই একটি বৈচিত্রী। রাধা কৃষ্ণ-প্রেয়সী-শিরোমণি এবং সমস্ত কান্তশক্তির অংশিনী। রাধা-প্রেম সাধ্যশিরোমণি। (চৈতন্যচরিতামৃত)—"সেই গোপীগণমধ্যে উত্তমা রাধিকা। রূপেগুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্বাধিকা॥" (১/৪) "শতকোটি গোপীসঙ্গে রাসবিলাস। তার মধ্যে এক মূর্ত্তি রহে রাধাপাশ॥ সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা। রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা॥ শতকোটি গোপীতে নাহি কাম-নির্ব্বাপণ। ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥ শ্রীরাধার প্রেম যেন অমৃতের সিন্ধু। আর কোন গোপিকাতে নাহি তার বিন্দু॥ তবে যেই বিপক্ষতা করি এগণন। রসের পুষ্টতা লাগি কহে কবিগণ॥"

শ্রীরাধার সখী পাঁচ প্রকারের—(১) সখী (২) নিত্যসখী (৩) প্রাণসখী (৪) প্রিয়সখী (৫) পরমপ্রেষ্ঠ সখী। চন্দ্রাবলী ও রাধা পরস্পর বিপক্ষ। চন্দ্রাবলীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম মধ্যম। কারণ, চন্দ্রাবলীর সহিত মিলনকালে কৃষ্ণের রাধা-স্মরণ হয়েছে। তবে অন্য নায়িকার তুলনায় চন্দ্রাবলীর প্রতি কৃষ্ণের প্রেম প্রৌঢ়। বৃন্দাবনে মন্দ প্রেম নাই, দ্বারকায় আছে।

**গত্বা নন্দীশ্বরশিখরিণো মেখলাং রত্নভূতাং**
**ত্বং বল্লীভির্বলয়িতনগাং বল্লবাধীশপল্লীম্।**

তাং দষ্টাঙ্গীং বিরহফণিনা প্রাণয়ন্ প্রীণয়ার্ত্তাং
বার্ত্তামন্দ্রধ্বনিভিরথ মে মন্ত্রিচূড়ামণীন্দ্র ! ॥ ৭ ॥

**অন্বয়**—মন্ত্রিচূড়ামণীন্দ্র ( হে মন্ত্রিশিরোমণিশ্রেষ্ঠ ! ) নন্দীশ্বরশিখরিণঃ ( নন্দীশ্বর নামক পর্বতের ) রত্নভূতাং ( রত্নভূত অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ) মেখলাং ( মেখলা-স্বরূপ ) বল্লীভিঃ ( লতা কর্ত্তৃক ) বলয়িতনগাং (—বেষ্টিতবৃক্ষরাজিশোভিত) বল্লবাধীশপল্লীম্ ( গোপরাজ নন্দের আলয়ে ) গত্বা অথ ( গমনানন্তর ) ত্বং ( তুমি ) মে ( আমার ) বার্ত্তামন্দ্রধ্বনিভিঃ ( সংবাদ-সম্বলিত গম্ভীর শব্দসমূহ দ্বারা ) বিরহফণিনা ( বিরহসর্পকর্তৃক ) দষ্টাঙ্গীং ( দষ্টাঙ্গী ) আর্ত্তাং ( কাতরা ) তাং ( সেই রাধাকে ) প্রাণয়ন্ ( জীবিত করিয়া ) প্রীণয় ( আহ্লাদিত করিবে )।

**বঙ্গানুবাদ**—হে মন্ত্রিশিরোমণিশ্রেষ্ঠ ! তুমি নন্দীশ্বর পর্বতের রত্নভূত ( অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ) মেখলাস্বরূপ এবং লতাবেষ্টিত-বৃক্ষরাজিশোভিত গোপরাজ নন্দের আলয়ে গমনানন্তর আমার সংবাদ-সম্বলিত গম্ভীরশব্দসমূহদ্বারা বিরহসর্প-দষ্টাঙ্গী কাতরা সেই রাধাকে জীবিত করিয়া আহ্লাদিত করিবে।

**টিপ্পনী—নন্দীশ্বর**—বৃন্দাবনে একটি পর্বতের নাম। এই স্থানে গোপরাজ নন্দের গৃহ ছিল।

**মেখলা**—স্ত্রীলোকদিগের কটিভূষণকে মেখলা বলে।

**রত্নভূতা**—স্বজাতি মধ্যে শ্রেষ্ঠ বস্তুকে 'রত্ন' বলে।

তিষ্ঠন্ত্যেতে জগতি বহবস্তদ্বিধানাং বিধাতুং
চেতঃপূর্ত্তিং ননু জনপদা মূর্ত্তিভির্মে সনাথাঃ।
ভূয়োভূয়ঃ প্রিয়সখ ! শপে তুভ্যমব্যাজতোঽহং
ভূরন্যা মে হৃদি সুখকরী গোষ্ঠতঃ কাপি নাস্তি ॥ ৮ ॥

**অন্বয়**—প্রিয়সখ ! ( হে প্রিয়সখা ! ) এতে ( এইসকল ) মে ( আমার ) মূর্ত্তিভিঃ সনাথাঃ ( বিগ্রহ-শোভিত ) বহবঃ ( বহু ) জনপদাঃ ( দেশ ) ত্বদ্বিধানাং ( তোমার ন্যায় ব্যক্তিদিগের ) চেতঃপূর্ত্তিং (চিত্তপ্রসাদ) বিধাতুং ( করিবার জন্য ) জগতি ( জগতে ) তিষ্ঠন্তি ( আছে )। অহম্ ( আমি ) অব্যাজতঃ (অকপট চিত্তে ) ভূয়োভূয়ঃ ( বারংবার ) তুভ্যং ( তোমাকে ) শপে ( শপথ করিয়া বলিতেছি ) মে ( আমার ) হৃদি ( চিত্তে ) সুখকরী ( সুখকর ) গোষ্ঠতঃ ( গোকুল হইতে ) অন্য। ( অন্য অর্থাৎ দ্বিতীয় ) ভূঃ ( স্থান ) কাপি ( কোন ) ন অস্তি ( নাই )।

**বঙ্গানুবাদ**—হে প্রিয়সখা! তোমার মত ব্যক্তিদিগের চিত্ত প্রসন্ন করিবার জন্য জগতে আমার বিগ্রহ-শোভিত বহু দেশ বর্ত্তমান আছে। কিন্তু আমি বারংবার অকপট চিত্তে তোমার নিকট শপথ করিয়া বলিতেছি, গোকুল হইতে অন্য আমার চিত্তসুখকর দ্বিতীয় স্থান আর নাই।

**টিপ্পনী**—**গোষ্ঠ**—বৃন্দাবন-সংলগ্ন প্রান্তর বা গোচারণ ভূমিকে গোষ্ঠ বলে (উজ্জ্বলনীলমণি—স্থায়িভাব—১৪)। শ্লোক—১—'গোকুল' দ্রষ্টব্য। শ্লোক—১০—ভাবার্থ দ্রষ্টব্য।

মদ্বিশ্লেষজ্বলনপটলী-জ্বালয়া জর্জরাঙ্গাঃ
সর্ব্বে তস্মিন্ নিধনপদবীং শাখিনোঽপ্যাশ্রয়িষ্যন্।
গোপীনেত্রাবলি-বিগলিতৈর্ভূরিভির্বাষ্পবারাং
পূরৈস্তেষাং যদি নিরবধির্নাভিষেকোঽভবিষ্যৎ ॥ ৯ ॥

**অন্বয়**—মদ্বিশ্লেষজ্বলনপটলীজ্বালয়া (আমার বিরহানলের শিখায়) জর্জরাঙ্গাঃ (জর্জরিতাঙ্গ হইয়া) তস্মিন্ (সেই গোকুলে) সর্ব্বে (সকল) শাখিনোঽপি (বৃক্ষই) নিধনপদবীং (মৃত্যুপথ) আশ্রয়িষ্যন্ (আশ্রয় করিত) যদি (যদি) তেষাং (তাহাদিগের) গোপীনেত্রাবলিবিগলিতৈঃ (গোপীদিগের নয়নবিগলিত) ভূরিভিঃ (অজস্র) বাষ্পবারাং পূরৈঃ (অশ্রুপ্রবাহে) নিরবধিঃ (অনবরত) অভিষেকঃ (অভিষেক, সিঞ্চন) ন (না) অভবিষ্যৎ (হইত)।

**বঙ্গানুবাদ**—আমার বিরহানলের শিখায় জর্জরিতাঙ্গ হইয়া সেই গোকুলের সকল বৃক্ষই মৃত্যুপথযাত্রী হইত, যদি না গোপীদিগের নয়নবিগলিত অজস্র অশ্রু-প্রবাহে তাহাদিগের অনবরত অভিষেক হইত।

**ভাবার্থ**—বৃন্দাবনের কদম্বাদি বৃক্ষগণ এবং ময়ূরাদি পক্ষিগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পরিকর। তাহারা প্রাকৃত বৃক্ষ কিংবা প্রাকৃত পক্ষী নহে। তাহারা সকলেই নিত্যসিদ্ধ। অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাহাদের ভাব বা প্রীতি বর্ত্তমান। শ্রীভাগবতের ১১।১২।৮ শ্লোকে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা দ্রষ্টব্য।

জলসিঞ্চন ব্যতীত বৃক্ষ প্রাণধারণ করিতে পারে না। কিন্তু এস্থলে গোপীদিগের নয়নজলই তাহাদের সিঞ্চনবারি হইয়াছে। তাহাতেই বিরহানল শান্ত হইয়াছে। অর্থাৎ গোপী ও বৃক্ষ—উভয়েই কৃষ্ণবিরহে কাতর। বৃক্ষ অগ্নিদগ্ধ, আর গোপী নয়নজলে সেই দাহশান্তি করিয়াছে।

"যদ্বা তদানীন্তনানাং সর্ব্বতরুগুল্মাদীনামপি ভগবতি ভাবঃ অস্তীতি গম্যতে।"
(শ্রীধরস্বামী—ভাগবত—১১।১২।৮)

আত্মক্লেশৈরপি নহি তথা মেরুতুল্যৈর্ব্যথন্তে
বল্লব্যস্তাঃ প্রিয়সখ! যথা মদ্ব্যথালেশতোঽপি।
দুর্ব্বারাং মে বিরহবিহিতাং নিহ্নুবানস্তদার্ত্তিং
প্রেমগ্রন্থিং ত্বমতিপৃথুলং তাসু বিখ্যাপয়েথাঃ ॥ ১০ ॥

**অন্বয়**—প্রিয়সখ (হে প্রিয়সখা) তাঃ (সেই) বল্লব্যঃ (গোপীগণ) মদ্ব্যথালেশতঃ (আমার বিন্দুমাত্র দুঃখে) যথা (যেরূপ) ব্যথন্তে (ব্যথিত হইয়া থাকেন) মেরুতুল্যৈঃ (মেরুপর্ব্বততুল্য) আত্মক্লেশৈঃ অপি (নিজ ক্লেশেও) তথা (সেইরূপ) ন ব্যথন্তে (ব্যথিত হয়েন না)। তৎ (অতএব) ত্বং (তুমি) মে (আমার) দুর্ব্বারাং (দুর্নিবার) বিরহবিহিতাং (বিরহজনিত) আর্ত্তিং (জ্বালা) নিহ্নুবানঃ (নিবারণ করিবার জন্য) তাসু (তাহাদিগের নিকট) অতিপৃথুলং (সুমহান্) প্রেমগ্রন্থিং (প্রেম) বিখ্যাপয়েথাঃ (জ্ঞাপন করিবে)।

**বঙ্গানুবাদ**—হে প্রিয়সখা! (বৃন্দাবনের) সেই গোপীগণ আমার বিন্দুমাত্র দুঃখে যেরূপ ব্যথিত হইয়া থাকেন, মেরুপর্ব্বততুল্য নিজ ক্লেশেও সেরূপ ব্যথিত হ'ন না। অতএব তুমি তাহাদিগের নিকট আমার দুর্নিবার বিরহজ্বালা নিবারণ করিবার জন্য আমার সুমহান্ প্রেম জ্ঞাপন করিবে।

**ভাবার্থ**—কৃষ্ণ গোপীদিগের নিকট নিজ বিরহদুঃখ গোপন করিতে বলিলেন কেন? এবং ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, গোপীগণও উদ্ধবকে মথুরায় প্রত্যাগমনকালে বলিয়াছিলেন—"তুমি কৃষ্ণকে বলিও, আমরা খুব সুখে আছি।" ইহাই যথার্থ প্রেম। প্রেম কখনও প্রেমাস্পদের বিন্দুমাত্র দুঃখ সহ্য করিতে পারে না। তাই এই দুঃখগুপ্তি। কৃষ্ণপ্রেমে ব্রজদেবী-গণের স্থান ভক্তের অধিক। গোকুলে রাগাত্মিকা ভক্তিরই শুদ্ধতা। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের অধীন, কিন্তু প্রেম তাঁহার অধীন নহে। যেখানে শ্রীকৃষ্ণ সেখানেই গোপীপ্রেম। এই প্রেমের কোন বিরাম নাই। পরব্যোম→দ্বারকা-মথুরা→ব্রজ—ইহাতে কৃষ্ণপ্রীতি উত্তরোত্তর মাধুর্য্যময়। ব্রজের মধুরভাবে বা কান্তারতিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে—(১) শান্তের কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা (২) দাস্যের সেবা (৩) সখ্যের গৌরববুদ্ধিহীনতা (৪) বাৎসল্যের লালন পালনাদি (৫) সর্ব্বোপরি

প্রীতি ও মমত্ববুদ্ধির গাঢ়ত্ব এবং ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের অভাব। ব্রজবিলাসী কৃষ্ণ প্রেমের বিষয়প্রধান বিগ্রহ, কিন্তু আশ্রয়প্রধান বিগ্রহ নয়। মাধুর্য্যের উপর ঐশ্বর্য্যের কোন প্রভাব নাই। তাই গোকুল শ্রীকৃষ্ণের এত প্রিয়। মথুরা শৌর্য্যভূমি, কিন্তু ব্রজ মাধুর্য্যভূমি। উদ্ধব শৌর্য্যভূমি হইতে মাধুর্য্যভূমিতে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের সাহায্যে মাধুর্য্য বুঝিতে গিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। ব্রজগোপীদের সহিত কৃষ্ণের মিলন-বিহারাদির তাৎপর্য্য কেবল পরস্পরের চিত্তবিনোদন ও সুখবিধান। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে গোপী-প্রেম এক অতিসুন্দর, অতিদুরূহ রহস্যময় বস্তু।

ভ্রাতর্নন্দীশ্বরগিরিমিতো যাস্যতস্তে বিদূরং
পন্থাঃ শ্রীমানয়মকুটিলঃ কথ্যতে পথ্যরূপঃ।
প্রীয়ে সদ্যস্ত্বয়ি নিপতিতে গোকুলানন্দসিন্ধৌ
সন্তস্তুষ্টে সুহৃদি হি নিজাং তুষ্টিমেবামনন্তি ॥ ১১ ॥

**অন্বয়**—(হে) ভ্রাতঃ (হে ভ্রাতঃ!) ইতঃ (এই স্থান হইতে) বিদূরং (সুদূর) নন্দীশ্বরগিরিং (নন্দীশ্বরপর্ব্বতে) যাস্যতঃ (যাইবার) তে (তোমার) অকুটিলঃ (সহজ) পথ্যরূপঃ (সুখকর) শ্রীমান্ (মনোরম) অয়ং (এই) পন্থাঃ (পথ) কথ্যতে (বলিতেছি)। ত্বয়ি (তুমি) গোকুলানন্দসিন্ধৌ (গোকুলরূপ আনন্দসাগরের উদ্দেশ্যে) নিপতিতে (গমন করিলে) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) প্রীয়ে (আমি প্রীতিলাভ করিব)। হি (কারণ) সন্তঃ (সজ্জনগণ) সুহৃদি (বন্ধুর) তুষ্টে (তৃপ্তিতেই) নিজাং (নিজ) তুষ্টিং (তৃপ্তি) আমনন্তি (মনে করিয়া থাকেন)।

**বঙ্গানুবাদ**—হে ভ্রাতঃ! তোমার এই স্থান হইতে সুদূর নন্দীশ্বর পর্ব্বতে যাইবার সহজ, সুখকর মনোরম পথ বলিতেছি। তুমি গোকুলরূপ আনন্দসাগরের উদ্দেশ্যে গমন করিলে, আমি তৎক্ষণাৎ প্রীতিলাভ করিব। কারণ, সজ্জনগণ বন্ধুর তৃপ্তিতেই আত্মতৃপ্তি মনে করিয়া থাকেন।

**টিপ্পনী**—নন্দীশ্বরগিরি—মথুরায় অবস্থিত কৈলাস-পর্ব্বত।

অগ্রে গৌরীপতি মনুসরে পত্তনান্তর্বসন্তং
গোকর্ণাখ্যং ব্যসনজলধৌ কর্ণধারং নরাণাম্।
যস্যাভ্যর্ণে সহ রবিজয়া সঙ্গমো জঙ্গমানা—
মাবিষ্কুর্ব্বন্নভিমতধুরাং ধীর! সারস্বতোঽস্তি ॥ ১২ ॥

**অন্বয়**—ধীর! (হে ধীর) নরাণাং (মনুষ্যদিগের) ব্যসনজলধৌ (বিপদ্‌সমুদ্রে) কর্ণধারং (নাবিক-স্বরূপ) পত্তনান্তর্বসন্তং (নগরবাসী) গোকর্ণাখ্যং (গোকর্ণ-নামক) গৌরীপতিম্ (মহাদেবের) অগ্রে (সর্ব্বাগ্রে) অনুসরেঃ (নিকটে গমন করিবে); যস্য (যাঁহার) অভ্যর্ণে (সন্নিকটে)* জন্তুমানাম্ (প্রাণিগণের) অভিমতধুরাং আবিভূর্বন্ (মনঃসন্তোষজনক) রবিজয়া সহ (যমুনার সহিত) সারস্বতঃ (সরস্বতীনদীর) সঙ্গমঃ (সঙ্গম) অস্তি (রহিয়াছে)।

**বঙ্গানুবাদ**—হে ধীর! (তোমার যাত্রাপথে) সর্ব্বাগ্রে নগরবাসী এবং মনুষ্যদিগের বিপদ্‌সমুদ্রে নাবিক-স্বরূপ গোকর্ণ-নামক (ক্ষেত্রপাল) মহাদেবকে অনুগমন কর—যাঁহার সন্নিকটে প্রাণিবর্গের মনঃসন্তোষজনক যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গম রহিয়াছে।

**টিপ্পনী**—ব্রজমণ্ডলে নয়টি ক্ষেত্রপাল মহাদেবের মূর্ত্তি আছে। তাঁহারা হইতেছেন—বৃন্দাবনে গোপেশ্বর, কাম্যবনে কামেশ্বর, গোবর্দ্ধনে চক্রেশ্বর, নন্দগ্রামে নন্দীশ্বর এবং মথুরায় ভূতেশ্বর, গোকর্ণেশ্বর, চাকলেশ্বর, বৃদ্ধেশ্বর ও রঙ্গেশ্বর। ইহা ছাড়াও মথুরায় অসংখ্য শিবমন্দির আছে। আদি-বরাহপুরাণে বিষ্ণু শিবকে বলিয়াছেন—"মথুরায়াঞ্চ দেব ত্বং ক্ষেত্রপালো ভবিষ্যসি। ত্বয়ি দৃষ্টে মহাদেব মম ক্ষেত্রফলং লভেৎ॥" বর্ত্তমানে যাঁহারা বৃন্দাবনের চৌরাশী ক্রোশ বন-পরিক্রমা করেন, তাঁহারা যাত্রার আরম্ভে ও শেষে মথুরার ভূতেশ্বর শিবকে দর্শন করিয়া থাকেন। শিব পরম বৈষ্ণব। "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ।" (ভাগবত—১২।১৩।১৬)।

**যমুনা-সরস্বতীসঙ্গম**—ইহাই মথুরার প্রয়াগতীর্থ। মথুরায় দ্বাদশটি গুহ্য তীর্থ আছে। (১) বিশ্রান্তিতীর্থ (বর্ত্তমানে বিশ্রাম-ঘাট) (২) যমুনাতীর্থ (৩) প্রয়াগতীর্থ (৪) কনখলতীর্থ (৫) তিন্দুক তীর্থ (৬) সূর্য্যতীর্থ (৭) ধ্রুবতীর্থ (৮) তীর্থরাজ (৯) ঋষিতীর্থ (১০) মোক্ষতীর্থ (১১) কোটি তীর্থ (১২) বায়ুতীর্থ।

এই সকল তীর্থে স্নানদানতর্পণাদি অতিশয় পুণ্যজনক। বরাহপুরাণে মথুরাতীর্থপ্রভাব ও মাহাত্ম্য দ্রষ্টব্য। সেখানে দশহরার দিনে মহাসমারোহে রাসলীলা উৎসব হয়।

**আরূঢ়স্তে নয়নপদবীং তন্বি! ধন্যাসি সোঽয়ং**
**গোপীনগ্নীকরণমুরলী-কাকলীকঃ কলাবান্।***

**ইত্যালাপস্ফুরিতবদনৈর্যত্র নারীকদম্বৈ—**
**দৃগ্‌ভঙ্গীভিঃ প্রথমমথুরাসঙ্গমে চুম্বিতোঽস্মি ॥ ১৩ ॥**

**অন্বয়**—তন্বি (হে কৃশাঙ্গী!) গোপীনগ্নীকরণমুরলীকাকলীকঃ (যাহার মধুর বংশীধ্বনিশ্রবণে গোপীগণের বস্ত্রস্খলন হইয়া থাকে) কলাবান্ (চতুঃষষ্টি-কলাবিৎ) সঃ (সেই) অয়ং (কৃষ্ণ) তে (তোমার) নয়নপদবীং (নয়নপথে) আরূঢ়ঃ (আসিয়াছেন) ধন্যা (তুমি ভাগ্যবতী) যত্র (যেখানে) ইতি (এই প্রকার) আলাপ-স্ফুরিতবদনৈঃ (আলাপ দ্বারা উল্লসিত বদন) নারীকদম্বৈঃ (নারীবৃন্দ) দৃগ্‌ভঙ্গীভিঃ (দৃষ্টিবিলাসদ্বারা) প্রথম-মথুরাসঙ্গমে (মথুরায় আমার প্রথম উপস্থিতিকে) চুম্বিতঃ অস্মি (আপ্যায়ন করিয়াছিল)।

**বঙ্গানুবাদ**—"হে কৃশাঙ্গী! যাহার মধুর বংশীধ্বনি শ্রবণে গোপীগণের বস্ত্রস্খলন হইয়া থাকে, সেই চতুঃষষ্টি-কলাবিৎ কৃষ্ণ তোমার নয়নপথে আসিয়াছেন, অতএব তুমি ভাগ্যবতী।"—যেখানে এই প্রকার আলাপদ্বারা উল্লসিতবদন নারীবৃন্দ কর্তৃক দৃষ্টিবিলাসদ্বারা মথুরায় আমার প্রথম উপস্থিতি কালে আমি আপ্যায়িত হইয়াছি।

**তস্মাদন্তর্বিরচিতপরানন্দপূরাদদূরাং**
**যাহি প্রীত্যা সপদি পদবীমম্বিকা-কাননস্য।**
**যত্রানন্দোৎসবমকরবং সর্পতঃ সর্পতোয়া—**
**ন্নন্দং বিদ্যাধরমপি পুরা মোচয়ন্ বল্লবীনাম্ ॥ ১৪ ॥**

**অন্বয়**—অন্তর্বিরচিতপরানন্দপূরাৎ (যেখানে হৃদয়ের আনন্দধারা প্রবাহিত হইয়াছিল) তস্মাৎ (সেইস্থান হইতে) সপদি (শীঘ্র) অদূরাং (নিকটবর্তী) অম্বিকা-কাননস্য (আম্বকাবনের) পদবীং (পথে) প্রীত্যা (প্রীতিসহকারে) যাহি (গমন করিবে)। যত্র (যেখানে) পুরা (পূর্ব্বে) সর্পতঃ (সর্প হইতে) সর্পতোয়াৎ (কালিয়হ্রদের সলিল হইতে) নন্দং (গোপরাজ নন্দকে) মোচয়ন্ (উদ্ধার করিয়া) বল্লবীনাং (গোপীগণের) আনন্দোৎসবং (আনন্দোৎসব) অকরবম্ (বিধান করিয়াছিলাম)।

**বঙ্গানুবাদ**—যেথায় হৃদয়ের আনন্দধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, (উক্ত) সেইস্থান হইতে নিকটবর্ত্তী অম্বিকা-বনের পথে, প্রীতিসহকারে শীঘ্র গমন করিবে, যেখানে পূর্ব্বে সর্প এবং কালিয়-হ্রদের সলিল হইতে গোপরাজ নন্দ এবং

সুদর্শন নামক বিদ্যাধরকে উদ্ধার করিয়া আমি গোপীগণের আনন্দোৎসব বিধান করিয়াছিলাম।

**টিপ্পনী—অম্বিকাকানন**—মথুরাপুরীর বায়ুকোণে সরস্বতী নদী-তীরে অবস্থিত। এখানে হর-পার্বতী বিগ্রহ আছে। গুর্জ্জরদেশে সিদ্ধপুরের নিকটবর্তী আধুনিক ভাবনও প্রসিদ্ধ। (ভাগবত—১০—৩৪)।

**কালিয়হ্রদ**—রমণকদ্বীপবাসী কালিয় নাগ গরুড়ের ভয়ে যমুনাহ্রদে আশ্রয় গ্রহণ করে। ঋষি সৌভরির অভিশাপে ঐস্থান গরুড়ের অগম্য ছিল। যমুনার বিস্তার এক যোজন। যমুনার দক্ষিণে কালিয়-হ্রদ—এবং উত্তরে পৃথক্‌ভাবে প্রবাহ ছিল। বিষাক্ত জলে প্রবাহ ছিল না। হরিবংশমতে কালিয় হ্রদ এক যোজন বিস্তৃত। ইহার জল গভীর ও অক্ষুব্ধ এবং কালিয়ের তীব্র বিষমিশ্রিত। কালিয়ের পুরী ভূমিগুহামধ্যে অথবা জলস্তম্ভনবিদ্যাদ্বারা জল-মধ্যেই থাকিত।

**নন্দ**—বাৎসল্যভাবের ভক্ত, অনাদিসিদ্ধ নিত্য পরিকর। তাঁহার কৃষ্ণের প্রতি কেবলা বাৎসল্যরতি। মনে রাখিতে হইবে, নন্দ-যশোদার কৃষ্ণ-পিতৃমাতৃত্ব অভিমানজাত, জন্মজাত নহে। এই অভিমান অনাদিবাৎসল্যরসসিদ্ধ—যেহেতু কৃষ্ণ অজ নিত্য এবং অনাদি। নন্দ-যশোদা সন্ধিনী-প্রধানা স্বরূপশক্তির বৃত্তি। নন্দের রূপবর্ণনা—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ৩/৪/১১ দ্রষ্টব্য। নন্দ পূর্বজন্মে দ্রোণনামক বসু ছিলেন। যশোদা তাহার পত্নী ধরা ছিলেন। (ভাগবত ১০/৮) দ্রষ্টব্য। একদা শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে গোপীগণ অম্বিকাবনে গমন করিয়া শিবপূজান্তে উপবাসে সরস্বতী-তীরে রাত্রিবাস করেন। সেই সময় একটি বুভুক্ষিত মহাসর্প শয়ান নন্দকে গ্রাস করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শে ঐ সর্প সর্পশরীর ত্যাগ করিয়া বিদ্যাধরদেহ লাভ করিয়াছিল। ঐ বিদ্যাধরের নাম সুদর্শন। বিস্তৃত বিবরণ, ভাগবত ১০।৩৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

**ভূয়োভিস্ত্বং কিল কুবলয়াপীড়-দন্তাবঘাতৈ**
**রেতাং নিম্নোন্নতপরিসরাং স্যন্দনে বর্তমানঃ।**
**মুঞ্চোত্তুঙ্গাং মিহির-দুহিতুর্ধীর! তীরান্তভূমিং**
**মন্দাক্রান্তাং ন খলু পদবীং সাধবঃ শীলয়ন্তি॥ ১৫॥**

**অন্বয়**—ধীর (হে ধীর!) ত্বং (তুমি) স্যন্দনে (রথে) বর্তমানঃ (আরূঢ়

হইয়া ) ভূয়োভিঃ ( বহুতর ) কুবলয়াপীড়দন্তাবঘাতৈঃ ( কুবলয়াপীড় নামক কংসহস্তীর দন্তঘাতের দ্বারা ) নিম্নোন্নত-পরিসরাং ( নিম্নোন্নত অর্থাৎ অসমতল প্রদেশ-বিশিষ্ট ) উত্তুঙ্গাং ( উন্নত ) এতাং ( ঐ ) মিহিরদুহিতুঃ ( সূর্যকন্যা যমুনার ) তীরান্তভূমিং ( তীরস্থিত ভূভাগ ) কিল ( নিশ্চয় ) মুঞ্চ ( পরিত্যাগ করিবে )। সাধবঃ ( সজ্জনগণ ) মন্দাক্রান্তাং ( মূঢ় ব্যক্তির আচরিত ) পদবীং ( পথ ) ন ( না ) খলু ( কখনও ) শীলয়ন্তি ( অবলম্বন করে না )।

**বঙ্গানুবাদ**—হে ধীর! তুমি রথারূঢ় হইয়া যমুনার তীরস্থিত উন্নত ভূভাগ নিশ্চয় পরিত্যাগ করিবে, কারণ ঐ ভূমি কুবলয়াপীড় নামক ( কংস ) হস্তীর বহুতর দন্তঘাতের দ্বারা নিম্নোন্নত ( অসমতল ) হইয়া আছে। সজ্জনগণ কখনও মূঢ় ব্যক্তির আচরিত পথ অবলম্বন করেন না।

**টিপ্পনী**—**কুবলয়াপীড়দন্তাবঘাতৈঃ**। হস্তী, বৃষভ প্রভৃতি পশু মদমত্ত হইলে দন্ত, শৃঙ্গ প্রভৃতির দ্বারা ভূমিখনন ও প্রস্তর-ঘর্ষণাদি করিয়া থাকে। ইহাকে "বপ্রক্রীড়া" বলে। কৃষ্ণ কংসহস্তী কুবলয়াপীড়কে মথুরার রঙ্গদ্বারে শুণ্ডাকর্ষণ এবং দন্তোৎপাটন করিয়া বধ করিয়াছিলেন। ভাগবত—১০/৪৩ দ্রষ্টব্য। যমুনার মথুরান্তর্গত তীরভূমি কুবলয়াপীড়ের বপ্রকেলি দ্বারা অসমতল হইয়া থাকিত। উহা রথগমনের পক্ষে অনুকূল নহে। অতএব পরিত্যাজ্য।

**মুঞ্চাসব্যে বিহগরুচিরং কিঞ্চিদস্মাদুদঞ্চং**
**রাজত্তীরং নবসুমনসাং রাজিভিস্তীর্থরাজম্।**
**যত্রাপূর্বং কিমপি কলয়াঞ্চক্রতুর্মৎপ্রভাবা—**
**দাভীরাণাং কুলমপি তথা গান্দিনী-নন্দনোঽপি ॥১৬॥**

**অন্বয়**—অসব্যে ( দক্ষিণ দিকে ) অস্মাৎ ( এই স্থান হইতে ) কিঞ্চিৎ ( কিঞ্চিৎ ) উদঞ্চং ( উত্তরে অবস্থিত ) বিহগরুচিরং ( পক্ষিকূজিতমনোহর ) নবসুমনসাং ( নবীন কুসুম ) রাজিভিঃ ( রাশি দ্বারা ) রাজত্তীরং ( শোভিত তীরযুক্ত ) তীর্থরাজং ( তীর্থরাজ নামক স্থান ) মুঞ্চ ( পরিত্যাগ করিবে )। যত্র ( যেখানে ) আভীরাণাং কুলং ( গোপকুল ) তথা ( এবং ) গান্দিনী-নন্দনঃ অপি ( গান্দিনী-তনয় অক্রূর ) মৎ-প্রভাবাৎ ( আমার প্রভাবে ) কিমপি অপূর্বং ( অনির্বচনীয় বিশ্বরূপ ) কলয়াঞ্চক্রতুঃ ( দর্শন করিয়াছিল )।

**বঙ্গানুবাদ**—দক্ষিণ দিকে এবং এইস্থান হইতে কিঞ্চিৎ উত্তরে অবস্থিত

নবীনকুসুমরাশিশোভিত এবং পক্ষিকূজিতমনোহর তীরযুক্ত তীর্থরাজ নামক স্থান পরিত্যাগ করিবে—যেখানে আমার প্রভাবে গোপকূল এবং গান্দিনীতনয় অক্রূর অনির্বচনীয় বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিল।

**টিপ্পনী**—তীর্থরাজ—মথুরায় দ্বাদশ তীর্থের অন্যতম। ইহা ধ্রুবতীর্থের দক্ষিণে অবস্থিত। বর্ত্তমানে অক্রূর-ঘাট নামে প্রসিদ্ধ। এই ঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ এবং ব্রজবাসিগণ গোলোক দর্শন করিয়াছিলেন। (ভাগবত ১০/৩৯)। কৃষ্ণ-বলরামকে মথুরায় লইয়া যাইবার সময় অক্রূর এই বিশ্বরূপ দর্শন করেন। মথুরার দ্বাদশ তীর্থ—(১) বিশ্রান্তিতীর্থ (২) যমুনাতীর্থ (৩) প্রয়াগতীর্থ (৪) কনখলতীর্থ (৫) তিন্দুকতীর্থ (৬) সূর্য্যতীর্থ (৭) ধ্রুবতীর্থ (৮) তীর্থরাজ (৯) ঋষিতীর্থ (১০) মোক্ষতীর্থ (১১) কোটিতীর্থ (১২) বায়ুতীর্থ।

(বরাহপুরাণে - মথুরাতীর্থপ্রভাব দ্রষ্টব্য)।

**যজ্ঞানস্তে যদপি ভবতো বিপ্রিয়া হেলনান্মে**
**নম্রস্তেষাং তদপি ভবন-দ্বাররথ্যাং জিহীথাঃ।**
**গায়ন্তীনাং মদনুচরিতং তত্র বিপ্রাঙ্গনানা—**
**মালোকায় স্পৃহয়সি ন চেদীক্ষণৈর্বঞ্চিতোঽসি ॥১৭॥**

**অন্বয়** - যদপি (যদ্যপি) তে (সেই সকল) যজ্ঞানঃ (যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ) মে (আমাকে) হেলনাৎ (অবজ্ঞা করার জন্য) ভবতঃ (তোমার নিকট) বিপ্রিয়া (অপ্রীতিকর) তদপি (তথাপি) নম্রঃ (নম্র হইয়া) তেষাং (তাহাদিগের) ভবনদ্বার-রথ্যাং (গৃহদ্বারের পথ) জিহীথাঃ (পার হইবে)। তত্র (সেখানে) মদনুচরিতং (মদীয় যশ) গায়ন্তীনাং (গানকারী) বিপ্রাঙ্গনানাং (যজ্ঞপত্নীগণকে) আলোকায় (দেখিবার) ন স্পৃহয়সি (ইচ্ছা না কর) চেৎ (যদি) ঈক্ষণৈঃ (নয়ন দ্বারা) বঞ্চিতঃ অসি (বঞ্চিত হইবে)।

**বঙ্গানুবাদ**—যদ্যপি আমাকে অবজ্ঞা করার জন্য সেই সকল যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ তোমার নিকট অপ্রীতিকর, তথাপি নম্র হইয়া (পূজনীয়) তাহাদিগের গৃহদ্বারের পথ পার হইবে। সেখানে মদীয় যশোগানকারী যজ্ঞপত্নীগণকে দেখিবার ইচ্ছা যদি না কর তবে তোমার নয়নদ্বারা তুমি বঞ্চিত হইবে। (দ্রষ্টব্য বস্তু না দেখার নিমিত্ত)।

**ভাবার্থ**—একবার রাম-কৃষ্ণ ও গোপগণ ক্ষুধার্ত হইয়া যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের নিকট অন্নভিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্মমোহান্ধ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ অন্নদান করেন নাই। যাজ্ঞিক-পত্নীগণ পতিগণের বাধা উপেক্ষা করিয়া অন্নদান করিয়াছিলেন। এই লীলায় ভগবান্ জগৎকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে—ভগবানে অবজ্ঞায় বেদপাঠ ও যজ্ঞপরায়ণতা থাকিলেও উহা দুরভিমান ও দুঃখের নিমিত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু বেদপাঠ ও যজ্ঞাদি-রহিতও যদি ভক্ত হয়, তাহারা শ্রেষ্ঠ, যেমন বিপ্রপত্নীগণ। তাহারা শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগসম্পন্না ছিলেন। তাই ভগবান্ তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। যাজ্ঞিকগণ মূর্খ ছিলেন, কারণ তাহারা ক্ষুদ্র আশায় ক্লেশবহুল প্রচুর কর্ম করিয়াছিলেন। স্বল্পশ্রমসাধ্য ভগবদ্-ভক্তিবিষয়ে তাহাদিগের জ্ঞান ছিল না। (ভাগবত ১০/২২-২৩ দ্রষ্টব্য)।

**তদ্বিখ্যাতং স্ফুটবিটপিনাং মণ্ডলেনাভিপূর্ণং**
**তূর্ণং গচ্ছেরুপপুরিপুরঃ কোটিকাখ্যং প্রদেশম্।**
**যত্র প্রাপ্তে ময়ি বিকিরতী নেত্রমুদ্যানপালী**
**শালীনাপি প্রকটিতভুজামূলমল্পং জহাস ॥১৮॥**

**অন্বয়**—স্ফুটবিটপিনাং (বিকসিত বৃক্ষ) মণ্ডলেন (সমূহ দ্বারা) অভিপূর্ণং (পূর্ণ) উপপুরি (মথুরাপুরী সমীপে অবস্থিত) পুরং (সম্মুখে) বিখ্যাতং (প্রসিদ্ধ) কোটিকাখ্যং (কোটিক নামক) প্রদেশং (স্থানে) তূর্ণং (শীঘ্র) গচ্ছেঃ (গমন করিবে)। যত্র (যেখানে) ময়ি (আমি) প্রাপ্তে (উপস্থিত হইলে পর) উদ্যানপালী (মালিনী) শালীনাপি (সলজ্জা হইলেও) নেত্রং বিকিরতী (দৃষ্টিপাত করিয়া) প্রকটিতভুজামূলং (বাহুমূল প্রকটিত করিয়া) অল্পং (ঈষৎ) জহাস (হাস্য করিয়াছিল)।

**বঙ্গানুবাদ**—(তাহার পর) সম্মুখে পুরী সমীপে অবস্থিত বিকসিত-বৃক্ষ-রাজিপূর্ণ প্রসিদ্ধ কোটিক নামক স্থানে (তুমি) শীঘ্র গমন করিবে—যেখানে আমি উপস্থিত হইলে পর সলজ্জা হইলেও এক মালিনী আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এবং নিজবাহুমূল প্রকটিত করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়াছিল।

**ভাবার্থ**—কবে পথের ধারে কোন এক মালিনী কৃষ্ণদর্শনে বিহ্বলা হইয়া প্রগল্‌ভা নায়িকার ন্যায় নিজবাহুমূল প্রকটিত করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়াছিল

—ভগবান্ তাহা ভুলেন নাই। ভগবান্ কিছুই বিস্মৃত হন না। ফুল, ফল, জল, পত্র—যাহা কিছু যে অন্তরের প্রীতি সহকারে ভগবান্‌কে অর্পণ করে—তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া চিরদিনের স্মৃতি-ভাণ্ডারে রাখিয়া দেন।=বাহুমূল প্রদর্শন নায়িকার অনুরাগ-সূচক চেষ্টা।

**ইত্থং ক্রান্ত্বা পুরপরিসরান্ যাহি সট্টীকরাখ্যং**
**পট্টীভূতং ভ্রমর-নৃপতেঃ পুষ্পিতারণ্যমারাৎ।**
**শ্রীদামানং সুভগ! গরুড়ীকৃত্য যত্রাধিরূঢ়ঃ**
**ক্রীড়াকারী দধদুরুভুজান্ দ্বাদশাহং বসামি॥ ১৯॥**

**অন্বয়**—ইত্থং (এইরূপে) পুরপরিসরান্ (নগরবিভাগ সকল) ক্রান্ত্বা (অতিক্রম করিয়া) আরাৎ (অদূরে অবস্থিত) ভ্রমরনৃপতেঃ (ভ্রমররাজের) পট্টীভূতম্ (অধিকার-ভুক্ত) সট্টীকরাখ্যং (সট্টীকর নামক) পুষ্পিতারণ্যং (কুসুমিত কাননে) যাহি (গমন করিবে)। সুভগ (হে ভাগ্যবান্) যত্র (যেখানে) ক্রীড়াকারী (ক্রীড়াচ্ছলে) শ্রীদামানং (শ্রীদামকে) গরুড়ীকৃত্য (গরুড় বাহন করিয়া) অধিরূঢ়ঃ (তদুপরি আরোহণ পূর্ব্বক) উরুভুজান্ (মহাবাহু) দধৎ (ধারণ করিয়া) দ্বাদশাহং (দ্বাদশ দিবস) বসামি (অবস্থান করিয়াছিলাম)।

**বঙ্গানুবাদ**—এইরূপে নগর-বিভাগ সকল অতিক্রম করিয়া অদূরে অবস্থিত ভ্রমররাজের অধিকারভুক্ত 'সট্টীকর' নামক কুসুমিত কাননে গমন করিবে। হে ভাগ্যবান্! যেখানে আমি ক্রীড়াচ্ছলে শ্রীদামকে গরুড় বাহন করিয়া তদুপরি আরোহণপূর্ব্বক মহাবাহু ধারণ করিয়া (চতুর্ভুজ নারায়ণ-মূর্ত্তিতে) দ্বাদশ দিবস অবস্থান করিয়াছিলাম।

**টিপ্পনী—সট্টীকর**—কালিয়-হ্রদের নৈঋত কোণে সটিকর প্রদেশে দুইযোজন পরিমিত স্থানে ব্রজ ছিল। উহার দক্ষিণে মথুরা, অগ্নিকোণে যমুনা এবং পূর্ব্ব দিকের যমুনার ঈশান কোণে কালিয় হ্রদ। বর্ত্তমানে দশটি গ্রাম লইয়া বৃহদ্বাবন। 'ছটীকরা' তাহার মধ্যে একটি।

**শ্রীদাম**—কৃষ্ণের প্রিয়সখাগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের বয়স্য চার প্রকার—(১) সুহৃৎ—কৃষ্ণ হইতে বয়সে অধিক (২) সখা—কনিষ্ঠতুল্য (৩) প্রিয়সখা—সমান বয়স, কেবল সখ্যময় ভাব, যেমন শ্রীদাম। (৪) প্রিয়নর্ম-

সখা—ইহারা সর্বশ্রেষ্ঠ, বিশেষ ভাবশালী ও অতিশয় রহস্য কার্য্যে নিযুক্ত। যেমন, সুবল, অর্জ্জুন, গন্ধর্ব্ব, বসন্ত, উজ্জ্বল। ইহাদের মধ্যে সুবল ও উজ্জ্বল সর্বপ্রধান। শ্রীজীবগোস্বামীমতে শ্রীদাম প্রিয়নর্মসখাও বটে। যুধিষ্ঠির-ভ্রাতা অর্জ্জুন পুরসম্বন্ধী বয়স্য। কৃষ্ণের প্রতি সখ্যভাবাপন্ন গোপবালকগণ কৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ। দাস্যরতি হইতে সখ্যরতির বৈশিষ্ট্য হইতেছে—সমত্বভাব, সঙ্কোচহীনতা, প্রেমসেবা ও গৌরববুদ্ধিহীনতা। শ্রীদামের কেবলা সখ্যরতি। C/o "শান্তের গুণ দাস্যের সেবন সখ্যে দুই হয়। দাস্যের সম্ভ্রমগৌরবসেবা সখ্য বিশ্বাসময়।" (চৈ. চ)

ব্রজে কৃষ্ণ-বলরাম বাহ্যবাহক রূপ ক্রীড়া করিতেন। এই ক্রীড়ায় জেতাগণ পরাজিতের স্কন্ধে আরোহণ করিতেন এবং পরাজিতগণ জেতৃগণকে বহন করিতেন। ভাগবত ১০/১৮ অঃ দ্রষ্টব্য)। একবার ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে বহন করিয়াছিলেন। এস্থলে বিপরীত।

**মুগ্ধে শ্যামঃ কলয়তি যুবা পশ্য মামেব ন ত্বা—**
**মিত্যুল্লাসৈরহমহমিকাং সর্ব্বতঃ কুর্বতীভিঃ।**
**যানালম্বী সরলনয়নালোকমৈত্রীভরাণাং**
**গ্রামীণাভির্যুবতিভিরহং যত্র পাত্রীকৃতোঽস্মি॥ ২০॥**

**অন্বয়**—মুগ্ধে (হে মুগ্ধে!) পশ্য (দেখ) শ্যামঃ (শ্যামবর্ণ) যুবা (যুবকটি) মামেব (আমাকেই) কলয়তি (দেখিতেছে) ত্বাং ন (তোমাকে নহে) ইতি (এইরূপ) উল্লাসৈঃ (উল্লাস সহকারে) সর্ব্বতঃ (সর্বপ্রকারে) অহমহমিকাং (পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা) কুর্ব্বতীভিঃ (করিয়া) গ্রামীণাভিঃ (গ্রাম্য) যুবতিভিঃ (যুবতী বৃন্দ) যত্র (যেখানে) যানালম্বী (যানারূঢ়) অহং (আমাকে) সরলনয়নালোক-মৈত্রীভরাণাং (সরল নয়নদ্বারা দর্শনানন্দের) পাত্রীকৃতঃ অস্মি (পাত্র করিয়াছিল)।

**বঙ্গানুবাদ**—'হে মুগ্ধে! দেখ, ঐ শ্যামবর্ণ যুবকটি আমাকেই দেখিতেছে, তোমাকে নহে'—এইরূপ উল্লাস সহকারে সর্বপ্রকারে পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়া যেখানে গ্রাম্য যুবতীবৃন্দ যানারূঢ় আমাকে সরলনয়ন দ্বারা দর্শনানন্দের পাত্র করিয়াছিল।

**টিপ্পনী**—শ্যাম—হরিৎকৃষ্ণবর্ণ। গোকুলে প্রত্যেক গোপ-গোপী এবং

দ্বারকায় প্রত্যেক মহিষী মনে করিত কৃষ্ণ আমাকেই সর্বাপেক্ষা ভালোবাসেন। সুতরাং গ্রামীন যুবতীদের নিকট কৃষ্ণের এ লীলা কিছু নূতন নহে। প্রত্যেকেই মনে করিতেছে, কৃষ্ণ আমাকে দেখিতেছেন।

**মুঞ্চন্ সব্যে বহুলবহুলং কাননস্যোপশল্যং**
**তঞ্চোত্তুঙ্গং হ্রদপরিসরং দক্ষিণে কালিয়স্য।**
**ফুল্লাভিস্ত্বং পিহিতমিহিরোদ্দ্যোত মন্তর্লতাভি**
**র্ধীরাধ্বানং বিমলসরসী-রাজিভাজং ভজেথাঃ ॥ ২১ ॥**

**অন্বয়**—ধীর (হে ধীর!) কাননস্য (সেই পুষ্পিতারণ্যের) সব্যে (বামে) বহুলবহুলং (অনেক) উপশল্যং (গ্রামান্ত প্রদেশ) দক্ষিণে (দক্ষিণে) তঞ্চ (সেই) কালিয়স্য-(কালিয় নাগের) উত্তুঙ্গং (সুউচ্চ) হ্রদপরিসরং (হ্রদপ্রদেশ) মুঞ্চন্ (অতিক্রম করিয়া) ত্বং (তুমি) ফুল্লাভিঃ (পুষ্পিত) লতাভিঃ (লতা দ্বারা) অন্তঃ (অভ্যন্তরে) পিহিতমিহিরোদ্দ্যোতং (সূর্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে না) বিমলসরসীরাজিভাজং (নির্মলবারিপূর্ণ সরোবরসমূহের) অধ্বানং (পথ) ভজেথাঃ (আশ্রয় করিবে)।

**বঙ্গানুবাদ**—হে ধীর! তুমি সেই পুষ্পিতারণ্যের বামে অনেক গ্রামান্ত প্রদেশ এবং দক্ষিণে কালিয় নাগের সুউচ্চ হ্রদপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া সেই পথ আশ্রয় করিবে যেখানে নির্মলবারিপূর্ণ সরোবর সমূহের অভ্যন্তরে (তীর-স্থিত) পুষ্পিত লতা দ্বারা আবৃত থাকায় সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে না।

**বল্লীচিত্রং ব্রজ মৃগহরং তং ব্রজস্যোপশল্যে**
**কল্যে ক্রীড়াবনবিহরণোৎকণ্ঠয়া গচ্ছতো মে।**
**যত্রোদঞ্চৎ-কলবলয়িতৈর্বেণুগীতৈর্মৃগাণাং**
**তূর্ণং রাজী রজনীবিরহ-ব্যাকুলানামহারি ॥ ২২ ॥**

**অন্বয়**—ব্রজস্য (গোকুলের) উপশল্যে (প্রান্তে) বল্লীচিত্রং (লতামনোহর) মৃগহরং (মৃগগণের চিত্তহারী) তং (সেই প্রদেশে) ব্রজ (গমন করিবে)। যত্র (যেখানে) কল্যে (প্রভাতে) ক্রীড়াবনবিহরণোৎকণ্ঠয়া (কেলিকাননে বিশেষোৎসুক হইয়া) গচ্ছতঃ (গমন করিবার সময়) মে (আমার) উদঞ্চৎকলবলয়িতৈঃ (ঊর্দ্ধগামী মধুরধ্বনিপূর্ণ) বেণুগীতৈঃ (বংশীসঙ্গীত দ্বারা)

রজনীবিরহব্যাকুলানাং ( নিশাবিরহব্যাকুল ) মৃগাণাং রাজ্ঞী ( মৃগগণকে ) তূর্ণং ( সত্বর ) অহারি ( আকৃষ্ট করিতাম )।

**বঙ্গানুবাদ**—( তাহার পর ) গোকুলের প্রান্তে মৃগগণের চিত্তহারী লতা-মনোহর সেই প্রদেশে গমন করিবে—যেখানে প্রভাতে কেলিকাননে বিহারোৎসুক হইয়া গমন করিবার সময় আমার ঊর্দ্ধগামী মধুরধ্বনিপূর্ণ বংশীসঙ্গীত দ্বারা নিশাবিরহব্যাকুল মৃগগণকে সত্বর আকৃষ্ট করিতাম।

**টিপ্পনী**—বৃন্দাবনের পশু, পক্ষী, লতা—ইহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পরিকর। ( শ্লোক-৯ দ্রষ্টব্য )। প্রভাতকালে কৃষ্ণ হরিণগণের সহিত কেলিকাননে ক্রীড়া করিতেন। হরিণবৃন্দ কৃষ্ণের বংশীরবে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট মিলিত হইত।

**আনম্রাণাং হসিতমুকুলৈঃ ফুল্লগণ্ডস্থলানাং**
**দূরাদ্দৃষ্টিং স্ফুটসুমনসাং স্যন্দনে মুঞ্চতীনাম্।**
**তে বৈদগ্ধী-পরিমলকিরো যত্র সীমন্তিনীনাং**
**সব্রুর্বাণাবলি-বিলসিতা রুদ্ধলক্ষ্যাঃ কটাক্ষাঃ ॥ ২৩ ॥**

**অন্বয়**—যত্র ( যেখানে ) আনম্রাণাং ( যৌবনভরে নতাঙ্গী ) হসিতমুকুলৈঃ ( স্মিতহাস্যে ) ফুল্লগণ্ডস্থলানাং ( গণ্ডস্থল বিকসিত করিয়া ) স্ফুটসুমনসাং ( প্রসন্ন মনে ) দূরাৎ ( দূর হইতে ) স্যন্দনে ( রথের দিকে ) দৃষ্টিং মুঞ্চতীনাং ( তাকাইয়া ) সীমন্তিনীনাং ( রমণীগণ ) তে ( সেই সকল ) বৈদগ্ধীপরিমলকিরঃ ( মনোগত ভাববিলাস প্রকাশপূর্বক ) বাণাবলিবিলসিতাঃ ( শরসমূহসদৃশ ) রুদ্ধলক্ষ্যাঃ (লক্ষ্যস্থল বিদ্ধ করিয়া) কটাক্ষাঃ (কটাক্ষ) সব্রুঃ (পতিত হইয়াছিল )।

**বঙ্গানুবাদ**—যেখানে ( যৌবনভরে ) নতাঙ্গী রমণীগণ স্মিতহাস্যে গণ্ডস্থল বিকসিত করিয়া প্রসন্নমনে দূর হইতে ( আমার ) রথের দিকে তাকাইয়া মনোগত ভাববিলাস প্রকাশপূর্বক লক্ষ্যস্থল ( আমাকে ) বিদ্ধ করিয়া কটাক্ষশর-সমূহ নিক্ষেপ করিয়াছিল।

**ভাবার্থ**—মথুরায় আসিবার পথে কৃষ্ণকে বহু রমণী দেখিয়া ধন্য হইয়াছিল।

**এষ শ্রীমান্ প্রবসতি রথী মাধবো রাধিকায়াঃ**
**প্রেমস্থলস্করণকুটিলালোকভঙ্গীবিলাসঃ।**
**ইত্যৌৎসুক্যাদ্ বরযুবতিভিঃ স্মারিতোদ্দামনর্ম্মা।**
**ঘর্ম্মাম্ভোভির্ন্ন ততনুরহং যত্র চিত্রায়িতোঽস্মি ॥ ২৪ ॥**

**অন্বয়**—রথী (রথে আরোহণ করিয়া) শ্রীমান্ (সুন্দর) রাধিকায়াঃ (রাধার) প্রেমহৃদ্যরপক্ষুটিলালোকভঙ্গীবিলাসঃ (কুটিল কটাক্ষ-নিক্ষেপে প্রেম বর্দ্ধন করিতেন) এষ (এই) মাধবঃ (শ্যাম) প্রবসতি (প্রবাসে অর্থাৎ মথুরায় যাইতেছে) ইতি (এইহেতু) উৎসুক্যাৎ (কৌতূহলভরে) বরযুবতিভিঃ (বরনারীগণ কর্তৃক) স্মারিতোদ্দামনর্ম্মা (অবাধ লীলা স্মরণ করাইয়া) অহং (আমাকে) যত্র (যেখানে) ঘর্ম্মাম্ভোভিঃ বৃততনুঃ (ঘর্ম্মাক্তকলেবর) চিত্রান্বিতঃ অস্মি (চিত্রাঙ্কিতের ন্যায় অবলোকন করিয়াছিল)।

**বঙ্গানুবাদ**—কুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপে যিনি রাধার প্রেম বর্দ্ধন করিতেন (আজ) সেই শ্যামসুন্দর রথে আরোহণ করিয়া প্রবাসে (মথুরায়) যাইতেছে—এইহেতু যেখানে কৌতূহলভরে বরনারীগণ (বৃন্দাবনের) অবাধ লীলা স্মরণ করাইয়া ঘর্ম্মাক্তকলেবর আমাকে চিত্রাঙ্কিতের ন্যায় অবলোকন করিয়াছিল।

**টিপ্পনী**—সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইলে শরীরে ঘর্ম্ম, কম্পন, স্তম্ভ ইত্যাদি হইয়া থাকে।

**লীলাস্বপ্নো মম বিজয়তে যত্র নাগেন্দ্রভোগে**
**শ্রীরাধাঙ্গীকৃতপদযুগাম্ভোজসংবাহনস্য।**
**তত্র ক্ষীরাম্বুধি-পরিমলস্পর্দ্ধনে বদ্ধহন্তে**
**গ্রামে কামং ধ্বজবতি ভজে বদ্ধ-বিশ্রামসৌখ্যম্॥ ২৫॥**

**অন্বয়**—যত্র (যেখানে) নাগেন্দ্রভোগে (গোবর্দ্ধন প্রদেশে) শ্রীরাধাঙ্গীকৃত-পদযুগাম্ভোজসংবাহনস্য (শ্রীরাধিকার চরণকমলদ্বয় সংবাহন করিয়া) মম (আমি) লীলাস্বপ্নঃ (বিহার-নিদ্রা) বিজয়তে (লাভ করিতাম); তত্র (সেখানে) ক্ষীরাম্বুধি-পরিমলস্পর্দ্ধনে (ক্ষীরসাগরের সৌরভস্পর্দ্ধী) ধ্বজবতি (পতাকাশোভিত) গ্রামে (গোকুল নামক গ্রামে) বদ্ধহস্তে (যশোদা কর্তৃক হস্তবন্ধনের পর) বদ্ধবিশ্রামসৌখ্যং (অবস্থানজনিত সুখ) ভজে (প্রাপ্ত হইতাম)।

**বঙ্গানুবাদ**—যেখানে গোবর্দ্ধনপ্রদেশে শ্রীরাধিকার চরণকমলদ্বয় সংবাহন করিয়া আমি বিহার-নিদ্রা লাভ করিতাম—সেখানে ক্ষীরসাগরের সৌরভস্পর্দ্ধী

পতাকাশোভিত (গোকুল নামক) গ্রামে (যশোদা কর্ত্তৃক) হস্ত বন্ধনের পর অবস্থানজনিত সুখ প্রাপ্ত হইতাম।

**টিপ্পনী**—নাগেন্দ্রভোগ—অর্থাৎ গোবর্দ্ধন প্রদেশ। বরাহপুরাণোক্ত 'শক্রকুণ্ড' এবং স্কন্দপুরাণোক্ত 'গোবিন্দকুণ্ডে'র সমীপে প্রসিদ্ধ গোবর্দ্ধন প্রদেশ। গোবর্দ্ধন মন্দিরময় সহর। মথুরা হইতে ১৫ মাইল। গিরিরাজ দৈর্ঘ্যে ৫ মাইল—রাধাকুণ্ড হইতে পুছরী পর্য্যন্ত প্রসারিত। ইহার পাদদেশে "মানসীগঙ্গা" নামে প্রকাণ্ড সরোবর আছে। নন্দ-যশোদা প্রয়াগে না যাইয়া ঐখানে গঙ্গা-স্নান করিয়াছিলেন। চক্রেশ্বর মহাদেব এই স্থানের ক্ষেত্রপাল।

**সোঽয়ং দধ্নাং মথননিনদাক্রান্ত-দিক্‌চক্রবালো**
**ঘোষস্তোষং তব জনয়িতা যোজনদ্বন্দ্বচুম্বী।**
**দিব্যেনালং নিখিলজগতীং সর্পিষা তর্পয়ন্তী**
**ভ্রাতর্ভূম্না বিলসতি বিধের্গোময়ী যত্র সৃষ্টিঃ ॥ ২৬ ॥**

**অন্বয়**—ভ্রাতঃ (হে ভ্রাতঃ!) দধ্নাং (দধির) মথননিনদাক্রান্তদিক্‌চক্রবালঃ (দিগন্তবিস্তৃত মন্থনের) যোজনদ্বন্দ্বচুম্বী (আটক্রোশব্যাপী) সোঽয়ং (সেই) ঘোষঃ (শব্দ) তব (তোমার) তোষং (আনন্দ) জনয়িতা (বিধান করিবে)। দিব্যেন অলং (শপথে প্রয়োজন নাই) যত্র (যেখানে) সর্পিষা (ঘৃত দ্বারা) নিখিলজগতীং (বিশ্বজগৎকে) তর্পয়ন্তী (তৃপ্ত করিয়া) বিধেঃ (বিধাতার) গোময়ী (গাভীবহুল) সৃষ্টিঃ (সৃষ্টি) ভূম্না (বিশেষরূপে) বিলসতি (বিরাজ করিতেছে)।

**বঙ্গানুবাদ**—হে ভ্রাতঃ! (গোকুলে) অষ্টক্রোশব্যাপী এবং দিগন্তবিস্তৃত দধিমন্থনের সেই শব্দ তোমার আনন্দ বিধান করিবে। শপথে প্রয়োজন নাই—, সেই গোকুল হইতেছে বিধাতার এক গাভীবহুল সৃষ্টি যাহা ঘৃতদ্বারা বিশ্বজগৎকে তৃপ্ত করিয়া বিশেষরূপে বিরাজ করিতেছে।

**কক্ষাং লক্ষাবধিভিরভিতঃ কাসরীভিঃ পরীতাং**
**তাং সন্নদ্ধব্রজবিজয়িনীং শাল্মলাখ্যাং ভজেথাঃ।**
**বীথ্যাং বীথ্যাং পৃথুক-নিকরা যত্র মিত্রানুবেলং**
**খেলন্তস্তাননুবিদধতে বিক্রমান্ মে ক্রমেণ ॥ ২৭ ॥**

**অন্বয়**—মিত্র (হে বন্ধু!) অভিতঃ (চতুর্দিকে) লক্ষাবধিভিঃ (লক্ষসংখ্যক)

কাসরীভিঃ (স্ত্রী মহিষ কর্তৃক) পরীতাং (পরিবৃত) সন্নদ্ধব্রজবিজয়িনীং (যুদ্ধার্থে সজ্জিত ব্রজবাসিগণের বিজয়-সাধন) শাল্মলাখ্যাং (শাল্মল নামক) তাং (সেই) কক্ষাং (প্রাঙ্গনে) ভজেথাঃ (গমন করিবে) যত্র (যেখানে) বীথ্যাং বীথ্যাং (পথে পথে, অথবা শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া) পৃথুক-নিকরাঃ (বালকবৃন্দ) অনুবেলং (সর্বসময়ে) খেলন্তঃ (ক্রীড়াপূর্বক) মে (আমার) তান্ (সেই সেই) বিক্রমান্ (বীরত্বসূচক কর্মগুলি) ক্রমেণ (যথাক্রমে) অনুবিদধতে (অনুকরণ করিয়া থাকে)।

**বঙ্গানুবাদ**—হে বন্ধু! (তাহার পর) চতুর্দিকে লক্ষ মহিষী-পরিবৃত, এবং এবং যুদ্ধার্থে সজ্জিত ব্রজবাসিগণের বিজয়-সাধন 'শাল্মল' নামক সেই গোষ্ঠপ্রাঙ্গনে গমন করিবে—যেখানে পথে পথে (অথবা শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া) বালকগণ সর্ব্বসময়ে ক্রীড়াপূর্ব্বক আমার সেই সেই বীরত্বসূচক কর্ম্মগুলি যথাক্রমে অনুকরণ করিয়া থাকে।

**টিপ্পনী**—গোকুলের কোন একস্থান শাল্মলীবৃক্ষবেষ্টিত ছিল। সেইখানে মহিষীবৃন্দ থাকিত এবং ব্রজবাসিগণকে অরণ্য-ভয় হইতে রক্ষা করিত।

**দূরাদেষ প্রণয়তি পুরা লব্ধসাহারনামা**
**প্রেমানন্দং তব নয়নয়োরৌপনন্দো নিবাসঃ।**
**জঙ্ঘালেন ক্ষিতিপতিপুরীং স্যন্দনেনানুবিন্দন্**
**যত্রাহারং প্রিয়মকরবং হারি হৈয়ঙ্গবীনম্ ॥ ২৮ ॥**

**অন্বয়**—এষঃ (এই) লব্ধসাহারনামা ("সাহার" নামক) ঔপনন্দঃ (উপনন্দের) নিবাসঃ (বসতিস্থান) দূরাৎ (দূর হইতে) তব (তোমার) নয়নয়োঃ (নয়নদ্বয়ের) প্রেমানন্দং (প্রেমানন্দ) পুরা প্রণয়তি (বিধান করিবে)।—যত্র (যেখানে) জঙ্ঘালেন (দ্রুতগামী) স্যন্দনেন (রথে) ক্ষিতিপতিপুরীং (রাজপুরী মথুরায়) অনুবিন্দন্ (যাইবার সময়) হারি (মনোহর) হৈয়ঙ্গবীনম্ (নবনীত—অর্থাৎ ছানা) প্রিয়ং (প্রিয়) আহারং (আহার) অকরবম্ (করিয়াছিলাম)।

**বঙ্গানুবাদ**—(তাহার পর) দূর হইতে উপনন্দের "সাহার" নামক নিবাস তোমার নয়নদ্বয়ের প্রেমানন্দ বিধান করিবে—যেখানে দ্রুতগামী রথে

আরোহণ করিয়া রাজপুরী মথুরায় যাইবার সময় আমি মনোহর নবনীত (ছানা) —রূপ প্রিয় আহার করিয়াছিলাম।

**টিপ্পনী**—উপনন্দ—নন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও মন্ত্রী। জ্যেষ্ঠ হইলেও বয়োবৃদ্ধ বিবেচনা করিয়া তিনি নন্দকে গোকুলরাজ্য দিয়াছিলেন। ভাগবত ১০/১১/২২ দ্রষ্টব্য।

**গোপেন্দ্রস্য ব্রজপরিসরে লব্ধতুষ্টির্লভেথা—**
**স্তাং বিখ্যাতাং কলিতমহিলা-চারুহেলাং রহেলাম্।**
**যামাসাদ্য প্রহিত-মুরলীকাকলী-দূতিকোঽহং**
**সায়ং গোপীকুলমকরবম্ সার্দ্ধি নেপথ্যনদ্ধম্ ॥ ২৯ ॥**

**অন্বয়**—ব্রজপরিসরে (গোকুল প্রদেশে) লব্ধতুষ্টিঃ (সন্তোষ লাভ করিয়া) গোপেন্দ্রস্য (গোপরাজ নন্দের) তাং (সেই) বিখ্যাতাং (বিখ্যাত) কলিতমহিলাচারুহেলাং (সুন্দরীনারীবিলাসসমন্বিত) রহেলাং (“রহেলা” নামক নিবাস) লভেথাঃ (প্রাপ্ত হইবে)। যাং (যে রহেলাকে) আসাদ্য (প্রাপ্ত হইয়া, গমন করিয়া) অহং (আমি) প্রহিতমুরলীকাকলীদূতিকঃ (মোহন মুরলীরবরূপ দূত প্রেরণ করিয়া) সায়ং (সন্ধ্যায়) গোপীকুলং (গোপীবৃন্দকে) সার্দ্ধি (অর্দ্ধ) নেপথ্যনদ্ধম্ (বেশভূষিত) অকরবম্ (করিতাম)।

**বঙ্গানুবাদ**—(এইরূপে) গোকুলপ্রদেশে সন্তোষ লাভ করিয়া গোপরাজ নন্দের সেই বিখ্যাত সুন্দরীনারী-বিলাসসমন্বিত “রহেলা” নামক নিবাস প্রাপ্ত হইবে—যেথায় গমন পূর্ব্বক সন্ধ্যায় মোহনমুরলীরবরূপ দূত প্রেরণ করিয়া আমি গোপীবৃন্দকে অর্দ্ধবেশভূষিত করিতাম।

**ভাবার্থ**—গোকুলে সন্ধ্যায় কৃষ্ণ যখন বাঁশী বাজাইতেন তখন গোপীরা তাহা শ্রবণ করিয়া প্রসাধন অর্দ্ধসমাপ্ত রাখিয়া শ্যামদর্শনে যাইত। কাহার একটি নয়নে কাজল, একটি চরণে নূপুর, একটি বাহুতে কঙ্কন, এইরূপে। বংশীরবে এতই উন্মাদনা ও ব্যাকুলতা আসিত যে বেশভূষা সমাপ্ত করিবার সময় থাকিত না। কারণ, কৃষ্ণবিষয়ে তাহাদিগের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ছিল না, গৌরববুদ্ধিও ছিল না। ইহাই গোপীপ্রেম—পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ্। বৃন্দাবনে আজও সেই বাঁশী বাজে।

যত্র প্রীতানহমকরবং মিত্রভাবেন শাবান্
হারং হারং বিদিতসময়ো বল্লবীনাং দধীনি।
শাখিব্রাতঃ স খলু বলিতঃ প্রীতশারাভিধস্তে
দেশঃ ক্লেশং পথিষু রথিনো দারয়িষ্যত্যুদারম্ ॥ ৩০ ॥

**অন্বয়**—যত্র (যেখানে) অহং (আমি) বিদিতসময়ঃ (দধিমন্থনের সময় জানিয়া) বল্লবীনাং (গোপীদিগের) দধীনি (দধিসমূহ) হারং হারং (বারংবার হরণ করিয়া) শাবান্ (বালকগণকে) মিত্রভাবেন (বন্ধুভাব দ্বারা) প্রীতান্ (আনন্দিত) অকরবম্ (করিতাম); স খলু (সেই নিশ্চয়) বলিতঃ (পুষ্পিতঃ) শাখিব্রাতঃ (বৃক্ষসমূহ) প্রীতশারাভিধঃ (প্রীতশার নামক) দেশঃ (দেশ) পথিষু (পথে) রথিনঃ (রথারূঢ়) তে (তোমার) উদারং (মহান্) ক্লেশং (ক্লেশ) দারয়িষ্যতি (নাশ করিবে)।

**বঙ্গানুবাদ**—যেখানে আমি (দধিমন্থনের) সময় জানিয়া গোপীদিগের দধিসমূহ বারংবার হরণ করিয়া বালকগণকে (এবং বানরশাবকগণকে) বন্ধুভাবদ্বারা (অর্থাৎ তাহাদিগকে দধি দিয়া) আনন্দিত করিতাম—(সেখানে) পুষ্পিত সেই বৃক্ষসমূহ এবং প্রীতশার নামক দেশ রথারূঢ় তোমার পথের মহান্ ক্লেশ নিশ্চয় নাশ করিবে।

**টিপ্পনী**—বালক কৃষ্ণ অপহৃত ভোজ্য আহার করিতেন—এমনি দিলে খাইতেন না। তিনি অত্যন্ত বানর-প্রিয় ছিলেন—বানরগণ না খাইলে তিনি খাইতেন না। পূর্ব্বের রামলীলা (ভাগবত-১০।৮।২৯-সনাতন গোস্বামীকৃত বৈষ্ণবতোষনী দ্রষ্টব্য।)

৩১. সোঽয়ং রম্ভাস্তনচটুলৈঃ সেব্যমানো মরুদ্ভিঃ
কন্যাশোকোত্তমসুমনসাং নির্ভরামোদধারী।
পীযূষেণ স্ফুরিতবসতিস্ত্বামুদঞ্চদ্গুরুশ্রী-
র্লোকাতীতঃ কিল মদয়িতা বল্লবেন্দ্রস্য লোকঃ ॥ ৩১ ॥

**অন্বয়**—রম্ভাস্তনচটুলৈঃ (কদলীবৃক্ষকে কম্পিত করিয়া) মরুদ্ভিঃ (বায়ু) সেব্যমানঃ (সেবাপরায়ণ) কন্যাশোকোত্তমসুমনসাং (অশোকবৃক্ষের কমনীয় এবং উৎকৃষ্ট পুষ্পের) নির্ভরামোদধারী (গাঢ় গন্ধ বিরাজিত) উদঞ্চৎগুরুশ্রীঃ (অতিসুন্দর) লোকাতীতঃ (অলৌকিক) বল্লবেন্দ্রস্য (গোপরাজ নন্দের)

সোঽয়ং ( সেই ) লোকঃ ( বাসস্থান ) ত্বাং ( তোমাকে ) মদয়িতা ( আহ্লাদিত করিবে ) কিল ( নিশ্চয় )।

**বঙ্গানুবাদ**—গোপরাজ নন্দের সেই অলৌকিক ও অতিসুন্দর বাসস্থান ( অর্থাৎ গোকুল ) তোমাকে নিশ্চয় আহ্লাদিত করিবে—যেখানে বায়ু কদলীবৃক্ষকে কম্পিত করিয়া সর্বদা সেবাপরায়ণ, যেথায় অশোকবৃক্ষের কমনীয় এবং উৎকৃষ্ট পুষ্পের গাঢ় গন্ধ বিরাজিত এবং চতুর্দিক অমৃত-সরোবরে পরিপূর্ণ।

**টিপ্পনী**—লোকাতীতঃ—অর্থাৎ অলৌকিক। ভগবান্ কৃষ্ণ তাঁহার নিত্যধাম গোলোকের সকল সম্পদ্ ও ঐশ্বর্য্য লইয়া ব্রজে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ব্রজের সমস্তই অলৌকিক। গোপীরা সাধারণ মানবী নহেন—তাঁহাদের কেহ শ্রুতিগণ, কেহ মুনিগণ, কেহ ব্রজবালা, কেহ গোপবালা। বৃন্দাবনের পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, লতা, বৃক্ষ, সরোবর—সব অলৌকিক। ( পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ড দ্রষ্টব্য )—শ্রীভগবানের লীলামৃত আস্বাদনের নিমিত্ত তাহারা ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

**পশ্যন্তীনাং চকিত-চকিতং লব্ধসঙ্গং বতাঙ্কে**
**মামুত্তুঙ্গব্যসনবিসরৈঃ কামমুন্মাদিতানাম্।**
**তাসাং বিদ্যুত্তরলবপুষাং বল্লবীনাং প্রপাতাদ্**
**বিদ্যুৎকারীং কথয়তি জনো দক্ষিণাং যস্য কক্ষাম্ ॥ ৩২ ॥**

**অন্বয়**—জনঃ ( লোকে ) যস্য ( যে দেশের ) দক্ষিণাং ( দক্ষিণ ) কক্ষাং ( বিভাগকে ) বত ( হায় ) অঙ্কে ( ক্রোড়ে ) লব্ধসঙ্গং ( স্থিত ) মাং ( আমাকে ) চকিতচকিতং ( ভীতভীত হইয়া ) পশ্যন্তীনাং ( অবলোকন করেন ) উত্তুঙ্গব্যসনবিসরৈঃ ( অতিশয় আসক্তি দ্বারা ) কামং ( সম্যক্রূপে ) উন্মাদিতানাং ( উন্মাদিত ) বিদ্যুত্তরলবপুষাং ( বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল শরীর সম্পন্ন ) তাসাং ( সেইসকল ) বল্লবীনাং ( গোপীগণ ) প্রপাতাৎ ( আসিয়া থাকেন ) বিদ্যুৎকারীং ( "বিদ্যুৎসমুজ্জ্বল" ) কথয়তি ( বলিয়া থাকে )।

**বঙ্গানুবাদ**—হায়! যে দেশের দক্ষিণ বিভাগকে লোকে "বিদ্যুৎসমুজ্জ্বল" বলিয়া থাকে—কারণ, ঐস্থানে বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল শরীরসম্পন্ন সেই সকল গোপীগণ আসিয়া থাকেন, যাহারা অতিশয় আসক্তি দ্বারা সম্যক্রূপে উন্মাদিত হইয়া তাহাদের ক্রোড়স্থিত আমাকে ভীতভীত হইয়া অবলোকন করেন।

**ভাবার্থ**=বৃন্দাবনে সর্ব্বত্রই রাসলীলা। যেখানে শ্রীকৃষ্ণ সেখানেই গোপীপ্রেম। এই প্রেমের কোন বিরাম নাই। ব্রজগোপীগণের কাম প্রেমস্বরূপ। ঐ কামে প্রীতিরূপতা আছে। ভগবদ্বিষয়ক কামই অপ্রাকৃত প্রেম। গোপীবৃন্দ অপ্রাকৃত। পূর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ রামরূপী হরিকে দেখিয়া তাহাকে ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন। তাহারাই স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া গোকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা ঋষিচরী গোপী। (পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড দ্রষ্টব্য)।

**যত্রাক্রূরঃ প্রণয়নিবিড়োৎকণ্ঠয়া কুণ্ঠিতাত্মা**
**রঙ্গাদ্ গোষ্ঠাঙ্গণমনুসরন্ মামলোকিষ্ট বন্ধুম্।**
**তদ্বাষ্পান্তঃকুলপরিচয়ারব্ধজৃম্ভৈঃ কদম্বৈঃ**
**সা সংবীতা বিলসতি তটী যত্র সৌযাত্রিকাখ্যা ॥ ৩৩ ॥**

**অন্বয়**=যত্র (যেখানে) অক্রূরঃ (অক্রূর) প্রণয়নিবিড়োৎকণ্ঠয়া (প্রেমঘন উৎকণ্ঠা হেতু) কুণ্ঠিতাত্মা (সঙ্কুচিত চিত্তে) রঙ্গাৎ (মথুরার কংসনির্মিত রঙ্গভূমি হইতে) গোষ্ঠাঙ্গণম্ (গোকুলের গোষ্ঠচত্বরে) অনুসরন্ (আসিবার সময়) বন্ধুং (বন্ধু) মাং (আমাকে) অলোকিষ্ট (অবলোকন করিয়াছিল), তদ্বাষ্পান্তঃকুলপরিচয়ারব্ধজৃম্ভৈঃ (তাহার অশ্রুজলসম্পর্কে বিকসিত) কদম্বৈঃ (কদম্ববৃক্ষসমূহদ্বারা) সংবীতা (শোভিত) সৌযাত্রিকাখ্যা ("সৌযাত্রিক" নামক) সা (সেই) তটী (তটভূমি) বিলসতি (বিরাজ করিতেছে)।

**বঙ্গানুবাদ**=যেখানে অক্রূর (মথুরার) রঙ্গভূমি হইতে (গোকুলের) গোষ্ঠচত্বরে আসিবার সময় প্রেমঘন উৎকণ্ঠা হেতু সঙ্কুচিত চিত্তে তাহার বন্ধু আমাকে অবলোকন করিয়াছিল, এবং যেখানে তাহার (মদ্দর্শনের আনন্দজনিত) অশ্রুজলসম্পর্কে বিকসিত কদম্ববৃক্ষসমূহদ্বারা শোভিত "সৌযাত্রিক" নামক সেই তটভূমি বিরাজ করিতেছে।

**ভাবার্থ**—অক্রূর—শ্লোক ৫ দ্রষ্টব্য। অক্রূর কংসের দূত হইয়া কৃষ্ণ-বলরামকে মথুরায় লইয়া যাইবার জন্য গোকুলে আসিয়াছিল। অক্রূর কৃষ্ণচিন্তা করিতে করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মনের ভাব এইরূপ—কৃষ্ণ সর্ব্বান্তর্য্যামী, তিনি নিশ্চয় আমাকে ক্ষমা করিবেন এবং অযোগ্য হইলেও দর্শন-দানে কৃতার্থ করিবেন। তিনি যখন গোকুলে পৌঁছাইলেন

তখন সন্ধ্যা—কৃষ্ণ সবেমাত্র গোচারণ করিয়া গোষ্ঠে ফিরিয়াছেন। গোষ্ঠ-ভূমিতে কৃষ্ণের চরণ-চিহ্ন দেখিয়া তাহার পুলকরোমাঞ্চ ও ভাবাবেশ হইয়াছিল। অক্রূর গোদোহন স্থানে শ্যামবর্ণ কৃষ্ণ ও শ্বেতবর্ণ বলরামকে দর্শন করেন। কৃষ্ণ অক্রূরের সকল মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ করিয়াছিলেন। মথুরায় আসিবার পথে বিশ্বরূপ দর্শন হয়। ( ভাগবত ১০/৩৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য )।

**ধাবদ্‌বালাবলি-করতল-প্রোচ্চলদ্‌বালধীনাং**
**যত্রোত্তুঙ্গস্ফটিকপটলস্পর্দ্ধিদেহদ্যুতীনাম্।**
**ঘ্রায়ং ঘ্রায়ং নবতৃণশিখাং মুঞ্চতীনাং বলন্তে**
**বৎসালীনাং চটুল-চটুলং শশ্বদাটীকনানি ॥৩৪॥**

**অন্বয়**—যত্র ( যেখানে ) উত্তুঙ্গস্ফটিকপটলস্পর্দ্ধিদেহদ্যুতীনাং ( যাহাদের অঙ্গকান্তি উচ্চ স্ফটিকখণ্ডসমূহের ন্যায় ) ধাবদ্‌বালাবলিকরতলপ্রোচ্চলদ্‌বালধীনাং ( যাহাদের পুচ্ছ অনুগামী বালকবৃন্দের হস্ত হইতে ভ্রষ্ট হইতেছে ) নবতৃণশিখাং ( নবীন তৃণের অগ্রভাগ ) ঘ্রায়ং ঘ্রায়ং ( বারংবার আঘ্রাণ করিয়া ) মুঞ্চতীনাং ( পরিত্যাগ করিতেছে ) বৎসাবলীনাং ( গোবৎসদিগের ) চটুল-চটুলং ( অতিচঞ্চল ) শশ্বৎ ( সর্ব্বদা ) আটীকনানি ( উল্লম্ফনগতি ) বলন্তে ( বর্ত্তমান )।

**বঙ্গানুবাদ**—যেখানে সর্ব্বদা গোবৎসদিগের অতিচঞ্চল উল্লম্ফন-গতি বর্ত্তমান—যাহাদের ( গোবৎসদিগের ) পুচ্ছ অনুগামী বালকবৃন্দের হস্ত হইতে ভ্রষ্ট হইতেছে, যাহাদের অঙ্গকান্তি উচ্চ স্ফটিকখণ্ডসমূহের ন্যায় এবং যাহারা নবীন তৃণের অগ্রভাগ বারংবার আঘ্রাণ করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতেছে।

**আভীরীণাং নয়নসরণী-সঙ্গমাদেব তাসাং**
**সদ্যো মোট্টায়িতমধুরিমোল্লাসভঙ্গীবিধাতা।**
**পীঠীভূতো মম পরিমলোদ্গারগোষ্ঠীগরীয়ান্**
**যত্রাস্থানীমনু বিজয়তে পাণ্ডরো গণ্ডশৈলঃ ॥৩৫॥**

**অন্বয়**—যত্র ( যেখানে ) আভীরীণাং ( গোপীদিগের ) নয়নসরণীসঙ্গমাৎ এব ( নয়নপথের সম্পর্কে আসিয়াই ) তাসাং ( তাহাদিগের ) সদ্যঃ ( তৎক্ষণাৎ ) মোট্টায়িতমধুরিমোল্লাস-ভঙ্গীবিধাতা ( "মোট্টায়িত" অঙ্গভঙ্গীর মাধুর্যোল্লাস জন্মাইয়া থাকে ) মম ( আমার ) পীঠীভূতঃ ( পীঠাসনস্বরূপ ) পরিমলোদ্গার-গোষ্ঠীগরীয়ান্ ( মদীয় সৌরভবিস্তারপ্রাচুর্য্য দ্বারা সুমহান্ ) পাণ্ডরঃ ( শ্বেতবর্ণ )

গণ্ডশৈলঃ (গিরিচ্যুত স্থূল প্রস্তরখণ্ড) আস্থানীং (গোষ্ঠ-সমাজের) অন্ত (নিকটেই) বিজয়তে (বিরাজ করিতেছে)।

**বঙ্গানুবাদ** - যেখানে গোষ্ঠসমাজের নিকটেই আমার পীঠাসনস্বরূপ এবং মদীয় (অঙ্গ) সৌরভবিস্তার দ্বারা সুমহান্ শ্বেতবর্ণ গিরিচ্যুত স্থূল প্রস্তরখণ্ড বিরাজ করিতেছে—যাহা গোপীদিগের নয়নপথের সম্পর্কে আসিয়াই তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের "মোট্টায়িত" অঙ্গভঙ্গীর মাধুর্যোল্লাস জন্মাইয়া থাকে।

**টিপ্পনী** - মোট্টায়িত—যৌবনে শৃঙ্গারাভিব্যঞ্জক সত্ত্বগুণোৎপন্ন নায়িকাদিগের অলঙ্কার অষ্টাবিংশতি প্রকার। উহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—অঙ্গজ, অযত্নজ এবং স্বভাবজ। মোট্টায়িত একটি স্বভাবজ অলঙ্কার। সখীদিগের সহিত প্রিয়তমের চরিত্র, নাম, চিত্রদর্শন এবং স্মরণকালে নায়িকার মন প্রিয়তমের ভাবদ্বারা ব্যাপ্ত হইলে অভিলাষের উদয় হেতু যে কর্ণকণ্ডুয়ন অথবা জৃম্ভনাদি ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহাই "মোট্টায়িত" নামে কথিত হয়। (সাহিত্য-দর্পণ ৩/১১৫)। কৃষ্ণের অঙ্গসুবাসলিপ্ত গণ্ডশৈল দর্শনে গোপীগণের তাহাই হইয়াছিল। সৌরভ কান্তারতির উদ্দীপন। গণ্ডশৈল—ভূকম্পাদি দ্বারা পর্ব্বত হইতে বিচ্যুত বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডকে "গণ্ডশৈল" বলে। "চ্যুতা স্থূলোপলা গিরেঃ" ইত্যমরঃ।

আস্থানী—সভা—এস্থলে গোষ্ঠ-সমাজ।

[ইহার পরবর্তী ১২টি শ্লোকে "**কুলক**" রচিত হইয়াছে। যেখানে পাঁচটি অথবা ততোধিক শ্লোক দ্বারা সমাপিকা ক্রিয়ার অন্বয়-সমাপ্তি ঘটে, তাহাকে "**কুলক**" বলে॥]

**[গোকুলে গোপীদিগের বিলাসপূর্ণ আলাপ।]**

**রেণুর্নায়ং প্রসরতি গবাং ধূমধারা কৃশানো**
**র্বেণুর্নাসৌ গহনকুহরে কীচকো রোরবীতি।**
**পশ্যোন্মত্তে! রবিরভিযযৌ নাধুনাপি প্রতীচীং**
**মা চাঞ্চল্যং কলয় কুচয়োঃ পত্রবল্লীং তনোমি ॥৩৬॥**

**অন্বয়**—অয়ং (ইহা) গবাং (ধেনুগণের) রেণুঃ (ধূলি) ন প্রসরতি (উত্থিত হইতেছে না) কৃশানোঃ (অগ্নির) ধূমধারা (ধূমরাজি)। গহনকুহরে (বনমধ্যে) অসৌ (ইহা) বেণুঃ (বংশীধ্বনি) ন (নহে); কীচকঃ (কীচক

বংশ ) রোরবীতি ( পুনঃ পুনঃ শব্দ করিতেছে ) ; উন্মত্তে ( হে উন্মত্তে ) পশ্য ( দেখ ) রবিঃ ( সূর্য্য ) অধুনাপি ( এখনও ) প্রতীচীং ( পশ্চিমদিকে ) ন অভিযযৌ ( গমন করে নাই ) ; চাঞ্চল্যং ( চঞ্চলতা ) মা কৃথাঃ ( করিও না ), কুচয়োঃ ( স্তনদ্বয়ে ) পত্রবল্লীং ( পত্রলতা ) তনোমি ( বিরচন করিব )।

**বঙ্গানুবাদ**—ইহা ধেনুগণের ( খুরোত্থিত ) ধূলি নহে, কিন্তু ( প্রজ্জ্বলিত ) অগ্নির ধূমরাজি ; ইহা বনমধ্যে ( কৃষ্ণের ) বংশীধ্বনি নহে, কিন্তু মারুতপূর্ণ কীচক পুনঃ পুনঃ শব্দ করিতেছে। হে উন্মত্তে ! দেখ, সূর্য এখনও অস্তাচলগামী হয় নাই ; অধীর হইও না, তোমার স্তনদ্বয়ে পত্রলতা বিরচন করিব।

**ভাবার্থ**—গোকুলে অপরাহ্ণ-বেলা। তখনও সূর্যদেব পাটে বসে নাই। কেহ হয়ত গৃহে চুল্লীতে অগ্নিসংযোগ করিয়াছে। তাহারই ধূমরাশি আকাশে উঠিয়াছে। কোন এক গোপী শ্যামদরশন-লালসায় অধীর হইয়া মনে করিল, কৃষ্ণ গোষ্ঠে ফিরিতেছেন, ইহা ধেনুগণের খুরোত্থিত ধূলি। বনমধ্যে বায়ুপূর্ণ হইয়া কীচকবেণু শব্দ করিতেছে ; গোপী মনে করিল ইহা শ্যামের সেই মোহন মুরলীরব। কোন এক প্রসাধিকা সেই গোপীকে সাবধান করিয়া বলিতেছে—চঞ্চল হইও না, সন্ধ্যা আসিতে অনেক বিলম্ব। তাহার চাইতে, এস, তোমাকে সাজাইয়া রাখি। স্তনদ্বয়ে চন্দন দ্বারা পত্র-লতা বিরচন করি, সন্ধ্যার পূর্বেই তাহা শেষ করিব। প্রেম গাঢ় হইলে এইরূপ ব্যাকুলতা জন্মে।

কীচক—এক প্রকার ছিদ্রযুক্ত বেণু—যাহা বায়ুপূর্ণ হইলে শব্দ করে।

**দূরে বংশীধ্বনিরুদয়তে হন্ত মা ধাব তাবদ্**
**ধূম্রেদানীমপি ন হি গবাং লক্ষ্যতে ধূলি-লেখা।**
**অস্তি দ্বারে গুরুরপি ততো লম্বিতাং স্তম্ভয়ন্তী**
**ক্ষীবে নীবীং ত্বমিহ তরসা যাহি গেহান্তরালম্ ॥ ৩৭ ॥**

**অন্বয়**—বংশীধ্বনিঃ ( বংশীরব ) দূরে ( দূরে ) উদয়তে ( উত্থিত হইয়াছে ) হন্ত ( হায় ) ! তাবৎ মা ধাব ( ছুটিয়া যাইও না )। ইদানীম্ অপি ( এখনও ) ধূম্রা ( কৃষ্ণলোহিত বর্ণ ) গবাং ( ধেনুগণের ) ধূলিলেখা ( ধূলি-লেখা ) ন হি লক্ষ্যতে ( দেখা যায় নাই ), দ্বারে ( দ্বারে ) গুরুরপি ( গুরুজন ) অস্তি ( রহিয়াছে ) ততঃ ( অতএব ) ত্বম্ ( তুমি ) ইহ ( এক্ষণে ) ক্ষীবে ( হে উন্মত্তে ) লম্বিতাং ( স্খলিত ) নীবীং ( বসনগ্রন্থিকে ) স্তম্ভয়ন্তী ( বন্ধন করিয়া ) তরসা ( শীঘ্র ) গেহান্তরালং ( গৃহমধ্যে ) যাহি ( প্রবেশ কর )।

**বঙ্গানুবাদ**—দূরে বংশীরব উত্থিত হইয়াছে, হায়! ছুটিয়া যাইও না। ধেনুগণের কৃষ্ণলোহিতবর্ণ ধূলিলেখা এখনও দেখা যায় নাই। দ্বারে গুরুজন রহিয়াছে; অতএব হে উন্মত্তে! তুমি এক্ষণে (তোমার) স্খলিত বসনগ্রন্থিকে বন্ধন করিয়া শীঘ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ কর।

**ভাবার্থ**—গোকুলে আর একটি দৃশ্য। গোষ্ঠে কৃষ্ণ বাঁশী বাজাইয়াছেন—কিন্তু তখনও গোধূলি সময় হয় নাই। বংশীধ্বনি কান্তারতির লগ্নসম্বন্ধী উদ্দীপন। তাহা শুনিয়া ভাবাবিষ্টা কোন গোপীর বস্ত্রগ্রন্থি স্খলিত হইয়াছে। তাহাকে সাবধান করিয়া সখী বলিতেছে—"হে মত্তে! এ কী করিতেছ? সম্মুখে গৃহদ্বারে গুরুজন, শীঘ্র বসনগ্রন্থি বাঁধিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ কর। নচেৎ কলঙ্ক রটিবে। পাঠককে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে গোপীপ্রেম অলৌকিক। "গোপীপ্রেম" শ্লোক-৬ দ্রষ্টব্য। নীবীস্খলন ভাবমত্ততার লক্ষণ। ইহা একপ্রকার উদ্ভাস্বর। নায়িকার মনের ভাব দেহে প্রকাশ পাইলে তাহাকে উদ্ভাস্বর বলে।

**আপ্রত্যূষাদপি সুমনসাং বীথিভি র্গ্রথ্যমানা**
**ধত্তে নাসৌ সখি! কথমহো বৈজয়ন্তী সমাপ্তিম্।**
**ধিন্বন্ গোপীনয়নশিখিনো ব্যোমকক্ষাং জগাহে**
**সোঽয়ং মুগ্ধে! নিবিড়ধবলো ধূলিচক্রাম্বুবাহঃ ॥ ৩৮ ॥**

**অন্বয়**—সখি (হে সখী) আ প্রত্যূষাদপি (প্রাতঃকাল হইতেও) সুমনসাং (পুষ্প) বীথিভিঃ (রাজি দ্বারা) গ্রথ্যমানা (গাঁথা হইলে) অসৌ (ঐ) বৈজয়ন্তী (বৈজয়ন্তী মালা) কথং (কেন) সমাপ্তিং ন ধত্তে (শেষ হইল না) অহো (আশ্চর্য্য) মুগ্ধে (হে মুগ্ধে) সোঽয়ং (ঐ) নিবিড়ধবলঃ (ঘন শ্বেতবর্ণ) ধূলিচক্রাম্বুবাহঃ (ধূলি-রাশিরূপ মেঘ) গোপীনয়নশিখিনঃ (গোপীদিগের নয়নরূপ ময়ূরবৃন্দকে) ধিন্বন্ (আনন্দিত করিয়া) ব্যোমকক্ষাং (আকাশে) জগাহে (উদিত হইয়াছে)।

**বঙ্গানুবাদ**—হে সখী! প্রাতঃকাল হইতে পুষ্পরাজি দ্বারা ঐ বৈজয়ন্তী মালা গাঁথা হইলেও (এখনও) তাহা শেষ হইল না, আশ্চর্য! হে মুগ্ধে! গোপীদিগের নয়নরূপ ময়ূরবৃন্দকে আনন্দিত করিয়া ঐ (দেখ!) ঘনশ্বেতবর্ণ ধূলিরাশিরূপ মেঘ আকাশে উদিত হইয়াছে।

**ভাবার্থ**—কৃষ্ণ প্রাতঃকালে গোচারণে গিয়াছেন, ফিরিবেন সেই সন্ধ্যায়। কৃষ্ণবিরহে উন্মনা এক গোপী কোন সকাল হইতে বৈজয়ন্তী মালা গাঁথিতে বসিয়াছে। পঞ্চবর্ণময়ী আজানুলম্বিতা মালাকে বৈজয়ন্তী মালা বলে। উহা কৃষ্ণের বড় প্রিয়। ঐ মালা পরিয়া তিনি শরৎকালীন রাস-লীলা করিয়াছিলেন (ভাগবত- ১০।২৯।৪৪)। কিন্তু গোপীর মালা গাঁথা আর শেষ হয় না। কী করিয়া শেষ হইবে? মন যে কেবল কৃষ্ণ-মালা গাঁথিতেছে। যেন কতযুগ কৃষ্ণকে দেখে নাই। কখন সন্ধ্যায় তিনি ফিরিবেন তখন দেখা হইবে। সময়ের খেয়ালও নাই। সত্যই গোধূলি সময় উপস্থিত। আকাশে দেবগণের শুভ্রবর্ণ ধূলি উঠিয়াছে। কৃষ্ণ গোষ্ঠে ফিরিতেছেন। গোপীদিগের নয়ন-ময়ূর নাচিয়া উঠিয়াছে। তাই আনমনাগোপীকে তাহার সখী বলিতেছে—"এইবার মালাগাঁথা শেষ কর।" গোধূলি সন্নিহিত-সম্বন্ধী কান্তারতির উদ্দীপন। মেঘদর্শনে ময়ূর নৃত্য করে।

**অস্মিন্ ভূয়োবিস্মর-বপুঃসৌরভে সৌরভেয়ী—**
**ধূলের্জালৈঃ শবলিতশিরোমালতীচক্রবালে।**
**অন্তর্গোষ্ঠং প্রবিশতি হরৌ হন্ত কস্যা ন চেত—**
**স্তৃষ্ণাং ধত্তে জরতি! মুখরে! কিং বৃথা রারটীসি ॥ ৩৯ ॥**

**অন্বয়**—ভূয়োবিস্মরবপুঃসৌরভে (বহুল পরিমাণে অঙ্গসৌরভ বিস্তার করিয়া) সৌরভেয়ীধূলেঃ জালৈঃ (গো-বৃন্দের ধূলিজালের দ্বারা) শবলিতশিরো-মালতীচক্রবালে (মস্তকস্থিত মালতীমালা চিত্রিত করিয়া) অস্মিন্ (এই) হরৌ (কৃষ্ণ) অন্তর্গোষ্ঠং (গোষ্ঠমধ্যে) প্রবিশতি (প্রবেশ করে) কস্যাঃ (কোন নারীর) চেতঃ (চিত্ত) তৃষ্ণাং (তাহার নিকট যাইবার জন্য ব্যাকুলতা) ন ধত্তে (ধারণ করে না?) জরতি (হে বৃদ্ধে) মুখরে (বাচালে) কিং (কেন) বৃথা (নিরর্থক) রারটীসি (বারংবার কটুকথা বলিতেছ?)

**বঙ্গানুবাদ**—বহুল পরিমাণে অঙ্গসৌরভ বিস্তার করিয়া এবং গোবৃন্দের ধূলিজালের দ্বারা মস্তকস্থিত মালতীমালা চিত্রিত করিয়া এই কৃষ্ণ যখন গোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করে (তখন) কোন নারীর চিত্ত তাহার নিকট যাইবার জন্য না ব্যাকুল হয়? হে বৃদ্ধে, বাচালে! তুমি কেন নিরর্থক বারংবার কটু কথা বলিতেছ?

**ভাবার্থ**—সন্ধ্যায় গোকুলে কৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত কুলবতী নারীদিগের অশালীন চঞ্চলতা লক্ষ্য করিয়া হয়ত কোন বাচাল বৃদ্ধা তাহাদিগকে কটূক্তি

তিরস্কার করিয়াছিল। তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কোন গোপী বলিতেছে—"হে বৃদ্ধে! তোমার গালি-গালাজ বন্ধ কর। ঐ দেখ কৃষ্ণ গোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াছে। কস্তূরী এবং নীলপদ্মের মিলিত সৌরভকে যে হার মানাইয়া দেয়—কৃষ্ণের এ হেন অঙ্গসৌরভ চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়াছে। তাহার মস্তকের মালতী-মালা ধূলিধূসর হইয়া নববেশ ধারণ করিয়াছে। জগৎ-বিমোহন এ হেন কৃষ্ণের নিকট কাহার না যাইতে ইচ্ছা হয়? তুমি চুপ কর।"

**মা মন্দাক্ষং কুরু গুরুজনাদ্দেহলীং গেহমধ্যা—**
**দেহি ক্লান্তা দিবসমখিলং হন্ত বিশ্লেষতোঽসি।**
**এষ স্মেরো মিলতি মৃদুলে! বল্লবীচিত্তহারী**
**হারী গুঞ্জাবলিভিরলিভির্লীঢ়গন্ধো মুকুন্দঃ ॥ ৪০ ॥**

**অন্বয়**—গুরুজনাৎ (গুরুজনকে দেখিয়া) মন্দাক্ষং (লজ্জা) মা কুরু (করিও না) গেহমধ্যাৎ (ঘরের ভিতর হইতে) দেহলীং (দ্বারদেশে) এহি (আসিয়া দাঁড়াও) হন্ত (হায়!) বিশ্লেষতঃ (বিরহে) অখিলং দিবসং (সারাদিন) ক্লান্তা (ক্লান্ত) অসি (হইয়াছ) মৃদুলে (হে কোমলাঙ্গি) স্মেরঃ (স্মিতবদনে) বল্লবীচিত্তহারী (গোপীজনচিত্তহারী) গুঞ্জাবলিভিঃ হারী (গুঞ্জা-মালাধারী) অলিভিঃ লীঢ়গন্ধঃ (অঙ্গের সুবাসে ভ্রমরবৃন্দকে আকৃষ্ট করিয়া) এষঃ (এই) মুকুন্দঃ (কৃষ্ণ) মিলতি (এইদিকে আসিতেছে)।

**বঙ্গানুবাদ**—গুরুজনকে দেখিয়া আর লজ্জা করিও না, ঘরের ভিতর হইতে দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াও। হায়! সারাদিন বিরহে বড় ক্লান্ত হইয়াছ। হে কোমলাঙ্গি! গোপীজনচিত্তহারী গুঞ্জামালাধারী এই কৃষ্ণ অঙ্গের সুবাসে ভ্রমরবৃন্দকে আকৃষ্ট করিয়া স্মিতবদনে এই দিকে আসিতেছে।

**ভাবার্থ** সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ বন হইতে গৃহে ফিরিতেছেন, দেখিয়া বিশাখা রাধাকে বলিলেন—"হে মৃদুলে! তুমি যাহার বিরহে সারাদিন ক্লান্ত হইয়াছ, সেই এই কৃষ্ণ স্মিতহাস্যে বদন বিকসিত করিয়া তোমার নিকট আসিতেছেন। তিনি গোপীজনমনচোর, তাঁহার গলদেশে গুঞ্জাহার দুলিতেছে। অতএব গুরুজনের ভয়ে এবং লজ্জায় নেত্রসঙ্কোচ করিও না। গৃহমধ্য হইতে একবার দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াও। কৃষ্ণও তোমার বিরহে ক্লান্ত; সেই কোন প্রাতঃকালে বনে গিয়াছিলেন। এখন গৃহে ফিরিতেছেন। দর্শন দান করিয়া তাহাকেও তৃপ্ত কর।

**টিপ্পনী**—এই শ্লোকটি "উজ্জ্বলনীলমণি" গ্রন্থে (৫।১৩) সম্পন্ন-সম্ভোগ (আগতি) র উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। সম্ভোগ দ্বিপ্রকার—মুখ্য ও গৌণ।

মুখ্য সম্ভোগ চতুর্বিধ—(১) সংক্ষিপ্ত (২) সঙ্কীর্ণ (৩) সম্পন্ন (৪) সমৃদ্ধিমান্। কিঞ্চিদ্দূর প্রবাস হইতে প্রত্যাবৃত্ত নায়কের সহিত নায়িকার মিলনজনিত সম্ভোগকে সম্পন্ন-সম্ভোগ বলে। উহাও আবার দ্বিপ্রকার, আগতি ও প্রাদুর্ভাব। বর্তমান শ্লোকটি আগতির উদাহরণ। এস্থলে আগতির অর্থ—কৃষ্ণের বন হইতে ব্রজে আগমন। সংক্ষিপ্ত-সঙ্কীর্ণ সম্ভোগে ভয়, লজ্জা, ব্যলীকস্মরণ থাকায় উহা সম্ভোগ-সুখের বিঘ্ন উৎপাদন করে। কিন্তু সম্পন্ন-সম্ভোগে ঐগুলি না থাকায় আনন্দ অব্যাহত থাকে। কিঞ্চিদ্দূর প্রবাসে নায়কের অনিষ্টাদির আশঙ্কায় উৎকণ্ঠার বৃদ্ধি হয়। এই উৎকণ্ঠা সম্পন্ন-সম্ভোগের পুষ্টি-সাধক। সুদূর প্রবাসে এই উৎকণ্ঠা চরম সীমায় অবস্থান করে। এই উৎকণ্ঠার অবসানে যে মিলন তাহা অতিশয় আনন্দময়—ক্ষুধা উদ্রেকের পরে বহু বিলম্বে খাদ্য-আস্বাদনের ন্যায়। সংক্ষিপ্ত-সঙ্কীর্ণ-সম্পন্ন সম্ভোগে কিন্তু আনন্দের নিত্যত্ব নাই—কারণ সেস্থলে নায়ক-নায়িকা পরবশ। কিন্তু সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগে পারতন্ত্র্যের সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। সেখানে আনন্দ চমৎকারিত্বময় এবং চিরস্থায়ী। ইহাই সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। শ্রীজীবপাদ উক্ত মত পোষণ করেন। চক্রবর্ত্তিপাদ অন্য পদ্ধতিতে সমৃদ্ধিমানের বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন।

**শৌরির্গোষ্ঠাঙ্গণমনুসরন্ শিঞ্জিতৈরেব মুগ্ধঃ**
**কিঙ্কিণ্যাস্তে পরিহর দৃশোস্তাণ্ডবং মণ্ডিতাঙ্গি!**
**আরাদ্ গীতৈঃ কলপরিমিলন্মাধুরীকৈঃ কুরঙ্গে**
**লব্ধে সদ্যঃ সখি! বিবশতাং বাগুরাং কস্তনোতি ॥ ৪১ ॥**

**অন্বয়**=মণ্ডিতাঙ্গি (হে ভূষিতাঙ্গি!) শৌরিঃ (কৃষ্ণ) গোষ্ঠাঙ্গণং (গোষ্ঠচত্বরে) অনুসরন্ (ভ্রমণ করিবার সময়) তে (তোমার) কিঙ্কিণ্যাঃ (কটিদেশের ক্ষুদ্র ঘণ্টিকার) শিঞ্জিতৈরেব (মধুর শব্দেই) মুগ্ধঃ (মুগ্ধ হইয়াছে); দৃশোঃ (নয়ন দ্বয়ের) তাণ্ডবং (নর্ত্তন—অর্থাৎ কটাক্ষ-নিক্ষেপ) পরিহর (পরিত্যাগ কর)। সখি (হে সখি) কলপরিমিলন্মাধুরীকৈঃ (সুমধুর ধ্বনি-মাধুর্য্যবিশিষ্ট), গীতৈঃ (সঙ্গীত দ্বারা) কুরঙ্গে (হরিণ) সদ্যঃ (হঠাৎ) বিবশতাং

( অবশতা ) লব্ধে ( প্রাপ্ত ) কঃ ( কে ) আরাৎ ( নিকটে ) বাগুরাং ( বন্ধন-জাল ) তনোতি ( বিস্তার করে ? )।

**বঙ্গানুবাদ** = হে ভূষিতাঙ্গি ! কৃষ্ণ গোষ্ঠচত্বরে ভ্রমণ করিবার সময় তোমার কটিদেশের ক্ষুদ্র ঘন্টিকার মধুর শব্দেই মুগ্ধ হইয়াছে ; ( অতএব ), কটাক্ষনিক্ষেপ পরিত্যাগ কর। হে সখি ! সুমধুর ধ্বনি-মাধুর্য্যবিশিষ্ট সঙ্গীত দ্বারা অবশতা-প্রাপ্ত হরিণের নিকটে ( তাহাকে বাঁধিবার জন্য ) কে বন্ধন-জাল বিস্তার করে ?

**ভাবার্থ** = হে সখি ! আজ তুমি সুন্দরভাবে সাজিয়াছ। তোমার ঘাঘরের শব্দেই কৃষ্ণ মুগ্ধ হইয়াছে। সে এখন গতিহীন। চঞ্চল কটাক্ষ-নিক্ষেপদ্বারা তাহাকে দ্বিতীয়বার বাঁধিবার প্রয়োজন কী ? ব্যাধ মধুর গীতশব্দে যখন হরিণকে অবশ করিয়া ফেলে, তখন দ্বিতীয় বন্ধনের জন্য সে জাল নিক্ষেপ করে না। কিন্তু প্রিয়া সর্বদাই প্রিয়তমকে দৃঢ়তররূপে বাঁধিতে চায়।

**যান্ত্যা লীলোদ্ভট-কলতুলাকোটি সদ্যস্ত্বয়াসৌ**
**লব্ধা চন্দ্রাবলি ! সখি ! কুতঃ শব্দভেদাখ্যবিদ্যা ?।**
**পশ্যোপেন্দ্রঃ সদন-পদবীং বল্লবেন্দ্রস্য মুঞ্চন্**
**অন্তর্ভিন্নো মুহুরিহ যয়া সম্ভ্রমাদ্ বংভ্রমীতি ॥ ৪২ ॥**

**অন্বয়** = সখি চন্দ্রাবলি ( হে সখি ! চন্দ্রাবলি ! ) লীলোদ্ভটকল-তুলাকোটি ( বিলাসপূর্ণ সুমধুর নূপুরশিঞ্জন তুলিয়া ) যান্ত্যা ( গমনকারিণী ) ত্বয়া ( তুমি ) অসৌ ( এই ) শব্দভেদাখ্যবিদ্যা ( শব্দপ্রয়োগ দ্বারা লক্ষ্যভেদিনী বিদ্যা ) কুতঃ ( কাহার নিকট হইতে ) সদ্যঃ ( এক্ষণে ) লব্ধা ( শিক্ষা করিলে )। পশ্য ( দেখ ) উপেন্দ্রঃ ( কৃষ্ণ ) বল্লবেন্দ্রস্য ( গোপরাজ নন্দের ) সদনপদবীং ( গৃহে যাইবার পথ ) মুঞ্চন্ ( পরিত্যাগপূর্ব্বক ) যয়া ( যে বিদ্যা দ্বারা—অর্থাৎ নূপুরধ্বনি দ্বারা ) অন্তর্ভিন্নঃ ( হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া ) ইহ ( এই গোষ্ঠে ) সম্ভ্রমাৎ ( কাতরভাবে ) বংভ্রমীতি ( বারংবার ভ্রমণ করিতেছে )।

**বঙ্গানুবাদ** = হে সখি ! চন্দ্রাবলি ! বিলাসপূর্ণ সুমধুর নূপুরশিঞ্জন তুলিয়া গমনকারিণী তুমি এক্ষণে কাহার নিকট হইতে শব্দপ্রয়োগ দ্বারা লক্ষ্যভেদিনী এই বিদ্যা শিক্ষা করিলে ? দেখ, যে বিদ্যা দ্বারা ( অর্থাৎ নূপুরধ্বনি দ্বারা ) হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া কৃষ্ণ নন্দ-গৃহে যাইবার পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক এই গোষ্ঠভূমিতে কাতরভাবে বারংবার ভ্রমণ করিতেছে।

**ভাবার্থ**=চন্দ্রাবলী এ কোন যাদুবিদ্যা শিখিল? সে নূপুর-ধ্বনি দ্বারা কৃষ্ণকে হৃদয়ে বিদ্ধ করিয়াছে। কৃষ্ণ নন্দ-গৃহে যাইবার পথ ভুলিয়া এই গোষ্ঠভূমিতেই বারংবার বিচরণ করিতেছে। ইহা শব্দভেদী বিদ্যা। নায়িকার ভূষণ (নূপুর) কান্তারতির উদ্দীপক।

**টিপ্পনী**=চন্দ্রাবলী—ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের মুখ্যা শাস্ত্র-প্রসিদ্ধা নিত্যপ্রিয়া। তাঁহার অপর নাম সোমাভা। তিনি অষ্ট প্রধানা যূথেশ্বরীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা। তাহার যূথে কোটি গোপী আছে। চন্দ্রাবলী ও রাধার পার্থক্য—শ্লোক—৬ (শ্রীরাধার বৈশিষ্ট্য)—দ্রষ্টব্য।

**শ্বাসোৎকম্পঃ বসতি বসতের্বৎসলো দ্বারি দেবো**
**বল্লীস্তোমৈঃ ক্ষণমিহ মুখাম্ভোজ-লক্ষ্মীং পিধেহি।**
**দূরাচ্চেতোমণিমপহরন্নেষ ভব্যাঙ্গি! দিব্যো**
**বিব্বোকস্তে মুরবিজয়িনো বর্ত্মপাতী বভুব ॥ ৪৩ ॥**

**অন্বয়**=ভব্যাঙ্গি (হে সুন্দরাঙ্গি!) বৎসলঃ (প্রেমবান্) শ্বাসোৎকম্পঃ (শ্বাসহেতু কম্পমান হইয়া) দেবঃ (কৃষ্ণ) বসতেঃ (গৃহের) দ্বারি (দ্বারদেশে) বসতি (অবস্থান করিতেছে)। ইহ (এই কৃষ্ণ বিষয়ে) ক্ষণং (ক্ষণকালের জন্য) বল্লীস্তোমৈঃ (লতাবিতান দ্বারা) মুখাম্ভোজলক্ষ্মীং (মুখপদ্মশ্রীকে) পিধেহি (আচ্ছাদন কর)। এষঃ (এই) তে (তোমার) দিব্যঃ (মনোজ্ঞ) বিব্বোকঃ (গর্ব্বজনিত অনাদর) দূরাৎ (অতিশয়রূপে) চেতোমণিং (চিত্তরূপ মণিকে) অপহরন্ (হরণ করিয়া) মুরবিজয়িনঃ (মুরারি কৃষ্ণের) বর্ত্মপাতী (পথে অবতীর্ণ) বভূব (হইয়াছে)।

**বঙ্গানুবাদ**=হে সুন্দরাঙ্গি! প্রেমবান্ কৃষ্ণ শ্বাসহেতু কম্পমান হইয়া গৃহের দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছে। তুমি এই কৃষ্ণবিষয়ে ক্ষণকালের জন্য লতাবিতান দ্বারা তোমার মুখ-পদ্মশ্রীকে আচ্ছাদন কর। কারণ, চিত্তরূপ মণিকে অতিশয়রূপে হরণ করিয়া তোমার এই মনোজ্ঞ গর্ব্বজনিত অনাদর মুরারি কৃষ্ণের আগমন-পথে অবতীর্ণ হইয়াছে।

**ভাবার্থ**=গর্ব ও মান বশতঃ স্বীয় অভীষ্ট বস্তুর প্রতিও যে অনাদর—তাহাকে বিব্বোক বলে। (উজ্জ্বল-নীলমণি-৫/৯৫) কৃষ্ণ কোন এক গোপীর দ্বারে দণ্ডায়মান। সাত্ত্বিক ভাবের উদয়ে শ্বাসহেতু তাঁহার শরীর কম্পমান। কৃষ্ণ সেই গোপীর দৃষ্টিপ্রসাদের প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। কিন্তু গোপী স্বীয়

স্বাভাবিক সৌভাগ্যগর্ব্ববশতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মনোযোগ দিতেছেন না। তাহা দেখিয়া আক্ষেপের সহিত তাঁহার কোন সখী বলিতেছে—হে সখি! তোমার দৃষ্টিপাতের অবসরের প্রতীক্ষায় তোমার মুখের দিকেই সতৃষ্ণ নয়ন নিক্ষেপ করিয়া তোমার দ্বারদেশে মুরারি শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু হে সৌন্দর্য্য-গর্ব্বমত্তে! তুমি তাহার চিত্ত হরণ করিয়া তাহাকে অবজ্ঞা করিতেছ। অতএব ক্ষণকালের জন্য তোমার সুন্দর মুখকে লতাবিতান দ্বারা আচ্ছাদিত কর। নচেৎ কৃষ্ণ অন্তরে ব্যথা পাইবেন। কৃষ্ণ তাহার দ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান—ইহাই গর্ব্বের হেতু। এই বিব্বোক মান-হেতুও হইতে পারে।

**যষ্টির্ভূমৌ লুঠতি তরসা স্রংসতে পশ্য বংশী**
**কংসারাতেঃ স্খলনমমলং শৃঙ্গমঙ্গীকরোতি।**
**দূরান্নন্দঃ কলয়তি পুরো হ্রেপয়ামুং ন রাধে!**
**বন্দে দেবি! স্থগয় চপলাপাঙ্গভঙ্গীবিতানম্ ॥ ৪৪ ॥**

**অন্বয়**—রাধে (হে রাধে!) পশ্য (দেখ) কংসারাতেঃ (কৃষ্ণের) যষ্টিঃ (যষ্টি) ভূমৌ (ভূমিতে) লুঠতি (লুটাইতেছে) তরসা (সত্বর) বংশী (বাঁশী) স্রংসতে (হাত হইতে পড়িয়া যাইতেছে) অমলং (নির্মল) শৃঙ্গং (শৃঙ্গ) স্খলনম্ অঙ্গীকরোতি (স্খলিত হইতেছে) দূরাৎ (দূরে) নন্দঃ (নন্দ) কলয়তি (আসিতেছে)। পুরঃ (সম্মুখবর্ত্তী) অমুং (এই কৃষ্ণকে) ন হ্রেপয় (লজ্জা দিও না) দেবি (হে দেবি!) বন্দে (প্রণাম করিতেছি) চপলাপাঙ্গভঙ্গী-বিতানং (চঞ্চল কটাক্ষ-নিক্ষেপ) স্থগয় (বন্ধ কর)।

**বঙ্গানুবাদ**—হে রাধে! দেখ, কৃষ্ণের যষ্টি ভূমিতে লুটাইতেছে, বাঁশী সত্বর হাত হইতে পড়িয়া যাইতেছে, নির্মল শৃঙ্গও স্খলিত হইতেছে, দূরে নন্দ আসিতেছে। তোমার সম্মুখবর্ত্তী কৃষ্ণকে আর লজ্জা দিও না। হে দেবি! তোমাকে প্রণাম করিতেছি, চঞ্চল কটাক্ষনিক্ষেপ বন্ধ কর।

**ভাবার্থ**—রাধার সন্নিধানে কৃষ্ণের হর্ষজনিত স্তম্ভের (সাত্ত্বিক ভাব) উদয় হইয়াছে। তাহার হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় ব্যাপারশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। তাই যষ্টি, শৃঙ্গ, বংশী ভূলুণ্ঠিত। এদিকে গুরুজন আসিতেছে। তাই কোন সখী রাধাকে বলিতেছে—"হে সখি! এখন চঞ্চল লোচন-বিলাসের সময় নহে। প্রিয়কে অনুগ্রহ করিয়া তাহার লজ্জা নিবারণ কর।"

**তিষ্ঠন্ গোষ্ঠাঙ্গনভুবি মুহুর্লোচনান্তং বিধত্তে**
**জাতোৎকণ্ঠস্তব সখি ! হরির্দেহলীবেদিকায়াম্।**
**মিথ্যামানোন্নতি-কবলিতে ! কিং গবাক্ষার্পিতাক্ষী**
**স্বান্তং হন্ত গ্লপয়সি বহিঃ প্রীণয় প্রাণনাথম্ ॥ ৪৫ ॥**

**অন্বয়**—সখি (হে সখি!) জাতোৎকণ্ঠঃ (তোমাকে দেখিতে উৎসুক হইয়া) হরিঃ (কৃষ্ণ) গোষ্ঠাঙ্গনভুবি (গোষ্ঠাঙ্গন-ভূমিতে) তিষ্ঠন্ (অবস্থান পূর্ব্বক) তব (তোমার) দেহলীবেদিকায়াং (দ্বারদেশে) মুহুঃ (বারংবার) লোচনান্তং (দৃষ্টিপাত) বিধত্তে (করিতেছে) মিথ্যামানোন্নতি-কবলিতে (হে বৃথামানগ্রস্তে!) গবাক্ষার্পিতাক্ষী (গবাক্ষে নয়ন অর্পণ করিয়া) কিং (কেন) স্বান্তং (মনকে) গ্লপয়সি (বিষন্ন করিতেছ), হন্ত (হায়!) বহিঃ (বাহিরে দণ্ডায়মান) প্রাণনাথম্ (প্রাণনাথকে) প্রীণয় (আনন্দিত কর)।

**বঙ্গানুবাদ**—হে সখি! তোমাকে দেখিতে উৎসুক হইয়া কৃষ্ণ গোষ্ঠাঙ্গন ভূমিতে অবস্থানপূর্ব্বক তোমার দ্বারদেশে বারংবার দৃষ্টিপাত করিতেছে। হে বৃথামানগ্রস্তে! গবাক্ষে নয়ন অর্পণ করিয়া কেন মনকে বিষন্ন করিতেছ? হায়! বাহিরে দণ্ডায়মান প্রাণনাথকে আনন্দিত কর।

**ভাবার্থ**—সন্ধ্যায় কৃষ্ণ বন হইতে গোষ্ঠে ফিরিয়াছেন; কিন্তু বিনা কারণে হঠাৎ শ্রীরাধা মানবতী হইয়া বিষন্ন মনে গবাক্ষের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহা দেখিয়া শ্যামলা রাধাকে উক্ত শ্লোকটি বলিয়াছেন। উজ্জ্বল-নীলমণিতে (শৃঙ্গারভেদ-মান—৪৩) এই শ্লোকটি কৃষ্ণপ্রিয়ার নির্হেতু মানের দৃষ্টান্ত হিসাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। কৃষ্ণ যদি স্বেচ্ছায় গৃহে চলিয়া যাইতেন, তাহা হইলে মানের একটা কারণ থাকিত; কিংবা অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোন কারণে বাধ্য হইয়া চলিয়া যাইতেন তাহা হইলে কারণের আভাস থাকিত। কিন্তু এ স্থলে দুইটির কোনটিই নাই। তিনি কেবল রাধা-দর্শনলোলুপ। অতএব এস্থলে রাধার মান হইতেছে নির্হেতু, অর্থাৎ কারণ-শূন্য। শ্রীল রূপ গোস্বামী অন্যত্র (ঐ-৪০/৪১) বলিয়াছেন—সহেতু মান (বা ঈর্ষ্যা-মান) হইতেছে প্রণয়ের পরিণাম। এবং নির্হেতু মান (বা প্রণয়-মান) হইতেছে প্রণয়ের বিলাসাতিশয়রূপ বৈভব। শ্রীল জীব গোস্বামী ইহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন:- বস্তুতঃ প্রণয় ঈর্ষ্যাযুক্ত হয় না। প্রণয়ে ঈর্ষ্যা প্রতিফলিত হয় মাত্র—যেমন লোহিত বস্তুর সংযোগে স্ফটিক লোহিত হয়, সেইরূপ ঈর্ষ্যার সংযোগে প্রণয় ঈর্ষ্যামানত্ব প্রাপ্ত হয়। মণ্ডলাদি

ভঙ্গিবিশেষ যেরূপ সর্পের পরিণাম, ঈর্ষ্যাযুক্ত প্রণয়ও সেইরূপ প্রণয়ের পরিণাম। ঈর্ষ্যার সংযোগ ব্যতীতই প্রণয়-মানের ( নির্হেতু মানের ) উৎপত্তি হয়। ইহা হইতেছে প্রণয়েরই এক চমৎকারিত্বময় অবস্থা। যেমন পুষ্পমালা কখনও কখনও সর্পরূপে প্রতীয়মান হয়। সেইরূপ প্রণয়ও প্রণয়-মান-রূপে প্রতীয়মান হয়। ইহা প্রণয়ের স্বরূপগত ধর্ম্ম। তাই প্রাচীন আচার্য্যগণ সর্পের ( কুটিল ) গতির সহিত প্রেমের ( কুটিল ) গতির তুলনা করিয়াছেন। এইজন্যই কারণেও অকারণে নায়ক নায়িকার মানের উদয় হয়। ( ঐ—৪২ )। যে স্নেহ উৎকর্ষপ্রাপ্তি হেতু নূতন মাধুর্য্য অনুভব করায় এবং স্বয়ং কৌটিল্য ধারণ করে—তাহাকে মান বলা হয়। ( উজ্জ্বলনীলমণি-স্থায়ি—৭১ ) মান চতুর্বিধ বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের একটি ভেদ।

দেহলীবেদিকা = চত্বরের অগ্রবর্ত্তী পরিষ্কৃত স্থান।

**পশ্য ব্রীড়াং সকপটমসৌ তন্বতী নঃ পুরস্তাৎ**
**দ্বারে গৌরী ন সরতি মুহুঃ শৌরিণাকারিতাপি।**
**আকৃষ্টায়া গহনকুহরে বেণুবিদ্যাবিনোদৈ—**
**র্জানাত্যস্যাঃ পুনরনুপমং বিক্রমং কুঞ্জ-বীথী ॥ ৪৬ ॥**

**অন্বয়**—পশ্য ( দেখ ) মুহুঃ ( বারংবার ) শৌরিণা ( কৃষ্ণ ) আকারিতাপি ( আহ্বান করিলেও ) অসৌ ( এই ) গৌরী ( গৌরী ) নঃ ( আমাদের ) পুরস্তাৎ ( সম্মুখে ) সকপটং ( ছলপূর্ব্বক ) ব্রীড়াং ( লজ্জা ) তন্বতী ( প্রকটিত করিয়া ) দ্বারে ( দ্বারদেশে ) ন সরতি ( আসিতেছে না )। পুনঃ ( কিন্তু ) কুঞ্জবীথী ( নিকুঞ্জ-শ্রেণী ) বেণুবিদ্যাবিনোদৈঃ ( বংশীবিদ্যাচাতুর্য্য দ্বারা ) গহনকুহরে ( বনমধ্যে ) আকৃষ্টায়াঃ ( আকৃষ্ট ) অস্যাঃ ( এই গৌরীর ) অনুপমং ( অনুপম ) বিক্রমং ( প্রেমবিলাস ) জানাতি ( জানে )।

**বঙ্গানুবাদ**—দেখ, এই গৌরীকে কৃষ্ণ বারংবার ( নয়ন-সঙ্কেতে ) আহ্বান করিলেও সে আমাদের সম্মুখে ছলপূর্ব্বক লজ্জা প্রকটিত করিয়া দ্বারদেশেও আসিতেছে না। কিন্তু যখন সে বংশীবিদ্যাচাতুর্য্য দ্বারা বনমধ্যে আকৃষ্ট হয় তখন ( যমুনার ) নিকুঞ্জ-শ্রেণী এই গৌরীর অনুপম প্রেমবিলাস জানে।

**টিপ্পনী**—এই শ্লোকে গৌরী নাম্নী গোপীর লজ্জা-জনিত "অবহিত্থা" নামক ব্যভিচারী ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। আকারগুপ্তি। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণমতে গৌরী কৃষ্ণের অন্যতমা ব্রজসখী। তাহার চতুর্দ্দশ সহস্র সহচরী আছে।

**ইত্থং সাচিস্মিতরুচিভৃতাং যত্র সন্ধ্যানুবন্ধে**
**মামুদ্দিশ্য স্মর-পরিমলং বিভ্রতীনামদভ্রম্।**
**পৌনঃপুন্যাদ্বিবিধ-হৃদয়োদ্ভেদভাবানুষঙ্গী**
**লীলাজল্পঃ কুবলয়দৃশাং প্রেমপূর্ণঃ পুরাসীৎ ॥ ৪৭ ॥**

**অন্বয়**—পুরা (পূর্ব্বে) মাম্ (আমাকে) উদ্দিশ্য (উদ্দেশ্য করিয়া) সাচিস্মিতরুচিভৃতাং (কুটিল স্মিতহাস্যভূষিতা) সন্ধ্যানুবন্ধে (সন্ধ্যাকালে) অদভ্রং (অজস্র) স্মরপরিমলং বিভ্রতীনাং (কামাবেশশালিনী) কুবলয়দৃশাং (নীলপদ্মনয়না গোপসুন্দরীদিগের) পৌনঃপুন্যাৎ (বারংবার) বিবিধহৃদয়োদ্ভেদ-ভাবানুষঙ্গী (হৃদয়ের বিবিধ ভাবোচ্ছ্বাস-সম্পর্কিত) প্রেমপূর্ণঃ (প্রেমনিবিড়) ইত্থং (এইরূপে) লীলাজল্পঃ (বিলাসালাপ) আসীৎ (হইয়াছিল)।

**বঙ্গানুবাদ**—পূর্ব্বে যেখানে সন্ধ্যাকালে আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া কুটিল-স্মিতহাস্যভূষিতা অজস্র কামাবেশশালিনী নীলপদ্মনয়না গোপসুন্দরীদিগের বারংবার হৃদয়ের বিবিধ-ভাবোচ্ছ্বাস-সম্পর্কিত প্রেমনিবিড় এইরূপ বিলাসালাপ হইয়াছিল।

[ইহার পরবর্ত্তী দুইটি শ্লোকে "যুগ্মক" রচিত হইয়াছে]

**দামাকৃষ্টি-দ্বিগুণিতকরাবদ্ধ-বিদ্যোতিতানাং**
**ঘর্ম্মাম্ভোভির্দরবলয়িত-স্মেরগণ্ডস্থলানাম্।**
**ভালোপান্তপ্রচলদলকশ্রেণিভাজাং মদীয়ৈঃ**
**কীর্ত্তিস্তোমৈর্মুখরিত-মুখাম্ভোজলক্ষ্মীভরাণাম্ ॥ ৪৮ ॥**
**হেলাচঞ্চদ্বলয়রণিত-গ্রন্থিতৈর্মন্থনীনাং**
**ধ্বানোন্মিশ্রৈর্মসৃণমসৃণং মথ্নতীনাং দধীনি।**
**গীতৈস্তাসাং কুবলয়দৃশাং যত্র রাত্রের্বিরামে**
**প্রেমোদ্ভানৈর্মম সমজনি স্বপ্নলীলা-সমাপ্তিঃ ॥ ৪৯ ॥**

**অন্বয়**—যত্র (যেখানে) রাত্রেঃ (রাত্রির) বিরামে (অবসানে) দামাকৃষ্টি-দ্বিগুণিতকরাবদ্ধ-বিদ্যোতিতানাং (মন্থনরজ্জুর আকর্ষণ দ্বারা দ্বিরাবৃত্ত-হস্তব্যাপার-শোভিতা) ঘর্ম্মাম্ভোভির্দরবলয়িতস্মেরগণ্ডস্থলানাং (ঈষৎঘর্ম্মবারিযুক্তবিকসিত-গণ্ডস্থলবিশিষ্টা) ভালোপান্তপ্রচলদলকশ্রেণিভাজাং (ললাটপ্রান্তে চঞ্চল চূর্ণ-কুন্তলযুক্তা) মদীয়ৈঃ (মদীয়) কীর্ত্তিস্তোমৈঃ (কীর্ত্তিগাথায়) মুখরিত-মুখাম্ভো-

জলক্ষীভরাণাম্ ( মুখর আননশ্রীশোভিতা ) মন্থরমন্থরং ( অতিকোমলভাবে ) দধীনি মথ্নতীনাং ( দধিমন্থনকারিণী ) তাসাং ( সেই সকল ) কুবলয়দৃশাং ( নীলোৎপলনয়না গোপীদিগের ) হেলাচঞ্চদ্বলয়রণিতগ্রন্থিতৈঃ ( বিলাসচঞ্চল বলয়ের শব্দযুক্ত ) মন্থনীনাং ( মন্থনদণ্ডসমূহের ) ধ্বানোন্মিশ্রৈঃ ( ধ্বনিমিশ্রিত ) প্রেমোদ্ভানৈঃ ( প্রেমপূর্ণ ) গীতৈঃ ( গীতদ্বারা ) মম ( আমার ) স্বপ্নলীলাসমাপ্তিঃ ( নিদ্রাভঙ্গ ) সমজনি ( হইত )।

**বঙ্গানুবাদ**—যেখানে ( গোকুলে ) রাত্রির অবসানে মন্থনরজ্জুর আকর্ষণ দ্বারা দ্বিরাবৃত্তহস্তব্যাপারশোভিতা ঈষৎ ঘর্ম্মবারিযুক্তবিকসিতগণ্ডস্থলবিশিষ্টা, ললাটপ্রান্তে চঞ্চল চূর্ণকুন্তলযুক্তা, মদীয় কীর্ত্তিগাথায় মুখর আননশ্রীশোভিতা এবং অতিকোমলভাবে দধিমন্থনকারিণী সেইসকল নীলোৎপলনয়না গোপীদিগের বিলাসচঞ্চল বলয়ের শব্দযুক্ত এবং মন্থনদণ্ডসমূহের ধ্বনিমিশ্রিত প্রেমপূর্ণ গীতদ্বারা আমার নিদ্রাভঙ্গ হইত।

**টিপ্পনী**—দধি-মন্থন গোপীদিগের একটি নিত্য প্রাতঃকালীন ব্যাপার। তাহারা গান করিয়া দধি-মন্থন করিত। সেই গানের শব্দে কৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইত। উদ্ধবের নিকট কৃষ্ণ শৈশবের স্মৃতিচারণ করিতেছেন।

[ ইহার পর চতুর্দশটি শ্লোকে "কুলক" রচিত হইয়াছে। ]

## ।। গোপীদিগের রহস্য-লীলাগোষ্ঠী ।।

**নির্ম্মায় ত্বং বিতর ফলকং হারি কংসারিমূর্ত্ত্যা**
**বারংবারং দিশসি যদি মাং মান-নির্ব্বাহণায়।**
**যৎ পশ্যন্তী ভবনকুহরে রুদ্ধকর্ণান্তরাহং**
**সাহঙ্কারা প্রিয়সখি ! সুখং যাপয়িষ্যামি যামম্ ।। ৫০ ।।**

**অন্বয়**—প্রিয়সখি ( হে প্রিয়সখি ! ) যদি ( যদি ) ত্বং ( তুমি ) মাং ( আমাকে ) মাননির্বাহণায় ( মান করিবার জন্য ) বারংবারং ( পুনঃপুনঃ ) দিশসি ( উপদেশ দিতেছ ); কংসারিমূর্ত্ত্যা ( শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকৃতির ) হারি ( মনোহর ) ফলকং ( চিত্রপট ) নির্মায় ( নির্মাণ করিয়া ) বিতর ( দাও )। যৎ ( যে চিত্রপট ) পশ্যন্তী ( দেখিয়া ) ভবনকুহরে ( গৃহাভ্যন্তরে ) রুদ্ধকর্ণান্তরা ( কর্ণকুহর রুদ্ধ করিয়া ) সাহঙ্কারা ( সাহঙ্কারচিত্তে ) সুখং ( সুখে ) যামং ( এক প্রহরকাল ) যাপয়িষ্যামি ( যাপন করিব )।

**বঙ্গানুবাদ**—হে প্রিয়সখি! শ্রীকৃষ্ণে মান করিবার জন্যই যদি তুমি পুনঃপুনঃ আমাকে উপদেশ দিতেছ, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের একখানি মনোহর চিত্রপট নির্মাণ করিয়া আমাকে দাও—যাহা দেখিয়া আমি গৃহাভ্যন্তরে কর্ণকুহর রুদ্ধ করিয়া সাহঙ্কার চিত্তে একপ্রহরকাল সুখে যাপন করিব।

**ভাবার্থ**—এই শ্লোকটি 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে (স্থায়ী/৫২) প্রৌঢ় প্রেমের উদাহরণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। কৃষ্ণবিষয়ে কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের প্রেম তিন প্রকার—প্রৌঢ়, মধ্য এবং মন্দ। যাহাতে বিচ্ছেদের অসহিষ্ণুতা থাকে তাহাকে প্রৌঢ় প্রেম বলে। সখী ললিতা একসময় কৃতাপরাধ কৃষ্ণের প্রতি মান করিবার জন্য শ্রীরাধাকে উপদেশ দিয়াছিলেন—তখন শ্রীরাধা ললিতাকে উক্ত শ্লোকটি বলিয়াছিলেন। এই শ্লোকের ধ্বনি-সৌন্দর্য্য নিম্নরূপ।

যাম—দিবারাত্র্যোশ্চতুর্থভাগৈকভাগঃ যামঃ। বাসরস্যাষ্টভাগৈকভাগঃ প্রহরঃ। অর্থাৎ দিনরাত্রিকে চারভাগ করিয়া তাহার একভাগকে 'যাম' বলে—অর্থাৎ তিন ঘণ্টা। দিনের অষ্টভাগের একভাগকে 'প্রহর' বলে।

কৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধার এক চক্ষুনিমেষকাল এক যুগ বলিয়া মনে হইত। সে তিন ঘণ্টা কৃষ্ণকে না দেখিয়া কিরূপে থাকিবে?—তাই কৃষ্ণের চিত্রপটের প্রয়োজন। মান করিবার ইচ্ছা শ্রীরাধার আদৌ নাই। কেবল ললিতার তৃপ্তির জন্য করিতেছেন। রাধা মান করিবেন গৃহের অভ্যন্তরে—অর্থাৎ কৃষ্ণ যাহাতে না আসিতে পারে—আসিলে মান-শৃঙ্গ ধ্বসিয়া পড়িবে। তাহাতেও নিশ্চিন্ত হইবার জো নাই। যদি কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া ফেলেন। তাহা হইলে নয়ন-জল মানের বাঁধ ভাঙিয়া শরীর প্লাবিত করিবে। তাই কর্ণের ছিদ্রপথ রুদ্ধ করিবেন। এই সকল আয়োজন হইলে তিনি কোনক্রমে ললিতার অনুরোধে একপ্রহরকাল কাটাইতে পারেন। এসমস্তই শ্রীরাধার প্রৌঢ় প্রেমের লক্ষণ।

**সন্তি স্ফীতা ব্রজযুবতয়স্ত্বদ্বিনোদানুকূলা**
**রাগিণ্যগ্রে মম সহচরী ন ত্বয়া ঘট্টনীয়া।**
**দৃষ্টেঽভ্যর্ণে শঠকুলগুরুং ত্বাং কটাক্ষার্দ্ধচন্দ্রান্**
**ভ্রূকোদণ্ডে ঘটয়তি জবাৎ পশ্য সংরম্ভিণীয়ম্ ॥ ৫১ ॥**

**অন্বয়**—ত্বদ্বিনোদানুকূলাঃ (তোমার প্রেমক্রীড়ার অনুকূল) স্ফীতাঃ (স্থূল) ব্রজযুবতয়ঃ (বহু ব্রজযুবতী) সন্তি (আছেন)। রাগিণী (অনুরাগবতী ও

কোপনা ) মম ( আমার ) সহচরী ( সহচরীকে ) ত্বয়া ( তুমি ) অগ্রে ( অগ্রবর্ত্তিনী ) ন ঘট্টনীয়া ( ক্ষুব্ধা করিও না ) পশ্য ( দেখ ) ইয়ং ( এই ) সংরম্ভিণী ( কোপনা ) শঠকুলগুরুং ( শঠকুলের গুরু ) ত্বাম্ ( তোমাকে ) অভ্যর্ণে ( নিকটে ) দৃষ্ট্বা ( দেখিবামাত্রই ) ঝটাৎ ( সহসা ) ভ্রূকোদণ্ডে ( স্বীয় ভ্রূধনুতে ) কটাক্ষার্দ্ধচন্দ্রান্ ( কটাক্ষরূপ অর্দ্ধচন্দ্র বাণসমূহ ) ঘটয়তি ( যোজনা করিতেছেন )।

**বঙ্গানুবাদ**—তোমার প্রেমক্রীড়ার অনুকূল বহু স্থূলা ব্রজযুবতী আছেন ; কিন্তু অগ্রবর্ত্তিনী অনুরাগবতী ও কোপনা আমার সহচরীকে তুমি ক্ষুব্ধা করিও না। ঐ দেখ, শঠকুলের গুরু তোমাকে নিকটে দেখিবামাত্রই এই কোপনা সহসা স্বীয় ভ্রূধনুতে কটাক্ষরূপ অর্দ্ধচন্দ্রবাণ-সমূহ যোজনা করিতেছেন।

**ভাবার্থ**—এই শ্লোকটি 'উজ্জ্বল-নীলমণি' গ্রন্থে কৃষ্ণপ্রিয়ার অগ্রে শ্রীকৃষ্ণে সাক্ষাৎ ব্যঙ্গ্যের উদাহরণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। ( উজ্জ্বলনীলমণি—দূতী—৩৯ ) নায়ক-নায়িকার পরস্পর ভাববিনিময়ের সহায়া রমণীকে দূতী বলে। ইহা শ্রীকৃষ্ণে ব্যঙ্গ্য দূত্যের উদাহরণ। এস্থলে ব্যঙ্গ্য অর্থশক্ত্যুত্থ। দূতী বিশাখা অগ্রবর্ত্তিনী রাধাকে দেখাইয়া কৃষ্ণকে বলিতেছেন। এস্থলে "স্ফীতা" শব্দের অর্থ, স্থূলা এবং স্থূলবুদ্ধিসম্পন্না, সুতরাং বৈদগ্ধ্যহীনা, অ-রতিবামা। "রাগিণী" শব্দের অর্থ কোপনা এবং অনুরাগবতী। বিশাখার ব্যঙ্গ্য হইতেছে—"হে কৃষ্ণ ! ব্রজে বৈদগ্ধ্যহীনা, বাম্যাদিবর্জ্জিতা, অতএব অরসিকা বহু যুবতী আছেন ; তাহারাই তোমার উপভোগের অনুকূল।"—ইহা পরিহাস-বাক্য। ব্যঞ্জনা হইতেছে—"এই সমস্ত অরসিকা ব্রজযুবতী তোমার উপভোগের যোগ্যা নহেন। তোমার উপভোগের যোগ্যা হইতেছে ঐ অগ্রবর্ত্তিনী শ্রীরাধা ; কারণ তিনি তোমাতে অনুরাগবতী এবং রতিপণ্ডিতা। ঐ দেখনা, তোমার দর্শনমাত্রেই তাঁহার কটাক্ষ-শরজাল বিস্তার করিয়া তোমার প্রতি তাঁহার অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন। কটাক্ষের গতি নয়নের এক কোণ হইতে আর এক কোণে। তাই অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বাণের সহিত তুলনা হইয়াছে।

**মা ভূয়স্ত্বং বদ রবিসুতাতীরধূর্ত্তস্য বার্ত্তাং**
**গন্তব্যা মে ন খলু তরলে ! দূতি ! সীমাপি তস্য।**
**বিখ্যাতাহং জগতি কঠিনা যৎ পিধত্তে মদঙ্গং**
**রোমাঞ্চোঽয়ং সপদি পবনো হৈমনস্তত্র হেতুঃ ॥ ৫২ ॥**

**অন্বয়**—তরলে দূতি (হে চপলে দূতি!) ত্বং (তুমি) রবিসুতাতীরধূর্ত্তস্য (যমুনাতীরের ধূর্ত্তের) বার্ত্তাং (কথা) ভূয়ঃ (পুনরায়) মা বদ (বলিও না)। তস্য (তাহার) সীমাপি (নিকটে) মে (আমি) ন যাস্যে (কখনও যাইব না)। অহং (আমি) জগতি (জগতে) কঠিনা (নিষ্ঠুর বলিয়া) বিখ্যাতা (খ্যাতি আছে)। যৎ (তবে) অয়ং (এই) রোমাঞ্চঃ (রোমাঞ্চ) মম (আমার) অঙ্গং (অঙ্গ) সপদি (হঠাৎ) পিধত্তে (আচ্ছাদন করিয়াছে), হৈমনঃ (হেমন্তকালের) পবনঃ (বায়ু) তত্র (তাহার) হেতুঃ (কারণ)।

**বঙ্গানুবাদ**—হে চপলে দূতি! যমুনাতীরের সেই ধূর্ত্তের কথা তুমি পুনরায় (আমার নিকট) বলিও না। আমি তাহার নিকট আর কখনও যাইব না। নিষ্ঠুর বলিয়া জগতে আমার খ্যাতি আছে। তবে এই যে রোমাঞ্চ আমার অঙ্গ হঠাৎ আচ্ছাদন করিয়াছে—হেমন্তকালের বায়ুই তাহার কারণ।

**ভাবার্থ**—এই শ্লোকটি উজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থে, (ব্যভিচারি-ভাব-৫২) কৌটিল্য ও লজ্জাজনিত 'অবহিত্থার' উদাহরণ রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। কোন ভাবের পারবশ্য হেতু আকারের গুপ্তিকে 'অবহিত্থা' বলে। (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ২।৪।৫৯)। অবহিত্থার তিনটি ভাব থাকে—হেতু, গোপ্য ও গোপন। শ্রীকৃষ্ণ কলহান্তরিতা শ্রীরাধার নিকটে এক দূতীকে পাঠাইয়াছেন। দূতী যাইয়া শ্রীরাধার নিকট কৃষ্ণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। শ্রীরাধা যদিও শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য অত্যন্ত উৎসুকা হইয়াছিলেন—তথাপি তাঁহার মনের ভাব গোপন করিয়া সেই দূতীকে উক্ত শ্লোকটি বলিয়াছেন। এস্থলে কৃষ্ণ-মিলনবাসনা এবং রোমাঞ্চ-সূচিত হর্ষ হইতেছে গোপ্য ভাব। কৌটিল্য ও লজ্জা হইতেছে হেতু। রোমাঞ্চজনক শীতল পবন হইতেছে গোপন ভাব—অর্থাৎ যাহা দ্বারা চিত্তস্থিত ভাবটিকে লুক্কায়িত করার চেষ্টা হয়। (গোপয়ন্তি অনেন ইতি গোপনঃ- শ্রীজীব গোস্বামী)। এই তিনটির মধ্যে গোপ্য ও হেতুভাব হইতেছে সত্য, প্রকৃত। গোপন-ভাব হইতেছে কৃত্রিম, কপটতাময়।

**কামং দূরে বসতু পটিমা চাটুবৃন্দে তবায়ং**
**রাজ্যং স্বামিন্! বিরচয় মম প্রাঙ্গণং মা প্রযাসীঃ।**
**হন্ত ক্লান্তা মম সহচরী রাত্রিমেকাকিনীয়ং**
**নীতা কুঞ্জে নিখিল-পশুপীনাগরোজ্জাগরেণ॥ ৫৩॥**

**অন্বয়**—চাটুবৃন্দে ( হে চাটুবৃন্দে ! ) তব ( তোমার ) অয়ং ( এই ) পটিমা ( বাক্-চাতুরী ) কামং ( সম্যক্‌রূপে ) দূরে ( দূরে ) বসতু ( থাকুক )। স্বামিন্ ( হে নাথ ! ) মম ( আমার ) প্রাঙ্গণং ( প্রাঙ্গণভূমিকে ) রাজ্যং বিরচয় ( রাজ্যে পরিণত কর ) মা প্রয়াসীঃ ( চলিয়া যাইও না )। হন্ত ( হায় ) ইয়ং ( এই ) মম ( আমার ) সহচরী ( সখী ) কুঞ্জে ( কুঞ্জে ) একাকিনী ( একাকিনী ) নিখিল-পশুপীনাগরোজ্জাগরেণ ( সর্ব্বগোপীলম্পটের নিমিত্ত জাগরণে ) রাত্রিং ( রাত্রি ) নীতা ( কাটাইয়াছে )।

**বঙ্গানুবাদ**—( কৃষ্ণ বলিলেন ) হে চাটুবৃন্দে ! তোমার এই বাক্‌চাতুরী সম্যক্‌রূপে দূরে থাকুক। ( তখন চাটুবৃন্দা বলিল ) হে নাথ ! আমার প্রাঙ্গণ-ভূমিকে তোমার রাজ্যে পরিণত কর, চলিয়া যাইও না। হায় ! আমার এই সখী ( রাধা গতকাল ) কুঞ্জে একাকিনী সর্ব্বগোপীলম্পটের নিমিত্ত জাগরণে রাত্রি কাটাইয়াছে।

**ভাবার্থ**—বীরা ও বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী। ইহাদের মধ্যে বীরা প্রগল্‌ভবচনা এবং বৃন্দা চাটুবাক্যে নিপুণা ; ( উজ্জ্বলনীলমণি—সহায়—১২ )। তাই ব্রজে তাহার নাম চাটুবৃন্দা। একবার শ্রীকৃষ্ণ চাটুবৃন্দার গৃহে আসিয়া শ্রীরাধা কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃন্দা চাটুবাক্য প্রয়োগ করিতে থাকিলে কৃষ্ণ বলিলেন—"তোমার ঐ বাক্-চাতুরী আমার অসহ্য ; আমি চলিলাম।" তখন বৃন্দা তাহার স্বভাবোচিত সোল্লুণ্ঠ রহস্যভঙ্গীতে বলিল—"হে নাথ ! রাগ করিতেছ কেন ? আমার এই গৃহ-চত্বরে তুমি কিছুক্ষণ অবস্থান কর। রাধা এখন নিদ্রিতা। গতকাল কুঞ্জে রাধা সর্ব্বগোপীজনলম্পট কৃষ্ণের জন্য রাত্রি কাটাইয়াছে ; কখন কৃষ্ণ আসিবেন এই আশায়। কিন্তু কৃষ্ণ আসে নাই। সে অন্য কোন গোপীর গৃহে নিদ্রিত হইয়াছিল। এদিকে সারা রাত্রি জাগরণের জন্য প্রাতঃকালে রাধাও নিদ্রিতা। একটু অপেক্ষা কর, নিদ্রাভঙ্গ হইলেই তোমার সহিত সাক্ষাৎ করাইব।"

যে দূতী প্রাণান্তেও বিশ্বাস ভঙ্গ করে না এবং যে স্নেহশীলা ও বাক্য-প্রয়োগে নিপুণা—তাহাকে আপ্তদূতী বলে। ( উজ্জ্বলনীলমণি—দূতী—২৮ ) এই আপ্তদূতী আবার তিন প্রকার—অমিতার্থা, নিসৃষ্টার্থা এবং পত্রহারী।

—এস্থলে চাটুবৃন্দা অমিতার্থা সখী দূতী।

**মেদিন্যাং তে লুঠতি দয়িতা মালতী ম্লানপুষ্পা**
**তিষ্ঠন্ দ্বারে রমণি ! বিমনাঃ খিদ্যতে পদ্মনাভঃ।**
**ত্বং চোন্নিদ্রা ক্ষপয়সি নিশাং রোদয়ন্তী বয়স্যা**
**মানে কস্তে নবমধুরিমা তত্ত্ব নালোকয়ামি ॥ ৫৪ ॥**

**অন্বয়**—রমণি ( হে রমণি ! ) ম্লানপুষ্পা ( ম্লানকুসুম হইয়া ) দয়িতা ( প্রিয়া ) তে ( তোমার ) মালতী ( মালতীলতা ) মেদিন্যাং ( ভূমিতে ) লুঠতি ( লুটাইতেছে )। বিমনাঃ ( বিমনস্ক ) পদ্মনাভঃ ( কৃষ্ণ ) দ্বারে ( দ্বারে ) তিষ্ঠন্ ( দাঁড়াইয়া ) খিদ্যতে ( কষ্ট পাইতেছে ) ত্বং চ ( আর তুমিও ) উন্নিদ্রা ( বিনিদ্র হইয়া ) বয়স্যাঃ ( সখীদিগকে ) রোদয়ন্তী ( কাঁদাইয়া ) নিশাং ( নিশা ) ক্ষপয়সি ( যাপন করিতেছ ) ; তে ( তোমার ) মানে ( এইরূপ মানে ) কঃ ( কি ) নবমধুরিমা ( নবীন মাধুর্য্য আছে ) তৎ তু ( তাহা ) ন আলোকয়ামি ( বুঝিতে পারিতেছি না )।

**বঙ্গানুবাদ**—হে রমণি ! তোমার প্রিয়া মালতীলতা ম্লানকুসুম হইয়া ভূলুণ্ঠিত। পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণ বিমনস্ক হইয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া কষ্ট পাইতেছেন। আর তুমিও বিনিদ্র হইয়া এবং সখীদিগকে কাঁদাইয়া নিশা যাপন করিতেছ। তোমার এইরূপ মানে যে কী নবীন মাধুর্য্য আছে, তাহা তো বুঝিতে পারিতেছি না।

**ভাবার্থ**—এই শ্লোকটি উজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থে ( নায়িকাভেদ—২৯ ) প্রগল্‌ভা নায়িকা ( মানে অত্যন্ত কর্কশা ) র উদাহরণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। যে নায়িকা পূর্ণযৌবনবতী, মদান্ধা, সুরতোৎসুকা, প্রচুর পরিমাণে ভাবোদ্‌গমে অভিজ্ঞা, প্রেমরসে প্রিয়তমকে আক্রমণ করিতে সমর্থা, যাহার বাক্য ও চেষ্টা অতিশয় প্রৌঢ় এবং যিনি মানবিষয়ে অত্যন্ত কর্কশা—তাহাকে প্রগল্‌ভা নায়িকা বলে। ( উজ্জ্বলনীলমণি-নায়িকাভেদ—২৪ )। উক্ত শ্লোকটি মানে অত্যন্ত কর্কশার উদাহরণ। গোপী শ্যামলা মানবতী হইলে শ্রীকৃষ্ণ বহু চেষ্টাতেও তাঁহার মান ভঞ্জন করিতে পারিলেন না। তখন শ্যামলার সখী বকুলমালা শ্যামলাকে বলিলেন—"তোমার প্রিয় মালতী লতা অনাদরে ভূলুণ্ঠিতা ও ম্লানকুসুমা। কৃষ্ণও দ্বারে দাঁড়াইয়া খেদোক্তি করিতেছেন। তুমিও নিদ্রাহীন নয়নে তোমার সখীদিগকে কাঁদাইয়া রাত্রি কাটাইলে।

তোমার এই মানের নবমধুরিমা কিছু দেখি না।" মালতী—অর্থাৎ মালতী-লতা (জাতি, যুথিকা)। ইহার পুষ্প শ্বেতবর্ণ। মূলে জলসিঞ্চনের অভাব হেতু ম্লান-পুষ্পা। পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত এবং একত্র অবস্থিত দম্পতির বা নায়ক-নায়িকার বাঞ্ছিত আলিঙ্গন ও চুম্বনাদি কার্য্যে যে মনোভাব বাধা দেয়, তাহাকে মান বলে।

**মদ্বক্ত্রাম্ভোরুহ-পরিমলোন্মত্ত! সেবানুবন্ধে**
**পত্যুঃ কৃষ্ণ-ভ্রমর! কুরুষে কিন্তরামন্তরায়ম্।**
**তৃষ্ণাভিস্ত্বং যদি কলরুত! ব্যগ্রচিত্তস্তদাগ্রে**
**পুষ্পৈঃ পাণ্ডুচ্ছবিমবিরলৈর্যাহি পুন্নাগকুঞ্জম্॥ ৫৫॥**

**অন্বয়**—মদ্বক্ত্রাম্ভোরুহ-পরিমলোন্মত্ত (হে আমার মুখপদ্মসৌরভে উন্মত্ত!) কৃষ্ণ-ভ্রমর (কালো ভোম্‌রা! এবং কৃষ্ণরূপ ভ্রমর!) পত্যুঃ (স্বামীর) সেবানুবন্ধে (পরিচর্য্যানুষ্ঠানে) কিন্তরাং (কেন) অন্তরায়ং (বিঘ্ন) কুরুষে (সৃষ্টি করিতেছ?); কলরুত (হে মধুর ধ্বনিযুক্ত!) যদি (যদি) তৃষ্ণাভিঃ (আমাকে লাভ করিবার স্পৃহায়) ব্যগ্রচিত্তঃ (চিত্ত আসক্ত হইয়া থাকে) তদা (তাহা হইলে) অগ্রে (অগ্রবর্ত্তী) অবিরলৈঃ (ঘন) পুষ্পৈঃ (পুষ্পরাশি দ্বারা) পাণ্ডুচ্ছবিং (শুভ্রকান্তি) পুন্নাগকুঞ্জং (নাগকেশর কুঞ্জে) যাহি (যাও)।

**বঙ্গানুবাদ**—হে আমার মুখপদ্মসৌরভে উন্মত্ত! কৃষ্ণভ্রমর! আমার স্বামীর পরিচর্য্যানুষ্ঠানে কেন বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছ? হে মধুর (বংশী) ধ্বনিযুক্ত! (আমাকে লাভ করিবার) স্পৃহায় যদি তোমার চিত্ত এতই আসক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঘন পুষ্পরাশি দ্বারা শুভ্রকান্তি অগ্রবর্ত্তী নাগকেশর-কুঞ্জে যাও।

**ভাবার্থ**—এই শ্লোকটি দিব্যোন্মাদস্পর্শগ্রস্তা কোন গোপীর অথবা শ্রীরাধার উক্তি। কারণ বৈষ্ণবশাস্ত্র-সিদ্ধান্তে দিব্যোন্মাদ একমাত্র শ্রীরাধারই হইতে পারে। উদ্‌ঘূর্ণা, চিত্রজল্প, প্রজল্প প্রভৃতি দিব্যোন্মাদের একাধিক অবস্থা আছে।

(১) **শ্লোকটির বাচ্যার্থ**—হে কালো ভ্রমর! তুমি আমার মুখ-সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া স্বামী-সেবারত আমার কার্য্যে কেন বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছ? তুমি যদি এতই মৎ-সৌরভ-লোলুপ হইয়া থাক, তবে সম্মুখস্থ ঐ নাগকেশর-কুঞ্জে যাও। তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। বৃথা আমার সম্মুখে গুনগুন করিও না। পুন্নাগ বা নাগকেশর এক জাতীয় বৃক্ষ। ইহা গুর্জ্জরদেশে (গুজরাট) প্রচুর

পরিমাণে উৎপন্ন হয়। পুন্নাগের গন্ধ ভ্রমরগণের অতিপ্রিয়। কালিদাস রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে ( শ্লোক-৫৭ ) ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

(২) **শ্লোকের ব্যঙ্গ্যার্থ**—ভ্রমরের স্বভাবে লাম্পট্য আছে। সে বহুপুষ্প হইতে মধু আস্বাদন করে। কৃষ্ণও গোপীজনলম্পট। তাই রাধা কৃষ্ণরূপ ভ্রমরকে বলিতেছেন—"তুমি আমার মুখপদ্মসৌরভ আস্বাদনের নিমিত্ত বড়ই লোলুপ হইয়াছ এবং মধুর বংশীধ্বনি করিয়া আমাকে আহ্বান করিতেছ। কিন্তু দেখিতে পাইতেছ না, আমি এখন আমার স্বামী আয়ানের সেবায় নিযুক্ত। তবে আমাকে পাইবার স্পৃহা যদি এতই বলবতী হয়, তবে যাও ঐ নাগকেশর-কুঞ্জে লুকাইয়া থাক। আমার কার্য্য শেষ করিয়া তোমার নিকট যাইতেছি।" —শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন—"স্বতঃ প্রেমজবার্ত্তায়া গোবিন্দে লীনচেতসঃ। রাধায়াঃ কেন বাগর্থো বেদ্যঃ স্যাৎ তৎকৃপাং বিনা ॥"—অর্থাৎ মহাভাবময়ী শ্রীরাধারাণীর কৃপা-কটাক্ষ ব্যতীত শ্রীগোবিন্দে লীনচিত্তা শ্রীরাধার স্বভাবজ প্রেমময় বাক্যের অর্থ কে অনুভব করিতে পারে ? ॥

**অত্রায়ান্তং চলমপি হরিং লোকয়ন্তী বলিষ্ঠাং**
**ত্বামালম্ব্য প্রিয়সখি ! ঘনে নাস্মি কুঞ্জে নিলীনা।**
**অস্মান্মুগ্ধে ! হৃদয়-নিহিতাদন্য পীতাম্বরান্তে**
**শক্তো নান্যঃ কুচপরিচয়ে মৎপুরো মা ব্যথিষ্ঠাঃ ॥ ৫৬ ॥**

**অন্বয়**—প্রিয়সখি ( হে প্রিয়সখি ! ) অত্র ( আমার নিকট ) আয়ান্তং ( আসিতেছে ) চলমপি ( চঞ্চল হইয়া ) হরিং ( কৃষ্ণ ) লোকয়ন্তী ( দেখিয়া ) অস্মি ( আমি ) বলিষ্ঠাং ( বলবতী ) ত্বাং ( তোমাকে ) আলম্ব্য ( আশ্রয় করিয়া ) ঘনে ( নিবিড় ) কুঞ্জে ( কুঞ্জে ) ন নিলীনা ( লুক্কায়িতা হই নাই )। মুগ্ধে ( হে সরলে ! ) অদ্য ( আজ ) হৃদয়নিহিতাৎ ( হৃদয়স্থিত ) অস্মাৎ ( এই ) পীতাম্বরাৎ ( কৃষ্ণ ব্যতীত ) অন্যঃ ( অপর কেহ ) তে ( তোমার ) কুচপরিচয়ে ( স্তনাসঙ্গে অর্থাৎ আলিঙ্গনে ) ন শক্তঃ ( সমর্থ নহে ) ; মৎপুরঃ ( আমার সম্মুখে ) মা ব্যথিষ্ঠাঃ ( ক্লেশ করিও না )।

**বঙ্গানুবাদ**—( কোন গোপী দূতীকে বলিতেছে ) হে প্রিয়সখি ! কৃষ্ণ অতিচঞ্চল হইয়া আমার নিকট আসিতেছেন—ইহা দেখিয়া আমি বলবতী তোমাকে আশ্রয় করিয়া আর নিবিড় কুঞ্জে লুক্কায়িতা হই নাই। ( তখন

কৃষ্ণদূতী বলিতেছে)—হে সরলে! আজ তোমার হৃদয়স্থিত এই কৃষ্ণ ব্যতীত অপর কেহ তোমার স্তনাসঙ্গে সমর্থ নহে। অতএব আমার সম্মুখে ক্লেশ করিও না।

**ভাবার্থ**—কৃষ্ণকে সত্বর আসিতে দেখিয়া কোন গোপী কুঞ্জে পলায়ন না করিয়া কৃষ্ণদর্শনার্থে দূতী সখীকেই অবলম্বন করিল। তখন দূতী বলিতেছে—"হে মুগ্ধে! ক্লেশ করিও না। কৃষ্ণ তোমার হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত। অতএব তোমার হৃদয়ের (বক্ষের, স্তনের) পরিচয় তিনিই ভালভাবে জানেন। অপর কেহ নহে।" এস্থলে "কুচ-পরিচয়"—পদটি শ্লিষ্ট (অর্থশ্লেষ)। তিনি তোমার হৃদয়-সংবাদ জানেন, তিনি তোমাকে অলিঙ্গন করিবেন।

**মাং পুষ্পাণামবচয়মিষাদ্ দূরমাসীয় কুঞ্জং**
**স্মিত্বা ধূর্ত্তঃ কিমিতি রভসাদুচ্চকৈর্গায়সি ত্বম্।**
**শঙ্কামন্তর্ন রচয় মুধা তন্বি! গীতং তনোমি**
**স্ফীতং বৃন্দাবনভুবি মুহুঃ কৃষ্ণসারোৎসবায় ॥ ৫৭ ॥**

**অন্বয়**—ধূর্ত্তঃ (ধূর্ত্ত) ত্বং (তুমি) পুষ্পাণাম্ (পুষ্পসমূহের) অবচয়মিষাৎ (চয়নের ছলে) মাং (আমাকে) দূরং (সুদূর) কুঞ্জং (কুঞ্জে) আনীয় (আনিয়া) স্মিত্বা (স্মিতহাস্যপূর্বক) রভসাৎ (হর্ষভরে) কিমিতি (কেন) উচ্চকৈঃ (তারস্বরে) গায়সি (গান করিতেছ?) তন্বি (হে কৃশাঙ্গি!) মুধা (বৃথা) অন্তঃ (মনে) শঙ্কাং (ভয়) ন রচয় (করিও না); বৃন্দাবনভুবি (বৃন্দাবনে) কৃষ্ণসারোৎসবায় (কৃষ্ণসার হরিণগণের উল্লাসের নিমিত্ত) মুহুঃ (বারংবার) স্ফীতং (উচ্চৈঃস্বরে) গীতং (গান) তনোমি (করিতেছি)।

**বঙ্গানুবাদ**—(কোন গোপী কৃষ্ণকে বলিল) আমাকে পুষ্পচয়নের ছলে সুদূর কুঞ্জে আনিয়া ধূর্ত্ত তুমি এখন কেন স্মিতহাস্যপূর্বক তারস্বরে গান করিতেছ? (কৃষ্ণ বলিলেন)—হে কৃশাঙ্গি! মনে বৃথা ভয় করিও না; আমি এই বৃন্দাবনে কৃষ্ণসার হরিণগণের উল্লাসের নিমিত্তই বারংবার উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছি।

**ভাবার্থ**—কৃষ্ণসার একজাতীয় হরিণ। হরিণ গীতপ্রিয় পশু। নির্জন কুঞ্জে গোপীকে আনিয়া তারস্বরে গান করার উদ্দেশ্য—তাহাকে আরও লজ্জালু এবং অসহায় করা। যাহাতে সেই গোপী লোকলজ্জা, ভয় প্রভৃতি বিসর্জন দিয়া কৃষ্ণে অনন্যভাবে শরণ লইতে পারে। "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥" (গীতা—১৮।৬৬)

**বারং বারং ব্রজসি সলিলচ্ছদ্মনা পদ্মবন্ধোঃ**
**পুত্রীং জ্ঞাতস্তব সখি ! রসঃ পুণ্ডরীকেক্ষণেঽসৌ।**
**চেতঃকাম্যা ভবতি বিশদা সারসালী ন বা মে**
**তে ন স্মেরং মুহুরভিলষাম্যচ্যুতং রক্তপদ্মম্॥ ৫৮॥**

**অন্বয়**—সখি ( হে সখি ! ) সলিলচ্ছদ্মনা ( জল আনিবার ছলে ) বারংবারং ( বারংবার ) পদ্মবন্ধোঃ পুত্রীং ( সূর্য্য-কন্যা অর্থাৎ যমুনায় ) ব্রজসি ( যাইতেছ ) তব ( তোমার ) পুণ্ডরীকেক্ষণে ( শ্বেতপদ্ম দেখিতে ) অসৌ ( এই ) রসঃ ( স্পৃহা ) জ্ঞাতঃ ( সকলেই জানে ) ; বিশদা ( শুভ্রবর্ণ ) সারসালী ( পদ্মরাজি ) মে ( আমার ) ন বা ( নয় ) তে ( তোমার ) চেতঃকাম্যা ( অভিপ্রেত ) ভবতি ( হয় ) ; স্মেরং ( বিকসিত ) অচ্যুতং ( বৃন্ত হইতে অস্খলিত ) রক্তপদ্মম্ ( রক্তবর্ণ পদ্ম ) মুহুঃ ( বারবার ) অভিলষামি ( ইচ্ছা করি )।

**বঙ্গানুবাদ**—( গোপীর উক্তি )—হে সখি ! জল আনিবার ছলে তুমি বারংবার যমুনায় যাইতেছ। ( যমুনাজাত ) শ্বেতপদ্ম দেখিবার তোমার এই স্পৃহা সকলেই জানে। ( গোপীর প্রত্যুক্তি )—শুভ্রবর্ণ পদ্মরাজি তোমার বা আমার কাহারও অভিপ্রেত নহে ; কেবলমাত্র বিকসিত এবং বৃন্ত হইতে অস্খলিত রক্তপদ্মই বারবার ইচ্ছা করি।

**ভাবার্থ**—এই শ্লোকে শ্লেষ অলঙ্কার। গোপীদ্বয়ের উক্তি-প্রত্যুক্তি। শ্বেতপদ্মকে পুণ্ডরীক বলে। পুণ্ডরীকেক্ষণে অর্থাৎ (১) শ্বেতপদ্ম দেখিবার। (২) শ্বেতপদ্মের ন্যায় যাহার চক্ষু—অর্থাৎ কৃষ্ণকে দেখিবার। স্মেরং—(১) বিকসিত—পদ্মপক্ষে (২) স্মিতহাস্যবিশিষ্ট—কৃষ্ণপক্ষে। অচ্যুতং (১) পদ্মপক্ষে—বৃন্ত হইতে অস্খলিত (২) কৃষ্ণ। রক্তপদ্মম্ (১) পদ্মপক্ষে —রক্তবর্ণ পদ্ম (২) কৃষ্ণপক্ষে, পদ্মা অর্থাৎ লক্ষ্মী যাহাতে অনুরক্ত—কৃষ্ণ। নদীতে পদ্ম জন্মায় না ( পুষ্করিণীতে হয় ) ; কিন্তু ইহা কবি-প্রসিদ্ধির অনুমোদন লাভ করিয়াছে ( সাহিত্য-দর্পণ ৭।১৮ )।

**পশ্যাম্যন্তর্বিহিতবসতিং শ্যামরালাঙ্গনানা—**
**মত্র ক্ষীবে ! স্পৃহয়সি কথং কৃষ্ণকণ্ঠগ্রহায় ?**
**সাধু ব্রূষে সখি ! মদকলো মাং শিখণ্ডোজ্জ্বলোঽয়ং**
**কুঞ্জে দৃষ্ট্বা ভুজগদমনোদ্দামদর্পোঽভ্যুপৈতি॥ ৫৯॥**

**অন্বয়**—ক্ষীবে ( হে উন্মত্তে ! ) ত্বাম্ ( তোমাকে ) অরালাঙ্গনানাং ( কুটিল রমণীগণের ) অন্তঃ ( মধ্যে ) বিহিতবসতিং ( অবস্থিত ) পশ্যামি ( দেখিতেছি ) ; অত্র ( এখানে ) কথং ( কেন ) কৃষ্ণকণ্ঠগ্রহায় ( কৃষ্ণ-কণ্ঠগ্রহণে ) স্পৃহয়সি ( অভিলাষিণী হইয়াছ ) ; সখি ( হে সখি ! ) সাধু ( ঠিক ) ব্রূষে ( বলিয়াছ ) অয়ং ( এই ) শিখণ্ডোজ্জ্বলঃ ( ময়ূরপিচ্ছশোভী ) মদকলঃ ( মদোদ্ধত ) ভুজগদমনোদ্দামদর্পঃ ( কালিয়দমনে সুগর্বিত ) কুঞ্জে ( কুঞ্জে ) মাং ( আমাকে ) দৃষ্ট্বা ( দেখিয়া ) অভ্যুপৈতি ( আসিতেছেন ) ।

**বঙ্গানুবাদ**—( গোপীর উক্তি ) হে উন্মত্তে ! তোমাকে কুটিল রমণীগণ-মধ্যে অবস্থিতা দেখিতেছি। এখানে ( আলিঙ্গনের জন্য ) কৃষ্ণ-কণ্ঠগ্রহণে অভিলাষিণী হইয়াছ কেন ? ( গোপীর প্রত্যুক্তি )—হে সখি ! তুমি ঠিক বলিয়াছ। মদোদ্ধত, ময়ূরপিচ্ছশোভী এবং কালিয়দমনে সুগর্বিত ঐ কৃষ্ণ আমাকে কুঞ্জে দেখিয়া ( আমাকে গ্রহণার্থ ) আসিতেছেন।

**ভাবার্থ**—ময়ূর এবং সর্প লইয়া এই শ্লোকটির ধ্বনি। সর্প কুটিলগতি। কুটিল-নারী মধ্যে অবস্থিত বলিয়া গোপীকে সর্প-প্রকৃতি-সম্পন্না বলা হইয়াছে। ময়ূর সর্পের শত্রু। কৃষ্ণ কালিয়নাগ দমন করিয়া এবং ময়ূরপিচ্ছধারী হইয়া ময়ূরতুল্য হইয়াছেন। সর্পকে কুঞ্জ-মধ্যে দেখিয়া ময়ূর যেরূপ তদ্‌গ্রহণার্থ অগ্রসর হয় কৃষ্ণ তদ্রূপ গোপীর নিকট আসিতেছেন। গোপীও মনে প্রাণে তাহাই চায়। সেও কৃষ্ণ-ময়ূরের কণ্ঠ গ্রহণ করিয়া সর্পবৎ দংশন করিবে।

**বালে ! চন্দ্রাবলি ! ন হি বহির্ভূয়ভূয়ঃ প্রদোষে**
**গেহাৎ তৃষ্ণাবতি ! কুরু পুরঃ কৃষ্ণবর্ত্মাবলোকম্।**
**সর্বস্যান্তর্জড়িমদমনে পাবকে নাদ্য লব্ধে**
**মুগ্ধে ! সিদ্ধিং মম রসবতী-প্রক্রিয়া ন প্রয়াতি ॥ ৬০ ॥**

**অন্বয়**—বালে, তৃষ্ণাবতি, চন্দ্রাবলি ( হে মুগ্ধে, স্পৃহাবতি, চন্দ্রাবলি ! ) ভূয়ঃ ( পুনরায় ) গেহাৎ ( গৃহ হইতে ) বহির্ভূয় ( বাহির হইয়া ) প্রদোষে ( সন্ধ্যায় ) পুরঃ ( সম্মুখে ) কৃষ্ণবর্ত্মাবলোকম্ ( অগ্নিদর্শন এবং কৃষ্ণের আগমন-পথাবলোকন ) ন কুরু ( করিও না ) । মুগ্ধে ( হে মুগ্ধে ! ) সর্বস্য ( সকলের ) অন্তর্জড়িমদমনে ( আন্তর শৈত্য-নাশক এবং অজ্ঞানভেদী ) পাবকে ( অগ্নিকে, কৃষ্ণকে ) অদ্য ( আজ ) লব্ধে ( পাইলে ) মম ( আমার ) রসবতী প্রক্রিয়া

(প্রণয়-ব্যাপার) সিদ্ধিং ন প্রয়াতি ন (সিদ্ধি লাভ করিবে না তাহা নহে—অর্থাৎ নিশ্চিত সিদ্ধিলাভ করিবে)।

**বঙ্গানুবাদ**—হে মুগ্ধে স্পৃহাবতি চন্দ্রাবলি! পুনরায় গৃহ হইতে বাহির হইয়া সন্ধ্যায় সম্মুখে অগ্নিদর্শন (কৃষ্ণের আগমনপথাবলোকন) করিও না। (চন্দ্রাবলীর প্রত্যুক্তি)—হে মুগ্ধে! আজ সকলের আন্তর শৈত্য-নাশক (অজ্ঞানভেদী) অগ্নিকে (কৃষ্ণকে) পাইলে, আমার প্রণয়-ব্যাপার যে সিদ্ধি লাভ করিবে না তাহা নহে। (অর্থাৎ, আজ হয় কৃষ্ণ-লাভ না হয় অগ্নি-প্রবেশ করিব)।

**হস্তেনাদ্য প্রিয়সখি! লসৎ-পুষ্করাভেণ দূরাৎ**
**কৃষ্ণেনাহং মদকলদৃশা কম্পিতাঙ্গী বিকৃষ্টা।**
**নীচৈর্জল্প ভ্রমতি পুরতো ভ্রান্তচিত্তে! গুরুস্তে**
**হুঙ্কালিন্দীপুলিনবিপিনে দীপ্তদন্তীশ্বরেণ ॥ ৬১ ॥**

**অন্বয়**—প্রিয়সখি! (হে প্রিয়সখি!) অদ্য (আজ) মদকলদৃশা (মদোজ্জ্বলনয়ন) কৃষ্ণেন (কৃষ্ণ) লসৎপুষ্করাভেণ (প্রস্ফুটিত পদ্মসদৃশ) হস্তেন (হস্তদ্বারা) অহং (আমি) দূরাৎ (দূরে) বিকৃষ্টা (আকৃষ্টা হইয়াছিলাম)। ভ্রান্তচিত্তে (হে মূঢ়চিত্তে!) নীচৈঃ (নিম্নস্বরে) জল্প (কথা বল) তে (তোমার) গুরুঃ (গুরুজন) পুরতঃ (সম্মুখে) ভ্রমতি (বিচরণ করিতেছেন); হুং (হাঁ) কালিন্দীপুলিনবিপিনে (যমুনা-তীরের অরণ্যে) দীপ্তদন্তীশ্বরেণ (উদ্ধত গজরাজ কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়াছিলাম)।

**বঙ্গানুবাদ**—(গোপীর উক্তি)—হে প্রিয়সখি! আজ মদোজ্জ্বলনয়ন কৃষ্ণ তাঁহার প্রস্ফুটিতপদ্মসদৃশ হস্তদ্বারা আমাকে দূরে আকর্ষণ করিয়াছিলেন; তাই আমার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছে। (সখীর প্রত্যুক্তি) হে মূঢ়চিত্তে! নিম্নস্বরে কথা বল; তোমার গুরুজন সম্মুখে বিচরণ করিতেছেন। (গোপীর পুনরুক্তি)—হাঁ যমুনাতীরের অরণ্যে এক উদ্ধত (কৃষ্ণবর্ণ মদমত্তচক্ষু) গজরাজ শুণ্ডদ্বারা আমাকে আকর্ষণ করিয়াছিল।

**টিপ্পনী**—এই শ্লোকে "অপহ্নুতি" অলঙ্কার। কোন গোপনীয় বিষয় কোনও প্রকারে প্রকাশ করিয়া যদি বক্তা শ্লেষ কিংবা কৈতবাদি অবলম্বন করিয়া বাক্যকে অন্য অর্থে সংযোজিত করে, তাহা হইলে "অপহ্নুতি"-অলঙ্কার হয়। (সাহিত্য দর্পণ ১০।৫৫) এস্থলে গোপী কৃষ্ণ তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছেন, এই গোপনীয়

বিষয় ব্যক্ত করিয়া সখীর দ্বারা তিরস্কৃত হইয়া শ্লেষ অলঙ্কারের সাহায্যে তাহার কথিত বাক্যের অনুরূপ অর্থ করিল।

**বৃন্দারণ্যে মম বিদধিরে নির্ভরোৎকণ্ঠিতানি**
**ক্রীড়োল্লাসৈঃ সপদি হরিণা হা ময়া কিং বিধেয়ম্।**
**জ্ঞাতং ধূর্ত্তে! স্পৃহয়সি মুহুর্নন্দপুত্রায় তস্মৈ**
**মা শঙ্কিষ্ঠাঃ সখি! মম রসো দিব্য-সারঙ্গতোঽভূৎ ॥৬২॥**

**অন্বয়**—বৃন্দারণ্যে (বৃন্দাবনে) হরিণাঃ (হরিণগণ, পক্ষান্তরে কৃষ্ণ কর্তৃক) সপদি (সহসা) ক্রীড়োল্লাসৈঃ (ক্রীড়ানন্দ দ্বারা) মম (আমার) নির্ভরোৎকণ্ঠিতানি (গাঢ় ঔৎসুক্য) বিদধিরে (জন্মাইয়াছিল); হা (হায়!) ময়া (আমি) কিং (কী) বিধেয়ম্ (করিব); ধূর্ত্তে (হে ধূর্ত্তে!) জ্ঞাতং (জানি) তস্মৈ (সেই) নন্দপুত্রায় (নন্দপুত্র কৃষ্ণের নিমিত্ত) মুহুঃ (বারংবার) স্পৃহয়সি (উৎকণ্ঠিত হইতেছ); সখি (হে সখি!) মা শঙ্কিষ্ঠাঃ (ভয় করিও না) মম (আমার) দিব্যসারঙ্গতঃ (কৃষ্ণসার হরিণের প্রতি) রসঃ (অনুরাগ) অভূৎ (হইয়াছিল)।

**বঙ্গানুবাদ**—(গোপীর উক্তি)—বৃন্দাবনে সহসা ক্রীড়ানন্দ দ্বারা হরিণগণ আমার গাঢ় ঔৎসুক্য জন্মাইয়াছিল; হায়! আমি এখন কী করিব? (সখীর প্রত্যুক্তি) হে ধূর্ত্তে! জানি, তুমি সেই নন্দপুত্র কৃষ্ণের নিমিত্ত বারংবার উৎকণ্ঠিত হইতেছ। (গোপীর পুনরুক্তি)—হে সখি! ভয় করিও না, কৃষ্ণসার হরিণের প্রতি আমার অনুরাগ হইয়াছিল।

**টিপ্পনী**—পূর্ব্ব শ্লোকের ন্যায় এই শ্লোকেও "অপহ্নুতি" ও "শ্লেষ" অলঙ্কারের সংসৃষ্টি হইয়াছে। হরিণা—(১) প্রথমা বহুবচন হইলে—"হরিণগণ" (২) তৃতীয়া একবচন হইলে—"কৃষ্ণ কর্তৃক"। নির্ভরোৎকণ্ঠিতানি—উক্তে কর্মণি প্রথমা বহুবচন এবং দ্বিতীয়া বহুবচন উভয়ই হইতে পারে। দিব্যসারঙ্গ—কৃষ্ণসার হরিণ এবং কৃষ্ণ। এস্থলে গোপনীয় বিষয় হইতেছে—বৃন্দাবনের রাসলীলার স্মৃতি। গোপী তাহা প্রকাশ করিয়া শ্লেষের সাহায্যে অর্থান্তর করিয়াছে।

**ইত্থম্ভূতা বহুবিধ-পদারম্ভ-গম্ভীর-গর্ভা**
**কর্ণানাং মে স্ফুটতরতয়া কোটিভিঃ পাতুমিষ্টা।**
**আসীত্তাসাং প্রিয়সখ! পুরা যত্র কল্যাণবাচাং**
**প্রেমোল্লাস-প্রকটনপরা কর্মঠা নর্মগোষ্ঠী ॥৬৩॥**

**অন্বয়**—প্রিয়সখ ( হে প্রিয়সখ ! ) পুরা ( পূর্ব্বে ) যত্র (যেখানে) কল্যাণবাচাং ( মধুরভাষিণী ) তাসাং ( সেই সকল গোপাঙ্গনাদিগের ) ইথম্ভূতা ( এইরূপ ) বহুবিধপদারম্ভগম্ভীরগর্ভা ( বহুপ্রকার শব্দপ্রয়োগ দ্বারা গূঢ়াভিপ্রায়বিশিষ্টা ) স্ফুটতরতয়া ( স্পষ্টতররূপে ) কর্ণানাং কোটিভিঃ ( কোটি কর্ণ কর্ত্তৃক ) প্রাতুং ( আদরপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে ) ইষ্টা ( অভিলষিতা ) মে ( আমার প্রতি ) প্রেমোল্লাসপ্রকটনপরা ( প্রেমোল্লাসপ্রকটনপরা ) কর্ম্মঠা ( স্বকার্য্যসাধনী ) নর্ম্মগোষ্ঠী ( রহস্য-লীলাগোষ্ঠী ) আসীৎ ( বিদ্যমান ছিল )।

**বঙ্গানুবাদ**—হে প্রিয়সখ ! যেখানে ( গোকুলে ) পূর্ব্বে সেই সকল মধুর-ভাষিণী গোপাঙ্গনাদিগের এইরূপ বহুপ্রকারশব্দপ্রয়োগ দ্বারা গূঢ়াভিপ্রায়বিশিষ্টা, স্পষ্টতররূপে কোটিকর্ণ কর্ত্তৃক ( অর্থাৎ বহুজন কর্ত্তৃক ) আদরপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে অভিলষিতা এবং আমার প্রতি প্রেমোল্লাসপ্রকটনপরা স্বকার্য্যসাধনী রহস্যলীলাগোষ্ঠী বিদ্যমান ছিল।

[ ইহার পর দ্বাদশটি শ্লোকে "কুলক" রচিত হইয়াছে ]

**॥ শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপুরী-যাত্রায় গোপীগণের বিলাপ ॥**

**কেয়ং শ্যামা স্ফুরতি সরলে ! গোপকন্যা কিমর্থং**
**প্রাপ্তা সখ্যং তব মৃগয়তে নির্ম্মিতাসৌ বয়স্যা।**
**আলিঙ্গামুং মুহুরিতি তথা কুর্ব্বতী মাং বিদিত্বা**
**নারীবেশং হ্রিয়মুপযযৌ মানিনী যত্র রাধা ॥৬৪॥**

**অন্বয়**—সরলে ( হে মুগ্ধে ! ) ইয়ং ( এই ) কা ( কে ? ) শ্যামা ( শ্যামবর্ণা নারী ) স্ফুরতি ( বিরাজ করিতেছে )—গোপকন্যা। কিমর্থং ( কেন ) প্রাপ্তা ( আসিয়াছেন ? ) তব ( তোমার ) সখ্যং ( সখ্য ) মৃগয়তে ( কামনা করিতেছেন ) অসৌ ( ইহাকে ) বয়স্যা ( বয়স্যা ) নির্মিতা ( করিলাম ) মুহুঃ ( পুনঃ পুনঃ ) অমুং ( ইহাকে ) আলিঙ্গ ( আলিঙ্গন কর ) ইতি ( বিশাখার এই কথায় ) তথা ( মুহুর্মুহু আলিঙ্গন ) মাং ( আমাকে ) কুর্ব্বতী ( করিতে করিতে ) নারীবেশং ( নারীবেশধারী ) বিদিত্বা ( চিনিতে পারিয়া ) মানিনী ( মানিনী ) রাধা ( রাধা ) যত্র ( যেখানে ) হ্রিয়ং ( লজ্জা ) উপযযৌ ( প্রাপ্ত হইয়াছিলেন )।

**বঙ্গানুবাদ**—( রাধা বিশাখাকে বলিলেন ) হে মুগ্ধে ! এই শ্যামবর্ণা

নারীটি কে? (বিশাখা বলিলেন) গোপকন্যা (রাধা জিজ্ঞাসা করিলেন)—এখানে কেন আসিয়াছেন? (বিশাখা বলিলেন)—ইনি তোমার সখ্য কামনা করিতেছেন (রাধা বলিলেন)—বেশ, ইঁহাকে আমার বয়স্যাই করিলাম (বিশাখা বলিলেন) তবে পুনঃ পুনঃ ইঁহাকে আলিঙ্গন কর। (বিশাখার কথায়) মুহুর্মুহু আলিঙ্গন করিতে করিতে নারীবেশধারী আমাকে চিনিতে পারিয়া, মানিনী রাধা যেখানে লজ্জিতা হইয়াছিলেন।

**ভাবার্থ**—ব্রজে শ্রীরাধা একদিন মানিনী হইলে তাঁহার মানভঞ্জনার্থ শ্রীকৃষ্ণ নারীবেশ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকটে গিয়াছিলেন। তখন শ্রীরাধার সহিত বিশাখার যে উক্তি-প্রত্যুক্তি হইয়াছিল তাহা উদ্ধবকে আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত এস্থলে উল্লেখ করিলেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (৩।৩।৩৩) শ্রীকৃষ্ণের রাধাবেশ-ধারণের বর্ণনা আছে।

এই শ্লোকটি উজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থে (সম্ভোগ ১৭) সম্ভোগের অন্যতম অনুভাব "বধূবেশধৃতি"র উদাহরণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীরাধা আলিঙ্গনের পূর্ব্বে নারীবেশধারীকে কৃষ্ণ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, না আলিঙ্গনের পর তাহা বুঝিয়াছিলেন—ইহা কৃষ্ণ-কান্তা-শিরোমণি মহাভাবময়ী শ্রীরাধা ব্যতীত আর কাহারও পক্ষে নির্ণয় করা দুষ্কর। রাধা-প্রেম সাধ্যশিরোমণি।

**যত্রোত্তুঙ্গাঃ কর-পরিচয়ং শশ্বদাসেদিবাংসো**
**ভূয়াংসো মে বিমলদৃশদাং কল্পিতা মণ্ডলীভিঃ।**
**বন্ধায়োদ্যত্তরলতরসাং তর্ণকানাং নিখাতাঃ**
**কীলাঃ কূলস্থলবলয়িনো ভান্তি পদ্মাকরাণাম্ ॥৬৫॥**

**অন্বয়**—যত্র (যেখানে) উদ্যত্তরলতরসাং (অতিচঞ্চল বেগশালী) তর্ণকানাং (গোবৎসগণের) বন্ধায় (বন্ধনের নিমিত্ত) পদ্মাকরাণাং (সরোবরসমূহের) কূলস্থলবলয়িনঃ (তীরদেশে মণ্ডলাকারে অবস্থিত) উত্তুঙ্গাঃ (উন্নত) শশ্বৎ (নিরন্তর) মে (আমার) করপরিচয়ং (হস্তস্পর্শ) আসেদিবাংসঃ (প্রাপ্ত) ভূয়াংসঃ (বহুসংখ্যক) বিমলদৃশদাং (নির্মলাশিলা) মণ্ডলীভিঃ (সমূহ দ্বারা) কল্পিতাঃ (নির্মিত) নিখাতাঃ (ভূপ্রোথিত) কীলাঃ (শঙ্কুসমূহ) রাজন্তে (বিরাজ করিতেছে)।

**বঙ্গানুবাদ**—যেখানে (গোকুলে) অতিচঞ্চল বেগশালী গোবৎসগণের

বন্ধনের নিমিত্ত সরোবরসমূহের তীরদেশে মণ্ডলাকারে অবস্থিত, নিরন্তর মদীয় হস্তস্পর্শপ্রাপ্ত, নির্মলশিলানির্মিত, বহুসংখ্যক, উন্নত, ভূপ্রোথিত শঙ্কুসমূহ ( খুঁটি ) বিরাজ করিতেছে।

**নো জানীমঃ কঠিনবিধিনা মদ্বিধানাং কপালে**
**গোপালীনাং কিল বিলিখিতা কীদৃশী বর্ণলেখা।**
**যঃ সন্ধ্যায়াং সুমুখি! মিলিতো গোকুলে রাজদূতঃ**
**সোঽয়ং কর্ণে নিভৃত-নিভৃতং মাধবং বাবদীতি ॥ ৬৬ ॥**

**অন্বয়**—সুমুখি ( হে সুমুখি! ) কঠিনবিধিনা ( নিষ্ঠুর বিধাতা ) মদ্বিধানাং ( মাদৃশী ) গোপালীনাং ( গোপীদিগের ) কপালে ( ললাটে ) কীদৃশী ( কিরূপ ) বর্ণলেখা ( অক্ষরপঙ্‌ক্তি ) বিলিখিতা কিল ( লিখিয়াছেন ) নো জানীমঃ ( জানিনা )। যঃ ( যে ) রাজদূতঃ ( রাজদূত অক্রূর ) সন্ধ্যায়াং ( সন্ধ্যায় ) গোকুলে (গোকুলে) মিলিতঃ (আসিয়াছিল) সঃ অয়ং (সে) কর্ণে (কর্ণে) মাধবং ( কৃষ্ণকে ) নিভৃত-নিভৃতং ( ধীরেধীরে ) বাবদীতি ( বারংবার বলিতেছে )।

**বঙ্গানুবাদ**—হে সুমুখি! নিষ্ঠুর বিধাতা মাদৃশী গোপীদিগের ললাটে কিরূপ অক্ষরপঙ্‌ক্তি লিখিয়াছেন তাহা জানিনা। যে রাজদূত ( অক্রূর ) সন্ধ্যায় গোকুলে আসিয়াছিলেন সে কৃষ্ণকে কর্ণে ধীরেধীরে ( কী সব ) বারংবার বলিতেছে।

**টিপ্পনী**—কোন গোপীর উক্তি। "মাধবঃ" এই প্রথমান্ত পাঠ হইলে—"মাধব, মাধব" এই নাম বলিতে শুনিয়াছি—এইরূপ অর্থ হইবে। কিন্তু ঐ পাঠ প্রচলিত নহে।

**এষ ক্ষত্তা ব্রজনরপতেরাজ্ঞয়া গোকুলেঽস্মিন্**
**বালে! প্রাতর্নগরগতয়ে ঘোষণামাতনোতি।**
**দুষ্টং ভূয়ঃ স্ফুরতি চ বলাদীক্ষণং দক্ষিণং মে**
**তেন স্বান্তং স্ফুটতি চটুলং হন্ত ভাব্যং ন জানে ॥ ৬৭ ॥**

**অন্বয়**—বালে ( হে অজ্ঞে! ) এষঃ ( এই ) ক্ষত্তা ( সারথি অথবা দ্বারপাল ) ব্রজনরপতেঃ ( ব্রজরাজ নন্দের ) আজ্ঞয়া ( আজ্ঞায় ) প্রাতঃ ( প্রাতঃকালে ) অস্মিন্ ( এই ) গোকুলে ( গোকুলে ) নগর-গতয়ে ( মথুরা-নগর গমনের জন্য ) ঘোষণাম্ ( ঘোষণা ) আতনোতি ( করিতেছে ); দুষ্টং ( দুষ্ট ) মে ( আমার )

দক্ষিণম্ (দক্ষিণ) ঈক্ষণং (নয়ন) ভূয়ঃ (বারংবার) বলাৎ (বলপূর্ব্বক) স্ফুরতি (স্পন্দিত হইতেছে); তেন (সেইহেতু) চটুলং (অশান্ত) স্বান্তং (মন) স্ফুটতি (বিদীর্ণ হইতেছে) হন্ত (হায়!) ভাব্যং (ভবিষ্যতে কি ঘটিবে) ন জানে (জানি না)।

**বঙ্গানুবাদ**—হে অজ্ঞে! (অক্রূরের) এই সারথি (অথবা নন্দের দ্বারপাল) ব্রজরাজ নন্দের আজ্ঞায় প্রাতঃকালে এই গোকুলে মথুরা-নগর গমনের জন্য ঘোষণা করিতেছে। আমার দুষ্ট দক্ষিণ নয়ন বারংবার বলপূর্ব্বক স্পন্দিত হইতেছে; সেইহেতু আমার অশান্ত মন বিদীর্ণ হইতেছে; হায়! ভবিষ্যতে কী ঘটিবে জানি না।

**টিপ্পনী**—ক্ষত্তা—অক্রূরের সারথি অথবা নন্দের দ্বারপাল। কংস অক্রূরকে রামকৃষ্ণসহ নন্দাদিগোপগণকে মথুরায় আনিবার নিমিত্ত পাঠাইয়াছিলেন (ভাগবত-১০।৩৬।৩১)। তাই গোকুলে অক্রূর-সারথি কর্ত্তৃক এই ঘোষণা। শকুনশাস্ত্রমতে স্ত্রীলোকের দক্ষিণ অঙ্গ-স্ফুরণ অশুভসূচক। উজ্জ্বল-নীলমণি-গ্রন্থে (প্রবাস—৬১) এই শ্লোকটি বুদ্ধিপূর্ব্বক ভাবী-সুদূর-প্রবাসের উদাহরণ-রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। যাঁহারা পূর্ব্বে মিলিত হইয়াছেন এইরূপ নায়ক ও নায়িকার দেশান্তরে গমনাদিবশতঃ পরস্পরের মধ্যে যে ব্যবধান জন্মে, তাহাকে প্রবাস বলে। সেই প্রবাস-জনিত বিপ্রলম্ভকেও প্রবাস বলা হয় (উজ্জ্বল-নীলমণি—প্রবাস—৬০)। প্রবাস দুই প্রকার—(১) বুদ্ধিপূর্ব্বক এবং (২) অবুদ্ধিপূর্ব্বক। বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস আবার দুইরকম—(১) কিঞ্চিৎদূর গমন (২) সুদূর গমন। এস্থলে ভবিষ্যতে শ্রীকৃষ্ণের সুদূর-মথুরাগমনের আশঙ্কায় ব্রজদেবীর ক্ষোভ প্রকাশিত হইয়াছে। কংসাদির বিনাশ-সাধনপূর্ব্বক যাদবদিগের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইবেন বলিয়া—এই গমন বুদ্ধিপূর্ব্বক হইয়াছে। প্রবাস বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের একটি ভেদ।

**প্রাতর্যাত্রাং নরপতিপুরে তথ্যমাকর্ণ্য শৌরে—**
**রায়ামায় প্রিয়সখি! ময়া যামিনী প্রার্থিতাভূৎ।**
**পশ্য ক্ষিপ্রং প্রথিত-লঘিমা পাপিনীয়ং প্রভাতা**
**জায়ন্তে হি প্রচুরতমসো নানুকূলাঃ পরেষু ॥ ৬৮ ॥**

**অন্বয়**—প্রিয়সখি (হে প্রিয়সখি!) প্রাতঃ (প্রভাতে) নরপতিপুরে (মথুরায়) শৌরেঃ (কৃষ্ণের) যাত্রাং (যাত্রা) তথ্যং (সত্য) আকর্ণ্য

( শুনিয়া ) ময়া ( আমি ) যামিনী ( রাত্রিকে ) আয়ামায় ( দীর্ঘকালাবস্থিতির জন্য ) প্রার্থিতা অভূৎ ( প্রার্থনা করিয়াছিলাম ) । পশ্য ( দেখ ) ইয়ং ( এই রজনী ) ক্ষিপ্রং ( সত্বর ) প্রথিত-লঘিমা ( লঘুত্ব প্রকাশ করিয়া ) পাপিনী ( পাপশীলা ) প্রভাতা ( প্রভাত হইল ) । হি প্রচুরতমসঃ ( প্রচুর তমোগুণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ) পরেষু ( পরের বিষয়ে ) অনুকূলাঃ ( অনুকূল ) ন জায়ন্তে ( হইতে পারে না ) ।

**বঙ্গানুবাদ**—হে প্রিয়সখি ! প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-যাত্রা সত্য শুনিয়া আমি রাত্রিদেবীকে দীর্ঘকালাবস্থিতির জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম । কিন্তু দেখ, এই পাপশীলা রজনী সত্বর লঘুত্ব প্রকাশ করিয়া প্রভাত হইল । প্রচুর তমোগুণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কখনও পরের বিষয়ে অনুকূল হইতে পারে না ( অর্থাৎ পরের মঙ্গল করিতে পারে না ) ।

**টিপ্পনী**—অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার । সামান্য উক্তি ( শেষ পঙ্‌ক্তি ) দ্বারা বিশেষ উক্তি সমর্থিত হইয়াছে । তমস্ শব্দের অর্থ—অন্ধকার ( রাত্রিপক্ষে ), অজ্ঞান ( ব্যক্তিপক্ষে ) । লঘুত্ব—লাঘব, সংক্ষেপ ।

**যাবদ্ ব্যক্তিং ন কিল ভজতে গান্দিনেয়ানুবন্ধঃ**
**তাবন্নত্বা সুমুখি ! ভবতীং কিঞ্চিদভ্যর্থয়িষ্যে ।**
**পুষ্পৈর্যস্যা মুহুরকরবং কর্ণপূরান্ মুরারেঃ**
**সেয়ং ফুল্লা গৃহপরিসরে মালতী পালনীয়া ।। ৬৯ ।।**

**অন্বয়**—সুমুখি ( হে সুমুখি ! ) গান্দিনেয়ানুবন্ধঃ ( গান্দিনীপুত্র অক্রূরের উদ্যোগ ) যাবৎ ( যতক্ষণ ) ব্যক্তিং ন কিল ভজতে ( নিশ্চিতরূপে ব্যক্ত না হয় ) তাবৎ ( ততক্ষণ ) ভবতীং ( তোমাকে ) নত্বা ( প্রণামপূর্বক ) কিঞ্চিৎ ( একটি ) অভ্যর্থয়িষ্যে ( প্রার্থনা জানাইতেছি ) । যস্যাঃ ( যাহার ) পুষ্পৈঃ ( পুষ্পদ্বারা ) মুহুঃ ( বারংবার ) মুরারেঃ ( শ্রীকৃষ্ণের ) কর্ণপূরান্ ( কর্ণাভরণসমূহ ) অকরবম্ ( নির্মাণ করিতাম ) সা ইয়ং ( সেই ) গৃহপরিসরে ( গৃহ-প্রাঙ্গণে ) ফুল্লা ( কুসুমিতা ) মালতী ( মালতী-লতাকে ) পালনীয়া ( পালন করিও ) ।

**বঙ্গানুবাদ**—হে সুমুখি ! যতক্ষণ গান্দিনীপুত্র অক্রূরের ( কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যাইবার ) উদ্যোগ নিশ্চিতরূপে ব্যক্ত না হয়, ততক্ষণ তোমাকে প্রণাম-পূর্বক একটি প্রার্থনা জানাইতেছি—যাহার পুষ্পদ্বারা বারংবার শ্রীকৃষ্ণের

কর্ণাভরণসমূহ নির্মাণ করিতাম, তুমি গৃহপ্রাঙ্গণে সেই কুসুমিতা মালতী-লতাকে (সযত্নে) পালন করিও।

**ভাবার্থ**—ললিতার প্রতি শ্রীরাধার উক্তি। অক্রূর যে কৃষ্ণকে লইয়া মথুরায় যাইবেন, তাহা ব্রজবাসিগণ পরস্পর বলাবলি করিতেছে, কিন্তু অক্রূরের নিকট হইতে এতাবৎকাল কোনরূপ উদ্যোগ প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু এই কানাকানি শুনিয়াই কৃষ্ণ হইতে অভিন্না মহাভাবময়ী শ্রীরাধা ললিতাকে বলিতেছেন—"হে শুভাননে! যদিও মথুরাপুরী যাত্রার উদ্যোগ এখনও প্রকটিত হয় নাই, তবুও তোমাকে প্রণাম করিয়া একটি মিনতি জানাইতেছি,—কৃষ্ণ যে মুহূর্ত্তে বৃন্দাবন ত্যাগ করিবেন, আমিও সেই মুহূর্ত্তে প্রাণত্যাগ করিব,—তখন আমার গৃহ-প্রাঙ্গণে কুসুমিতা মালতী-লতাকে কে দেখিবে? তুমি তাহাকে যত্ন করিও। ঐ মালতী-লতা আমার বড়ই প্রিয়। উহার পুষ্প লইয়া আমি কৃষ্ণের কর্ণভূষণ নির্মাণ করিতাম,—একবার নয়, বারবার। প্রণামের অর্থ, করুণ মিনতি।

উজ্জ্বল নীলমণি-গ্রন্থে (অনুভাব-৪৬) এই শ্লোকটি মৃতি (বিষাদে প্রাণ-ত্যাগ)—নামক ব্যভিচারী ভাবের উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। মৃতি-প্রসঙ্গে শ্রীলরূপগোস্বামী বলিয়াছেন—এস্থলে মরণের উদ্যমমাত্রই বর্ণনীয়, কিন্তু সাক্ষাৎ মৃত্যু বর্ণনীয় নহে। (ঐ-৪৫)। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু-গ্রন্থে (২।৪।৫০) এই প্রসঙ্গের বিস্তৃত আলোচনা করিয়া বলা হইয়াছে, যে, মৃতি-নামক ব্যভিচারী ভাব বাস্তব মৃত্যু নহে, প্রাণত্যাগ নহে। মরণের পূর্ব্বে যে চিত্তবৃত্তি প্রকাশ পায়, তাহাকেই মৃতি-নামক ব্যভিচারী ভাব বলা হয়। কেহ কেহ (শ্রীরূপ গোস্বামী) এই মৃতিকে অনুভাব বলেন। (পূতনার দৃষ্টান্ত—দ্রষ্টব্য—ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু-২।৪।৪৯) কৃষ্ণকান্তাগণ নিত্যসিদ্ধা বলিয়া তাহাদের মৃত্যু সম্ভব নয়। এইজন্য মরণের উদ্যমই মৃতি-নামক ব্যভিচারী ভাব। পরে অবশ্য তাঁহারা গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

**নাবৈষি ত্বং পতিতমশনিং মূর্দ্ধ্নি নির্ম্মীয়মাণা-**
**মেনাং কস্তে সখি! শিখরিণীং হন্ত পাতা হতাস্মি।**
**তূর্ণংমুগ্ধে! বহিরনুসর প্রাঙ্গণং গেহমধ্যা—**
**দধ্যারূঢ়ো জিগমিষুরসৌ স্যন্দনং নন্দসূনুঃ॥ ৭০॥**

**অন্বয়**—সখি ( হে সখি ! ) ত্বং ( তুমি ) মূর্দ্ধ্নি ( মস্তকে ) পতিতং ( পতিত ) অশনিং ( বজ্রকে ) ন অবৈষি ( অনুভব করিতেছ না ? ) ; তে ( তোমার ) নির্ম্মীয়মাণাং ( সযত্নপালিত ) এনাং ( এই ) শিখরিণীং ( মল্লিকা-বৃক্ষকে ) কঃ ( কে ) পাতা ( রক্ষা করিবে ? ) ; হন্ত ( হায় ! ) হতাস্মি ( আমি বিনষ্ট হইলাম ) মুগ্ধে ( হে মূঢ়ে ) তূর্ণং ( শীঘ্র ) গেহমধ্যাৎ ( গৃহমধ্য হইতে ) বহিঃ ( বাহিরে ) প্রাঙ্গণম্ ( প্রাঙ্গণে ) অনুসর ( আইস ) অসৌ ( এই ) নন্দসূনুঃ ( নন্দপুত্র কৃষ্ণ ) জিগমিষুঃ ( যাইবার ইচ্ছায় ) স্যন্দনং ( রথে ) অধ্যারূঢ়ঃ ( আরোহণ করিয়াছেন ) ।

**বঙ্গানুবাদ**—হে সখি ! তুমি ( তোমার ) মস্তকে পতিত বজ্রকে অনুভব করিতেছ না ? তোমার সযত্নপালিত এই মল্লিকাবৃক্ষকে কে রক্ষা করিবে ? হায় ! আমি বিনষ্ট হইলাম । হে মূঢ়ে ! শীঘ্র গৃহমধ্য হইতে বাহিরে প্রাঙ্গণে আইস । এই নন্দপুত্র কৃষ্ণ ( মথুরাপুরীতে ) যাইবার ইচ্ছায় রথে আরোহণ করিয়াছেন ।

**টিপ্পনী**—গোপীর প্রতি অপর কোন গোপীর উক্তি । কৃষ্ণের মথুরাগমন বজ্রের সহিত তুলিত হইয়াছে । শিখরিণী=মল্লিকা-বৃক্ষ ( মেদিনী-কোষ ) । পূর্ব্ব-শ্লোকের ন্যায় এই শ্লোকও "মৃতি"—নামক ব্যভিচারী ভাবের উদাহরণ হইতে পারে ।

**আসীদার্য্যে ! পশুপপটলীমন্তরা নান্তরায়ঃ**
**প্রাপুঃ পাপা ন চ বিকলতাং পাদভঙ্গৈস্তুরঙ্গাঃ ।**
**ধ্বস্তো নাভূদয়মপি মনাক্ স্যন্দনে চক্রবন্ধঃ**
**সত্যং গন্তা মধুপুরমসৌ হন্ত কিং কেশিহন্তা ? ॥ ৭১ ॥**

**অন্বয়**—আর্য্যে ( হে সাধুশীলে ! ) পশুপ-পটলীং ( গোপগণের ) অন্তরা ( মধ্যে ) অন্তরায়ঃ ( গমনের বিঘ্ন ) ন আসীৎ ( ঘটে নাই ) পাপা ( দুষ্ট ) তুরঙ্গাঃ ( রথের অশ্বগুলি ) পাদভঙ্গৈঃ ( পাদভঙ্গহেতু ) বিকলতাং ন প্রাপুঃ ( গতিশক্তিরহিত হয় নাই ) । অয়মপি ( এই ) স্যন্দনে ( রথে ) চক্রবন্ধঃ ( চক্রবন্ধন ) মনাক্ ( ঈষৎ ) ধ্বস্তঃ ( ক্ষতিগ্রস্ত ) ন অভূৎ ( হয় নাই ) । হন্ত ( হায় ! ) অসৌ ( এই ) কেশিহন্তা ( কেশিদানবনিহন্তা কৃষ্ণ ) সত্যং ( সত্যই ) মধুপুরং ( মথুরায় ) গন্তা ( যাইবে ) ?

**বঙ্গানুবাদ**—হে সাধুশীলে! গোপগণের মধ্যে কোনরূপ গমনের বিঘ্ন ঘটে নাই (তাহারা কৃষ্ণকে নাও ছাড়িতে পারিত); রথের দুষ্ট অশ্বগুলি পাদ-ভঙ্গহেতু গতিশক্তিরহিত হয় নাই; রথে এই চক্রবন্ধনও (নেমি অথবা প্রান্তভাগ) ঈষৎ-ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। হায়! এই কেশিহন্তা কৃষ্ণ কী সত্যই মথুরায় যাইবে?

**আরাদগ্রে কলয় নৃপতের্দূত! নির্ধূত-লজ্জা**
**সজ্জা তন্বী কিমপি বিষমং সাহসং কর্ত্তুমিচ্ছুঃ।**
**যানাদ্ যাবদ্বিস্রজসি পুরশ্চন্দ্রহাসং ন কৃষ্ণং**
**হস্তাত্তাবদ্বিস্রজতি সখী চন্দ্রহাসং ন কৃষ্ণম্॥ ৭২॥**

**অন্বয়**—নৃপতেঃ দূত (হে রাজদূত অক্রূর!) আরাৎ (নিকটে) অগ্রে (সম্মুখে) কলয় (দেখ) তন্বী (তন্বী গোপী) নির্ধূত-লজ্জা (লজ্জাহীনা হইয়া) কিমপি (কোন এক) বিষমং সাহসং (আত্মহত্যারূপ বিষম সাহস) কর্ত্তুম্ (করিতে) ইচ্ছুঃ (ইচ্ছুক হইয়া) সজ্জা (প্রস্তুত হইয়াছে)। যাবৎ (যতক্ষণ পর্য্যন্ত) পুরঃ (অগ্রবর্ত্তী) যানাৎ (রথ হইতে) চন্দ্রহাসং (চন্দ্রসদৃশহাস্যবিশিষ্ট) কৃষ্ণং (কৃষ্ণকে) ন বিস্রজসি (না ত্যাগ করিতেছ) তাবৎ (ততক্ষণ) সখী (এই সখীও) হস্তাৎ (হস্ত হইতে) কৃষ্ণং (কৃষ্ণবর্ণ) চন্দ্রহাসং (শাণিত তরবারি) ন বিস্রজতি (ত্যাগ করিবে না)।

**বঙ্গানুবাদ**—হে রাজদূত অক্রূর! নিকটে সম্মুখে দেখ, এক তন্বী গোপী লজ্জাহীনা হইয়া কোন এক (আত্মহত্যারূপ) বিষম সাহস করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি অগ্রবর্তী রথ হইতে চন্দ্রসদৃশহাস্য-বিশিষ্ট কৃষ্ণকে না ত্যাগ করিতেছ, ততক্ষণ এই সখীও তাহার হস্ত হইতে কৃষ্ণবর্ণ শাণিত তরবারিও ত্যাগ করিবে না। (অতএব তুমি আমাদের কৃষ্ণকে রথ হইতে নামাইয়া দাও)। (যমক অলঙ্কার)

**মুগ্ধে! পশ্য ক্ষণমপি হরিং নেত্রমুন্মীলয়ন্তী**
**মোহেন ত্বং বিরচয় মুহুর্নাত্মনো বঞ্চনানি।**
**শৃণ্বন্ কাকূৎকরমপি পুরো হন্ত সীমন্তিনীনাং**
**ক্রূরস্তূর্ণং বিনুদতি রথং দূরমক্রূরনামা॥ ৭৩॥**

**অন্বয়**—মুগ্ধে (হে মুগ্ধে!) নেত্রং (চক্ষু) উন্মীলয়ন্তী (উন্মীলিত করিয়া) ক্ষণমপি (ক্ষণেকের তরেও) হরিং (কৃষ্ণকে) পশ্য (দেখ)। ত্বং (তুমি)

মোহেন ( অজ্ঞানহেতু ) আত্মনঃ বঞ্চনানি ( আত্ম-প্রবঞ্চনা ) ন বিরচয় ( করিও না )। হন্ত ( হায়! ) অক্রূরনাম্না ( অক্রূরনামে ) ক্রূরঃ ( ক্রূর ব্যক্তি ) সীমন্তিনীনাং ( গোপনারীগণের ) কাকূৎকরং ( দৈন্যোক্তিসমূহ ) শৃণ্বন্নপি ( শ্রবণ করিয়াও ) পুরঃ ( সম্মুখে ) তূর্ণং ( সত্বর ) রথং ( রথকে ) দূরং ( দূরে ) বিনুদতি ( চালনা করিতেছে )।

**বঙ্গানুবাদ**—হে মুগ্ধে! চক্ষু উন্মীলিত করিয়া ক্ষণেকের তরেও কৃষ্ণকে দেখ। তুমি অজ্ঞানহেতু আত্মপ্রবঞ্চনা ( কৃষ্ণের অদর্শনজনিত বিরহভোগ ) করিও না। হায়! সম্মুখে অক্রূর নামে এক ক্রূর ব্যক্তি গোপীনারীগণের দৈন্যোক্তি-সমূহ শ্রবণ করিয়াও সত্বর রথকে দূরে চালনা করিতেছে।

**টিপ্পনী**—কাকূৎকর—শোকভয়াদিজনিত ধ্বনিবিকারকে কাকু বলে। উৎকর—সমূহ। শ্রীমদ্ভাগবতেও ( ১০।৩৯।২১ ) গোপীগণ অক্রূরকে ক্রূর বলিয়াছেন—"ক্রূরস্ত্বমক্রূরসমাখ্যয়া…"

**পশ্য ক্ষামোদরি! তব মুখালোকজন্মা হি শোকো**
**বারংবারং হরি-নয়নয়োর্বাষ্পমন্তস্তনোতি।**
**ধাবদ্বাজিস্ফুরদুরুখুরোত্তানিতানাং বিতানো**
**ধূলীনান্তু শ্রয়তি বিসরন্নেষ মিথ্যা-কলঙ্কম্ ॥ ৭৪ ॥**

**অন্বয়**—ক্ষামোদরি ( হে কৃশোদরি! ) পশ্য ( দেখ ) তব ( তোমার ) মুখালোকজন্মা ( মুখদর্শনজনিত ) শোকঃ ( শোক ) বারংবারং ( বারংবার ) হরিনয়নয়োঃ ( কৃষ্ণ-নয়নের ) অন্তঃ (মধ্যে) বাষ্পং ( অশ্রুবারি ) তনোতি (বিস্তার করিতেছে ); ধাবদ্বাজিস্ফুরদুরুখুরোত্তানিতানাং ( ধাবমান রথাশ্বের সুবৃহৎ খুরোত্থিত ) ধূলীনাং বিতানঃ ( ধূলিজাল ) বিসরন্ ( সমুদ্গত হইয়া ) মিথ্যাকলঙ্কম্ ( মিথ্যাপবাদ ) শ্রয়তি ( প্রাপ্ত হইতেছে ) তু ( কেবল )।

**বঙ্গানুবাদ**—হে কৃশোদরি! দেখ, তোমার মুখদর্শনজনিত বিরহ-শোক বারংবার কৃষ্ণনয়নের মধ্যে অশ্রুবারি বিস্তার করিতেছে। ধাবমান রথাশ্বের সুবৃহৎ খুরোত্থিত ধূলিজাল সমুদ্গত হইয়া কেবল মিথ্যাপবাদ প্রাপ্ত হইতেছে।

**ভাবার্থ**—হে কৃশোদরি! যাইবার সময় কৃষ্ণ যতবার তোমার মুখদর্শন করিতেছেন, ততবার তাহার নয়ন অশ্রুসজল হইতেছে। সে নয়নজলের উৎস হৃদয়ের গভীরে—যেখানে অতীতের শত শত লীলাস্মৃতি তোলপাড় করিতেছে। কিন্তু লোকে মনে করিতেছে, অশ্বগণের খুরোত্থিত ধূলিজাল কৃষ্ণ-নয়নে পতিত

হইয়া তাহাকে বাষ্পাকুল করিতেছে। ধূলির এই অপবাদ মিথ্যা। কৃষ্ণ সত্যই কাঁদিতেছেন—কিন্তু ধূলির জন্য নহে, তোমার বিরহে। কৃষ্ণের সমগ্র মুখমণ্ডল শীতকালীন চন্দ্রের ন্যায় বাষ্পাচ্ছাদিত হইয়া আছে।

**কৃষ্ণং মুষ্ণন্নকরুণ ! বলাদ্‌গোপনারীবধার্থী**
**মা মর্য্যাদাং যদুকুলভুবাং ভিন্ধি রে গান্দিনেয়।**
**ইত্যুত্তুঙ্গা মম মধুপুরে যাত্রয়া যত্র তাসাং**
**বিভ্রান্তানাং পরিববলিরে বল্লবীনাং বিলাপ্যাঃ ॥ ৭৫ ॥**

**অন্বয়**—রে অকরুণ গান্দিনেয়! (হে নিষ্ঠুর গান্দিনীপুত্র অক্রূর!) বলাৎ (বলপূর্বক) গোপনারীবধার্থী (গোপনারীবধে ইচ্ছুক হইয়া) কৃষ্ণং (কৃষ্ণকে) মুষ্ণন্ (অপহরণ করিয়া) যদুকুলভুবাং (যদুবংশীয় মহাত্মাগণের) মর্যাদাং (শিষ্টাচার) মা ভিন্ধি (নষ্ট করিও না)। মম (আমার) মধুপুরে (মথুরাপুরী) যাত্রয়া (যাত্রা হেতু) যত্র (যেখানে গোকুলে) ইতি (এইরূপ) উত্তুঙ্গাঃ (মহান্) বিভ্রান্তানাং (ব্যাকুল) তাসাং (সেই সকল) বল্লবীনাং (গোপীদিগের) বিলাপ্যাঃ (বিলাপধ্বনি) পরিববলিরে (চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল)।

**বঙ্গানুবাদ**—"হে নিষ্ঠুর গান্দিনীপুত্র অক্রূর! বলপূর্বক গোপনারীবধে ইচ্ছুক হইয়া কৃষ্ণকে অপহরণ করিয়া যদুবংশীয় মহাত্মাগণের শিষ্টাচার নষ্ট করিও না"—আমার মথুরাপুরী যাত্রাহেতু যেখানে (গোকুলে) সেইসকল ব্যাকুল গোপীদিগের এইরূপ মহান্ বিলাপধ্বনি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

**টিপ্পনী**—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (৪।৫।৭) এই শ্লোকের পাঠান্তর দেখা যায়। তাহা নিম্নরূপ :—

"কৃষ্ণং মুষ্ণন্নকরুণ বলাদ্ গোষ্ঠতো নিষ্ঠুরস্ত্বং
মা মর্য্যাদাং যদুকুলভুবাং ভিন্ধিরে গান্দিনেয়।
পশ্চাত্যর্ণে ত্বয়ি রথমধিষ্ঠায় যাত্রাং বিধিৎসৌ
স্ত্রীণাং প্রাণৈরপি নিযুতশো হন্ত যাত্রা ব্যধায়ি॥"

—শেষ দুই চরণের অর্থ—"দেখ, কৃষ্ণকে লইয়া রথে আরোহণ করিয়া তুমি যাত্রারম্ভ করিলে নিযুত নিযুত গোপনারীগণের প্রাণের সহিত তোমার যাত্রা করিতে হইবে। (অর্থাৎ আমাদের প্রাণ দেহত্যাগ করিবে এবং যদুকুলে স্ত্রীবধ-জনিত অখ্যাতি হইবে) অতএব হে অক্রূর! যদুবংশের মর্যাদা নষ্ট করিও না।

বর্তমান শ্লোক ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে (৪।৫।৭) রৌদ্রভক্তিরসের অন্যতম

বিষয়ালম্বন **নিজের অহিতকারীর** উদাহরণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। ক্রোধরতি নিজোচিত বিভাবাদি দ্বারা ভক্তচিত্তে পুষ্টিপ্রাপ্ত হইলে রৌদ্ররসে পরিণত হয় (ঐ ৪।৫।১)। ক্রোধ তিন প্রকার—(১) কোপ—শত্রুর প্রতি (২) মন্যু—বন্ধুবর্গের প্রতি (৩) রোষ—প্রিয় ব্যক্তির প্রতি স্ত্রীলোকদিগের ক্রোধ। শ্রীল জীব গোস্বামী বলেন—জরতীদের কোপ এবং সখীদের মন্যুর ন্যায় কান্তাগণের রোষ স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয় না। অহিত দুইপ্রকার (১) নিজের অহিতকারী (২) কৃষ্ণের অহিতকারী। বর্ত্তমান শ্লোক নিজের অহিতকারীর দৃষ্টান্ত। যিনি নিজের সহিত কৃষ্ণসম্বন্ধের বাধাকারী তাহাকে আত্ম-অহিত বলা হয় (ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু ৪।৫।৭)। অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে গোপীগণের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাইতেছিলেন। অতএব অক্রূর হইলেন গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধের বাধাকারী—সুতরাং গোপীদের নিজেদের অহিতকারী। এস্থলে অহিতকারী অক্রূর হইতেছেন গোপীদের **কৃষ্ণপ্রীতিময় ক্রোধের** বিষয়।

[ ইহার পর চতুর্দ্দশ শ্লোকে "কুলক" রচিত হইয়াছে ]

**॥ গোকুলের চতুর্দ্দিকে গোপীগণের করুণ বিলাপ ॥**

**শশ্বন্নীরাহরণকপট-প্রাপ্তগোপাল-নারী—**
**গূঢ়ক্রীড়াবসতি-নিবিড়চ্ছায়কুঞ্জোপগূঢ়ঃ।**
**যত্রাদূরে বিলসতি মহান্ বদ্ধরোলম্বসদ্ম—**
**পদ্মামোদস্নপিতপবনঃ পাবনাখ্যস্তড়াগঃ ॥ ৭৬ ॥**

**অন্বয়**—যত্র (যেখানে) অদূরে (নিকটেই) শশ্বন্নীরাহরণকপট-প্রাপ্ত-গোপালনারী-গূঢ়ক্রীড়াবসতিনিবিড়চ্ছায়কুঞ্জোপগূঢ়ঃ (অনবরত জল আনিবার ছলে সমাগত গোপাঙ্গনাদিগের গুপ্ত-বিহারস্থান-ঘনছায়াযুক্ত কুঞ্জশ্রেণীবেষ্টিত) বদ্ধরোলম্বসদ্মপদ্মামোদস্নপিতপবনঃ (ভ্রমরগণের আশ্রয়স্থল পদ্মসমূহের সুগন্ধপূর্ণ বায়ুসমাযুক্ত) পাবনাখ্যঃ (পাবন-নামক) মহান্ (মহান্) তড়াগঃ (সরোবর) বিলসতি (বিরাজ করিতেছে)।

**বঙ্গানুবাদ**—যেখানে (গোকুলে) নিকটেই অনবরত জল আনিবার ছলে সমাগত গোপাঙ্গনাদিগের গুপ্তবিহারস্থান-ঘনছায়াযুক্ত কুঞ্জশ্রেণী-বেষ্টিত এবং ভ্রমরগণের আশ্রয়স্থল পদ্মসমূহের সুগন্ধপূর্ণবায়ুসমাযুক্ত "পাবন"-নামক মহান্ সরোবর বিরাজ করিতেছে।

**টিপ্পনী**—"পাবন" সরোবর। বর্ত্তমানে মথুরা জেলায় নন্দীশ্বর-পর্ব্বতের নিকটে অবস্থিত। ইহার নিকটে পাবন-কুণ্ড।

**লীলাক্রান্তৈর্মুরবিজয়িনঃ সর্বতঃ পাদপাতৈ-**
**বৈলক্ষণ্যং কিমপি জগতামন্তরাকর্ষি নীতাঃ।**
**এতে নন্দীশ্বরপরিসরা নেত্রবীথীং ভজন্তে**
**তীব্রং মাতঃ! কিমপি দহনং চেতসি জ্বালয়ন্তঃ ॥৭৭॥**

**অন্বয়**—মাতঃ (হে মাতঃ!) লীলাক্রান্তৈঃ (সবিলাস) মুরবিজয়িনঃ (শ্রীকৃষ্ণের) পাদপাতৈঃ (পদক্ষেপের দ্বারা) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্র) জগতাম্ অন্তরাকর্ষি (ত্রিভুবন-মনোহর) কিমপি (অনির্বচনীয়) বৈলক্ষণ্যং (বৈচিত্র্য) নীতাঃ (যুক্ত) এতে (এই) নন্দীশ্বরপরিসরাঃ (নন্দীশ্বর পর্ব্বতের প্রদেশ-সমূহ) তীব্রং (দুঃসহ) কিমপি (অনির্বচনীয়) দহনম্ (অগ্নি) জ্বালয়ন্তঃ (প্রজ্জ্বলিত করিয়া) নেত্রবীথীং (দৃষ্টিপথে) ভজন্তে (পতিত হইতেছে)।

**বঙ্গানুবাদ**—হে মাতঃ! শ্রীকৃষ্ণের সবিলাস পদক্ষেপের দ্বারা সর্বত্র অনির্বচনীয় ত্রিভুবনমনোহর বৈচিত্র্যযুক্ত এই নন্দীশ্বর-পর্বতের প্রদেশ-সমূহ (মদীয়) চিত্তে এক অনির্বচনীয় দুঃসহ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া (আমার) দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে।

**ভাবার্থ**—কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু গোকুলের অবস্থা কীরূপ? সেখানে গোপীগণের চিত্তে লেলিহান শিখায় বিরহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। প্রেমের গৌরব ত্যাগে, ভোগে নহে। বিরহই প্রেমকে বাঁচাইয়া রাখে। তাই বিচ্ছেদরূপ কৃপা দান করিয়া গোপীগণকে নিত্যপ্রেমানন্দময়ী করিবার জন্যই কৃষ্ণ গোকুল ত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী এই শ্লোক হইতে ৮৯ শ্লোক পর্য্যন্ত এক অতুলনীয় ভঙ্গীতে বিরহ-বিলাপের মাধ্যমে সেই ভাব-গম্ভীর রহস্যময় গোপী-প্রেমের বর্ণনা করিয়াছেন। (শ্লোক ৬ গোপীপ্রেম দ্রষ্টব্য)।

বর্ত্তমান শ্লোকে কোন এক গোপী তাহার মাতাকে বলিতেছে—"মাতঃ! কৃষ্ণের সহস্র-স্মৃতি-বিজড়িত এই নন্দীশ্বর পর্বতের দিকে আর তাকাইতে পারি না। তাকাইলেই হৃদয়ে দাউ দাউ করিয়া এক দুঃসহ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়। এই অনল নিভাইবে কে?"—নন্দীশ্বর পর্বত—শ্লোক ৭ দ্রষ্টব্য।

**অস্তি প্রেম্নাং ত্বয়ি পরিমলো মাংসলঃ কংসশত্রো-**
**রদ্য শ্বো বা স তব ভবিতা হারি-হারানুকারী।**
**দন্তোলীনামপি সুবদনে! গর্ভনির্ভেদদক্ষৈ-**
**রেভিঃ কামং কিমু বিলপিতৈর্বান্ধবান্ দন্দহীষি? ॥ ৭৮ ॥**

**অন্বয়**—সুবদনে (হে সুবদনে!) ত্বয়ি (তোমাতে) কংসশত্রোঃ (শ্রীকৃষ্ণের) প্রেম্ণাং (প্রেমের) মাংসলঃ (মহান্) পরিমলঃ (সৌরভ) অস্তি (আছে); সঃ (সেই কৃষ্ণ) অদ্য (আজই হউক) শ্বঃ বা (বা কালই হউক) তব (তোমার) হারিহারানুকারী (মনোহর হার-সদৃশ হইয়া) ভবিতা (হইবে); দন্তোলীনামপি (বজ্রসমূহেরও) গর্ভনির্ভেদদক্ষৈঃ (অন্তর্দলনক্ষম) এভিঃ (এই সকল) বিলপিতৈঃ (বিলাপ-বাক্য দ্বারা) কিমু (কেন) বান্ধবান্ (বন্ধুবর্গকে) দন্দহীষি (বারংবার দগ্ধ করিতেছ?)

**বঙ্গানুবাদ**—হে সুবদনে! তোমাতে শ্রীকৃষ্ণের মহান্ প্রেম-সৌরভ আছে; অতএব আজই হউক বা কালই হউক সেই কৃষ্ণ মনোহর হারসদৃশ হইয়া তোমার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিবেন। কিন্তু, এই সকল বজ্র-বিদারণ বিলাপ-বাক্য দ্বারা মাদৃশ বন্ধুবর্গকে কেন বারবার দগ্ধ করিতেছ?

**ভাবার্থ**—কোন এক সখী বিলাপ-রতা গোপীকে বলিতেছে—"হে শুভাননে! আমি জানি শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে অত্যধিক স্নেহ করেন; অতএব একদিন না একদিন কৃষ্ণ আসিয়া তোমার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিবেন। কারণ প্রেম কখনও প্রেমাস্পদকে চিরদিন দূরে রাখিতে পারে না। মিলন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই মর্মভেদী করুণ বিলাপ বন্ধ কর। আমরা উহা সহ্য করিতে পারি না। তোমার বিলাপ শুনিলে কঠিন প্রস্তরও ক্রন্দন করে এবং বজ্রেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

**মা কার্পণ্যাদ্বিরচয় বৃথা বাষ্পমোক্ষং হতাশে!**
**কৃষ্ণাশ্লিষ্টাং তনুমনুপমাং স্বেচ্ছয়া ন ত্যজামি।**
**জ্বালস্তীব্রো বিরহদহনাদাপ্তজন্মা বলান্মে**
**মর্মোন্মাথী লঘুতরমিমাং পাতয়ন্ দন্দহীতি ॥ ৭৯ ॥**

**অন্বয়**—হতাশে (হে ভগ্নাশে!) কার্পণ্যাৎ (দৈন্যহেতু) বৃথা (বৃথা) বাষ্পমোক্ষং (অশ্রুবর্ষন) মা বিরচয় (করিও না); কৃষ্ণাশ্লিষ্টাং (কৃষ্ণ কর্তৃক আলিঙ্গিত) অনুপমাং (অনুপম) তনুং (দেহ) স্বেচ্ছয়া (ন ত্যজামি) পরিত্যাগ

করিব না); বিরহদহনাৎ আপ্তজন্মা (বিরহানল হইতে জাত) তীব্রঃ (দুঃসহ) জ্বালঃ (জ্বালা) মে (আমার) মর্মোদ্ঘাথী (মর্মভেদ করিয়া) বলাৎ (বলপূর্বক) ইমং (এই দেহকে) লঘুতরং (ক্ষিপ্র) পাতয়ন্ (পাতিত করিয়া) দন্দহীতি (বারংবার দগ্ধ করিতেছে)।

**বঙ্গানুবাদ**—হে ভগ্নাশে! দৈন্যহেতু বৃথা অশ্রুবর্ষণ করিও না; কৃষ্ণ কর্তৃক আলিঙ্গিত আমার এই অনুপম দেহ আমি (কখনই) স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিব না। কিন্তু বিরহানল হইতে জাত এক দুঃসহ জ্বালা মর্মভেদ করিয়া বলপূর্বক এই দেহকে ক্ষিপ্র পাতিত করিয়া বারংবার দগ্ধ করিতেছে।

**ভাবার্থ**—কোন এক গোপী তাহার সখীকে বলিতেছে—"হে সখি! আমার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া কেন বৃথা কাঁদিতেছ? ভয় নাই, আমি স্বেচ্ছায় এ দেহ ত্যাগ করিব না। আমার এ দেহ অতিপবিত্র, ইহাকে যে কৃষ্ণ আলিঙ্গন করিয়াছেন। যতদিন পারি ইহাকে জীবন্ত রাখিব। কিন্তু কী করিব? আমার অন্তরে নিরন্তর বিরহানল জলিতেছে। তাহারই এক দুঃসহ জ্বালা মর্মভেদ করিয়া হঠাৎ আমাকে ভূপাতিত করিয়া আমাকে এইরূপে দগ্ধ করিতেছে। তাই, আমার এইরূপ অসহায় অবস্থা! এবং এইভাবেই আমাকে বাঁচিতে হইবে। ভয় নাই, মরিব না।"

**কারুণ্যাব্ধৌ ক্ষিপসি জগতীং হা কিমেভির্বিলাপৈ-**
**র্ধেহি স্থৈর্য্যং মনসি যদভূরধ্বগে বদ্ধরাগা।**
**স্মৃত্বা বাণীমপি যদি নিজাং স ব্রজং নাজিহীতে**
**ধূর্ত্তোঽস্মাকং ত্রিজগতি ততস্তদ্বি! নির্দোষতাভূৎ ॥ ৮০ ॥**

**অন্বয়**—হা (হায়!) তদ্বি (হে তদ্বি!) এভিঃ (এই সকল) বিলাপৈঃ (বিলাপোক্তি দ্বারা) জগতীং (জগৎকে) কারুণ্যাব্ধৌ (দুঃখসমুদ্রে) কিং (কেন) ক্ষিপসি (নিক্ষেপ করিতেছ?) মনসি (মনে) স্থৈর্যং (ধৈর্য) ধেহি (অবলম্বন কর); যৎ (যেহেতু) অধ্বগে (পথিকের প্রতি) বদ্ধরাগা (অনুরক্ত) অভূঃ (হইয়াছ)। সঃ (সেই) ধূর্ত্তঃ (ধূর্ত্ত) যদি (যদি) নিজাং (নিজের) বাণীং (কথা) স্মৃত্বা অপি (স্মরণ করিয়াও) ব্রজং (গোকুলে) ন আজিহীতে (না ফিরিয়া আসে) ততঃ (তাহা হইলে) ত্রিজগতি (ত্রিভুবনে) অস্মাকং (আমাদের) নির্দোষতা (নির্দোষতা) অভূৎ (হইল)।

**বঙ্গানুবাদ**—হায়! হে তদ্বি! এই সকল বিলাপোক্তি দ্বারা জগৎকে

কেন দুঃখ-সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতেছ? মনে ধৈর্য্য অবলম্বন কর। যেহেতু তুমি পথিকের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছ। সেই ধূর্ত্ত যদি নিজের কথা (অর্থাৎ—"আমি শীঘ্র ফিরিয়া আসিব") স্মরণ করিয়াও গোকুলে না ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে ত্রিভুবনে আমাদের নির্দোষতা হইল (অর্থাৎ জগৎ কৃষ্ণকেই দোষী বলিবে)।

**ভাবার্থ**—গোপীকে তাহার সখী সান্ত্বনা দিতেছে। "হে তন্বি! তোমারই ভুল হইয়াছে। পথই যাহার গৃহ—সেই পথিককে তুমি ভালবাসিলে কেন। পথিক পান্থশালায় বহুজনের সহিত বন্ধুত্ব করে—কিন্তু তাহা একরাত্রির জন্য। প্রভাত হইলেই সব ফেলিয়া চলিয়া যায়। তোমার ধূর্ত্ত কৃষ্ণও সেইরূপ। তবে, সে আবার আসিব বলিয়া কথা দিয়াছে, নিশ্চয় আসিবে। যদি না আসে, দোষ আমাদের নহে। লোকে তাহাকেই দোষী বলিবে। অতএব ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা কর। কিন্তু এইরূপ বিলাপ করিও না। তোমার বিলাপে নিখিল জগৎ-সংসার দুঃখ-সমুদ্রে ডুবিয়া যাইতেছে। ভালোবাসিয়া কে কবে সুখী হইয়াছে?"

**ক্বায়ং গন্তা মধুরিপুরিতো গোকুলাদস্মদীয়ঃ**
**কালে রংস্যে সুখমিতি ময়া হন্ত মানো ব্যধায়ি।**
**কা জানীতে যদিহ খলতা-চাতুরী-দীক্ষিতেন**
**নিক্ষেপ্তব্যং শিরসি কুলিশং গান্দিনী-নন্দনেন ॥ ৮১ ॥**

**অন্বয়**—অস্মদীয়ঃ (আমাদের) অয়ং (এই) মধুরিপুঃ (কৃষ্ণ) ইতঃ গোকুলাৎ (এই গোকুল হইতে) ক্ব (কোথায়) গন্তা (যাইবে), কালে (যথাসময়ে) সুখং (সুখে) রংস্যে (বিহার করিব) ইতি (এই বুদ্ধিতে) ময়া (আমি) মানঃ (মান) ব্যধায়ি (করিয়াছিলাম), হন্ত (হায়!) ইহ (এস্থলে) খলতা-চাতুরী-দীক্ষিতেন (শঠতা ও বঞ্চনায় নিপুণ) গান্দিনী-নন্দনেন (গান্দিনীপুত্র অক্রূর) শিরসি (মস্তকে) কুলিশং (বজ্র) নিক্ষেপ্তব্যং (নিক্ষেপ করিবে) যৎ (যে) (তৎ) কা (কোন গোপ-নারী) জানীতে (জানিত?)।

**বঙ্গানুবাদ**—"আমাদের এই কৃষ্ণ এই গোকুল হইতে কোথায় যাইবে? যথাসময়ে ইহার সহিত সুখে বিহার করিব"—এই বুদ্ধিতে আমি মান করিয়াছিলাম। হায়! এস্থলে শঠতা ও বঞ্চনায় নিপুণ সেই গান্দিনী-পুত্র অক্রূর যে মস্তকে বজ্র নিক্ষেপ করিবে—তাহা কে জানিত? (অর্থাৎ এমন ঘটিবে জানিলে মান করিতাম না)।

**ন ক্ষোদীয়ানপি সখি ! মম প্রেমগন্ধো মুকুন্দে**
**ক্রন্দন্তীং মাং নিজসুভগতা-খ্যাপনায় প্রতীহি।**
**খেলদ্বংশীবলয়িনমনালোক্য তদ্-বক্ত্রবিম্বং**
**ধ্বস্তালম্বা যদহমহহ প্রাণকীটং বিভর্ম্মি ॥ ৮২ ॥**

**অন্বয়**—সখি (হে সখি!) মুকুন্দে (কৃষ্ণেতে) মম (আমার) ক্ষোদীয়ানপি (অণুমাত্রও) প্রেমগন্ধঃ (প্রণয়লেশ) ন (নাই) ক্রন্দন্তীং মাং (আমি যে ক্রন্দন করিতেছি) নিজসুভগতা-খ্যাপনায় (নিজ সৌভাগ্যজ্ঞাপনের নিমিত্ত) প্রতীহি (জানিবে), অহহ (হায়!) যৎ (যে কারণে) খেলদ্বংশীবলয়িনং (বিবিধ স্বর-মূর্চ্ছনাদির আলাপকারিণী বংশী-যুক্ত) তৎ (সেই) বক্ত্রবিম্বং (মুখমণ্ডল) অনালোক্য (না দেখিয়া) ধ্বস্তালম্বা (আশ্রয়হীনা হইয়া) প্রাণকীটং (অতিতুচ্ছ প্রাণকীট) বিভর্ম্মি (ধারণ করিতেছি)।

**বঙ্গানুবাদ**—হে সখি! কৃষ্ণেতে আমার অণুমাত্রও প্রণয়লেশ নাই; তবে, আমি যে ক্রন্দন করিতেছি, তাহা কেবল (অপরের নিকট) নিজ সৌভাগ্য জ্ঞাপনের নিমিত্ত জানিবে। হায়! যে কারণে বিবিধ স্বর-মূর্চ্ছনাদির আলাপকারিণী সেই বংশীযুক্ত গোবিন্দ-মুখমণ্ডল না দেখিয়াও এবং আশ্রয়হীনা হইয়াও আমি অতিতুচ্ছ প্রাণকীট ধারণ করিতেছি।

**ভাবার্থ**—কৃষ্ণবিরহে অতিশয় কাতরা অশ্রুমুখী শ্রীরাধাকে দেখিয়া ললিতা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে থাকিলে শ্রীরাধা নির্বেদ-বাক্যে তাহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন। উজ্জ্বল-নীলমণি-গ্রন্থে (ব্যভিচারীভাব ৫) এই শ্লোকটি বিপ্রয়োগজনিত নির্বেদের উদাহরণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। মহাদুঃখ, বিপ্রয়োগ (বিরহ), ঈর্ষ্যা এবং সদ্বিবেকাদি হইতে কল্পিত নিজের অবমাননাকে নির্বেদ বলে, এককথায় আত্মধিক্কার (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—২।৪।৪)। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদ-জনিত নির্বেদ। এই শ্লোকটির ভাব শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামী রাধাভাব-দ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণ-স্বরূপ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রলাপবাক্যে সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন:—

"দূরে শুদ্ধ প্রেমগন্ধ কপট প্রেমের বন্ধ
সেহ মোর কৃষ্ণ নাহি পায়।
তবে যে করি ক্রন্দন স্ব-সৌভাগ্য-প্রখ্যাপন
করি ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥

যাতে বংশীধ্বনি মুখ না দেখি সে চাঁদমুখ
যদ্যপি সে নাহি আলম্বন।
নিজদেহে করি প্রীতি কেবল কামের রীতি
প্রাণকীটের করিয়ে ধারণ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২।২।৪০-৪১)

নির্বেদ একটি ব্যভিচারী ভাব।

**আশাপাশৈঃ সখি! নবনবৈঃ কুর্ব্বতী প্রাণবন্ধং**
**জাত্যা ভীরুঃ কতি পুনরহং বাসরাণি ক্ষয়িষ্যে?।**
**এতে বৃন্দাবনবিটপিনঃ স্মারয়ন্তো বিলাসা—**
**নুৎফুল্লাস্তান্ মম কিল বলাৎ মর্ম্ম নির্মূলয়ন্তি॥ ৮৩॥**

**অন্বয়**—সখি (হে সখি!) জাত্যা ভীরুঃ (অবলাজাতি) অহং (আমি) নবনবৈঃ (নবনব) আশাপাশৈঃ (দুরাশারজ্জুদ্বারা) প্রাণবন্ধং (প্রাণনিরোধ) কুর্ব্বতী (করিয়া) কতি (কত) বাসরাণি (দিন) পুনঃ (আর) ক্ষয়িষ্যে (কাটাইব) এতে (এই সকল) উৎফুল্লাঃ (পুষ্পিত) বৃন্দাবনবিটপিনঃ (বৃন্দাবন-তরুবৃন্দ) তান্ (সেইসকল) বিলাসান্ (বিহার-লীলা) স্মারয়ন্তঃ (স্মরণ করাইয়া) মম (আমার) মর্ম (মর্মস্থানকে) বলাৎ (বলপূর্বক) নির্মূলয়ন্তি (উৎপাটিত করিতেছে)।

**বঙ্গানুবাদ**—হে সখি! অবলাজাতি আমি নবনব দুরাশা-রজ্জু দ্বারা প্রাণ-নিরোধ করিয়া কতদিন আর কাটাইব? এই সকল পুষ্পিত বৃন্দাবন-তরুবৃন্দ কৃষ্ণের সেই সকল বিহারলীলা স্মরণ করাইয়া আমার মর্ম্মস্থানকে বলপূর্বক উৎপাটিত করিতেছে।

**ভাবার্থ**—হে সখি! বৃন্ত যেরূপ পুষ্পকে ধরিয়া রাখে, আমার কৃষ্ণ-মিলনের আশাও তদ্রূপ আমার প্রাণকে ধরিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু জাতিতে আমি অবলা, বহির্গমনোন্মুখ প্রাণকে আশা-রজ্জু দ্বারা আর কতদিন ধরিয়া রাখিব? এদিকে নবীন বসন্তের আবির্ভাবে বৃন্দাবনের তরুতে তরুতে পুষ্পোদ্গম হইয়াছে। তাহাদের দিকে তাকাইলেই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। কত শত কৃষ্ণ-লীলা মনে পড়ে।

**সা বিশ্রাম্যন্মনসিজ-ধনুর্বিভ্রমোদ্বোধবিদ্যা**
**চিল্লী-বল্লিভ্রমি-মধুরিমোদ্দামসম্পদ্ভিরিষ্টা।**
**এতামার্ত্তিং মম শময়িতা স্মেরতাশঙ্করাঙ্গী**
**প্রেমোত্তুঙ্গা কিমু মুরভিদো ভঙ্গুরাপাঙ্গভঙ্গী ? ॥ ৮৪ ॥**

**অন্বয়**—বিশ্রাম্যন্মনসিজধনুর্বিভ্রমোদ্বোধবিদ্যা (মদনদেবের বিশ্রান্ত ধনুর জাগরণ-বিদ্যাস্বরূপ) চিল্লী-বল্লিভ্রমি-মধুরিমা (ঝিল্লীকীটের লতাভ্রমণের ন্যায় মাধুর্য্যবিশিষ্ট) উদ্দামসম্পদ্ভিঃ ইষ্টা (অনুপম শোভাযুক্ত) স্মেরতাশঙ্করাঙ্গী (স্মিতহাস্যের দ্বারা সুখদায়ক) প্রেমোত্তুঙ্গাঃ (প্রেমপূর্ণ) মুরভিদঃ (কৃষ্ণের) সা (সেই) ভঙ্গুরাপাঙ্গভঙ্গী (কুটিল নয়নভঙ্গী) মম (আমার) এতাং (এই) আর্ত্তিং (মনঃ সন্তাপকে) শময়িতা (শান্ত করিতে পারিবে) কিমু (কী ?)।

**বঙ্গানুবাদ**—(হে সখি!) মদনদেবের সুপ্ত ধনুর জাগরণ-বিদ্যাস্বরূপ, ঝিল্লীকীটের (ঝিঁ ঝিঁ পোকা) লতাভ্রমণের ন্যায় মাধুর্য্যবিশিষ্ট, অনুপম শোভাযুক্ত, স্মিতহাস্যের দ্বারা সুখদায়ক এবং প্রেমপূর্ণ কৃষ্ণের সেই কুটিল নয়নভঙ্গী আমার এই মনঃসন্তাপকে কী শান্ত করিতে পারিবে ?

**ভাবার্থ**—বিরহ-ক্লিষ্টা কোন গোপী তাহার সখীকে বলিতেছে—"হে সখি! কৃষ্ণ যদি এখন ফিরিয়াও আসে, তবে সে তাহার ভুবনজয়ী অনুপম অপাঙ্গ-বীক্ষণের দ্বারা আমার আধিকে কী শান্ত করিতে পারিবে ? বোধহয় পারিবে না। কারণ আমার মনঃপীড়া ধৈর্য্যের শেষপ্রান্তে উপনীত হইয়া চিকিৎসা-শাস্ত্রের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। এখন কেবল অন্তিম দশার জন্য অপেক্ষা করিতেছি।" ঝিঁ ঝিঁ পোকা যখন লতায় ভ্রমণ করে তখন সে মধুর শব্দ উৎপাদন করে।

**কামং দূরে সহচরি ! বরীবর্ত্তি যৎ কংসবৈরী**
**নেদং লোকোত্তরমপি বিপদ্দুর্দিনং মাং দুনোতি।**
**হা হা-কীলো হৃদি কিল ধৃতঃ প্রাণরোধী তু যো মে**
**সোঽয়ং পীড়াং নিবিড়বড়বাবহ্নিতীব্রস্তনোতি ॥ ৮৫ ॥**

**অন্বয়**—সহচরি (হে সহচরি!) কংসবৈরী (শ্রীকৃষ্ণ) দূরে (দূরে) কামং (স্বচ্ছন্দে) যৎ (যে) বরীবর্ত্তি (অবস্থান করিতেছেন) ইদং (এই) লোকোত্তরং (অলৌকিক) অপি (ও) বিপদ্-দুর্দিনং (বিপদ্রূপ দুর্দিন) মাং (আমাকে) ন দুনোতি (পীড়া দিতেছে না) যস্তু (যে) কিল মে (আমার) প্রাণরোধী

( প্রাণ-নিরোধক ) আশাকীলঃ ( "তিনি ফিরিয়া আসিবেন" এই আশারূপ কীলক ) হৃদি ( হৃদয়ে ) ধৃতঃ ( ধারণ করিয়াছিলাম ) সোঽয়ম্ ( তাহাই ) নিবিড়বড়বাবস্থিতীব্রঃ ( নিবিড় বাড়বাগ্নির ন্যায় তীব্র হইয়া ) পীড়াং ( সন্তাপ ) তনোতি ( দিতেছে )।

**বঙ্গানুবাদ**—হে সহচরি ! শ্রীকৃষ্ণ যে স্বচ্ছন্দে দূরে অবস্থান করিতেছেন—এই অলৌকিক বিপদ্রূপ দুর্দিনও আমাকে তত পীড়া দিতেছে না—, কিন্তু ( তিনি ফিরিয়া আসিবেন ) এই আশারূপ প্রাণ-নিরোধক যে কীলক আমার হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলাম, তাহাই এখন নিবিড় বাড়বাগ্নির ন্যায় তীব্র হইয়া সন্তাপ দিতেছে।

**ভাবার্থ**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাবাস-কালে তাঁহার বিরহদুঃখে অধীর হইয়া শ্রীরাধা বিশাখার নিকটে নিবেদসহকারে ইহা বলিয়াছেন। এই শ্লোকটি উজ্জ্বল-নীলমণিগ্রন্থে ( প্রবাস-৬২ ) বুদ্ধিপূর্ব্বক ভূত-সুদূরপ্রবাসের উদাহরণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। ৬৭ সংখ্যক শ্লোক ভাবী সুদূর প্রবাসের নিদর্শন ( ঐ শ্লোকের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য )। বুদ্ধিপূর্ব্বক সুদূর প্রবাসে দূতাদির সহায়তায় বার্ত্তা প্রেরণ করিয়া নায়ক ও নায়িকা পরস্পরের নিকটে পরস্পরের মনোভাব জ্ঞাপন করেন। ভূত-অর্থাৎ অতীত। **বড়বানল**—সমুদ্রস্থিত ঔর্বানল। অযোনিজ পুত্রলাভের ইচ্ছায় মহর্ষি ঊর্ব্ব তপস্যারত হইয়া বক্ষঃস্থল মথিত করিলে এক জ্বালাময় পুরুষের উৎপত্তি হয়। সে ত্রিভুবন দহন করিতে উদ্যত হইলে ব্রহ্মা তাহাকে সমুদ্রে বড়বামুখে স্থাপন করেন ( মৎস্যপুরাণ—১৫০ অধ্যায় )—এ সম্বন্ধে আরও পৌরাণিক কাহিনী আছে।

**তত্র স্ফীতাধরমধুভরে শীতলোৎসঙ্গসঙ্গে**
**সৌন্দর্য্যেণোল্লসিতবপুষি স্ফার-সৌরভ্যপূরে।**
**নর্ম্মারম্ভ-স্ফুটিত-বচঃ-কন্দলে নন্দসূনৌ**
**মোদিষ্যন্তে মম সখি ! কদা হন্ত পঞ্চেন্দ্রিয়াণি ? ॥ ৮৬ ॥**

**অন্বয়**—সখি ( হে সখি ! ) হন্ত ( হায় ! ) মম ( আমার ) পঞ্চেন্দ্রিয়াণি ( চক্ষুরাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় ) তত্র ( সেই ) স্ফীতাধরমধুভরে ( প্রবৃদ্ধ অধর-সুধাযুক্ত ) শীতলোৎসঙ্গসঙ্গে ( তাপহারী শীতল ক্রোড়দেশবিশিষ্ট ) সৌন্দর্য্যেণ-উল্লসিতবপুষি ( সৌন্দর্য্য-ভাস্বরতনু ) স্ফারসৌরভ্যপূরে ( অতিশয় সৌরভান্বিত ) নর্ম্মারম্ভস্ফুটিতবচঃকন্দলে ( বিহারকালে নবনবরসসংবলিত-বিশৃঙ্খলভাষী ) নন্দসূনৌ

(নন্দপুত্র শ্রীকৃষ্ণে) কদা (কবে) মোদিষ্যন্তে (পরমানন্দ লাভ করিবে)?

**বঙ্গানুবাদ**—হে সখি! হায়! আমার চক্ষুরাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় প্রবৃদ্ধ-আদর-যুক্ত, তাপহারী শীতলক্রোড়দেশবিশিষ্ট, সৌন্দর্য্যভাস্বরতনু, অতিশয় সৌরভান্বিত এবং বিহারকালে নবনবরসসংবলিত-বিশৃঙ্খলভাষী সেই নন্দপুত্র শ্রীকৃষ্ণে কবে পরমানন্দ লাভ করিবে?

**ভাবার্থ**—এস্থলে বিরহিণী গোপীর পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসম্ভোগের ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে। অর্থাৎ চক্ষুদ্বারা কৃষ্ণের রূপদর্শন, কর্ণের দ্বারা তাহার বাক্য-শ্রবণ, নাসিকা দ্বারা কৃষ্ণঅঙ্গসৌরভের আঘ্রাণ, জিহ্বা দ্বারা কৃষ্ণের অধরসুধাপান, এবং ত্বকের দ্বারা কৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শ।

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥"

**ভিন্দন্নক্ষ্ণোর্মম কলুষতাং শ্যামলঃ শ্যামলাভি-**
**র্লিম্পন্তীভির্গিরিপরিসরং মাধুরীণাং ছটাভিঃ।**
**আবির্ভাবী গুরুতর-চমৎকারভাজঃ কদা মে**
**খেলন্নগ্রে নিখিলকরণানন্দনো নন্দসূনুঃ॥ ৮৭॥**

**অন্বয়**—কদা (কবে) নিখিলকরণানন্দনঃ (সকল ইন্দ্রিয়ের আনন্দদায়ক) শ্যামলঃ (শ্যামকান্তি) নন্দসূনুঃ (নন্দপুত্র কৃষ্ণ) শ্যামলাভিঃ (শ্যামল) গিরিপরিসরং (গোবর্দ্ধন-পর্বতপ্রদেশ) লিম্পন্তীভিঃ (অনুলেপন পূর্ব্বক) মাধুরীণাং ছটাভিঃ (মাধুরীছটায়) অক্ষ্ণোঃ (দু'নয়নের) কলুষতাং (আবিলতা) ভিন্দন্ (অপনয়ন করিয়া) গুরুতর-চমৎকারভাজঃ (নিবিড় চমৎকারমগ্না) মে (আমার) অগ্রে (সম্মুখে) খেলন্ (ক্রীড়ারত) আবির্ভাবী (আবির্ভূত হইবে?)।

**বঙ্গানুবাদ**—(হে সখি!) শ্যামল মাধুরী-ছটায় গোবর্দ্ধন-পর্বত-প্রদেশ অনুলেপনপূর্বক আমার দু-নয়নের আবিলতা অপনয়ন করিয়া, সকল ইন্দ্রিয়ের আনন্দ-দায়ক নিবিড়চমৎকারমগ্না আমার সম্মুখে ক্রীড়ারত শ্যামকান্তি নন্দপুত্র কৃষ্ণ কবে আবির্ভূত হইবে?

**টিপ্পনী**—সখীর প্রতি কোন বিরহিণী গোপীর উক্তি। নয়নের আবিলতা দূর করিয়া—অর্থাৎ নয়ন রঞ্জন করিয়া।

**আনম্রায়াং ময়ি নিজমুখালোকলক্ষ্মীপ্রসাদং**
**খেদশ্রেণীবিরচিতমনোলাঘবায়াং বিধেহি।**
**সেবা ভাগ্যে যদপি ন বিভো! যোগ্যতা মে তথাপি**
**স্মারং স্মারং তব করুণতাপূরমেবং ব্রবীমি ॥ ৮৮ ॥**

**অন্বয়**—বিভো (হে প্রভু!) খেদশ্রেণীবিরচিতমনোলাঘবায়াং (বিলাপ-পরম্পরা দ্বারা মনের লঘুতা প্রকাশ-কারিণী) আনম্রায়াং (চরণ-পতিতা) ময়ি (আমার প্রতি) নিজমুখালোকলক্ষ্মীপ্রসাদং (নিজমুখের দর্শনদানরূপ অনুগ্রহ) বিধেহি (বিধান কর)। যদপি (যদিও) মে (আমার) ভাগ্যে (ভাগ্যে) সেবা (তোমার সেবা) ন (নাই) তথাপি (তথাপি) মে (আমার) যোগ্যতা (যোগ্যতা আছে)। তব (তোমার) করুণতাপূরং (দয়ারাশি) স্মারং স্মারং (বারংবার মনে করিয়াই) এবং (এইরূপ) ব্রবীমি (বলিতেছি)।

**বঙ্গানুবাদ**—হে প্রভু! বিলাপ-পরম্পরা দ্বারা মনের লঘুতা প্রকাশকারিণী, চরণপতিতা আমার প্রতি নিজমুখের দর্শনদানরূপ অনুগ্রহ বিধান কর। যদিও আমার ভাগ্যে তোমার সেবা নাই (কারণ তুমি দূরে চলিয়া গিয়াছ) তথাপি আমার যোগ্যতা আছে। তোমার দয়ারাশি বারংবার মনে করিয়াই আমি এইরূপ বলিতেছি।

**ভাবার্থ**—কোন বিরহিণী গোপী কৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছে—"হে প্রভু! তুমি আমার নিকট হইতে দূরে চলিয়া গিয়া আমাকে তোমার সেবা-ভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছ। কিন্তু এখন একবার আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াও। তোমাকে দেখিয়া নয়ন সার্থক করি। তুমি সর্বশক্তিমান্ বিভু, তুমি তাহা পার। বারংবার দীনভাবে বিলাপ করিয়া আমার চিত্তের লঘুতা প্রকাশ করিয়াছি, কেবল এই ভাবিয়া যে, তুমি করুণার সাগর, দীন ও আর্তজনকে দয়া করিয়া থাক। তাই দয়া করিয়া একবার সম্মুখে দাঁড়াও—এই আমি তোমার চরণে পতিত হইলাম।"

**ক্রীড়াতল্পে নিহিত-বপুষঃ কল্পিতে পুষ্পজালৈঃ**
**স্মিত্বা স্মিত্বা প্রণয়রভসাৎ কুর্ব্বতো নর্ম্মভঙ্গীঃ।**
**বিন্যস্যন্তী তব কিল মুখে পুগকানীং বিধাস্যে**
**কুঞ্জদ্রোণ্যামহমিহ কদা দেব! সেবাবিনোদম্? ॥ ৮৯ ॥**

**অন্বয়**—দেব ( হে দেব ! ) কদা ( কবে ) অহম্ ( আমি ) ইহ ( এই ) কুঞ্জদ্রোণ্যাং ( নিকুঞ্জদেশে ) পুষ্পজালৈঃ ( কুসুমরাশি দ্বারা ) কল্পিতে ( রচিত ) ক্রীড়াতল্পে ( বিহারশয্যায় ) নিহিতবপুষঃ ( অবস্থানকারী ) স্মিত্বা স্মিত্বা ( বারংবার স্মিতহাস্যপূর্বক ) প্রণয়রভসাৎ ( প্রেমাবেশে ) নর্ম্মভঙ্গীঃ ( কৌতুকরঙ্গ ) কুর্বতঃ ( কারী ) তব ( তোমার ) মুখে ( মুখে ) পূগকালীং ( গুবাকচূর্ণ-অর্থাৎ সুপারীচূর্ণ ) বিন্যস্তন্তী ( অর্পণ করিয়া ) সেবা-বিনোদং ( সেবা-প্রীতি ) বিধাস্যে ( দান করিব ) ?

**বঙ্গানুবাদ**—হে দেব ! কবে আমি এই নিকুঞ্জদেশে কুসুমরাশি দ্বারা রচিত বিহার-শয্যায় অবস্থানকারী এবং বারংবার স্মিতহাস্যপূর্বক প্রেমাবেশে কৌতুকরঙ্গকারী তোমার মুখে সুপারীচূর্ণ অর্পণ করিয়া সেবা-প্রীতি দান করিব ?

**টিপ্পনী**—পূর্বে যমুনা-কুঞ্জে গোপী যেভাবে কৃষ্ণের সহিত বিহার করিয়াছিল —তাহাই এখন তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছে।

**ইত্যুন্নদ্ধৈঃ পশুপরমণীমণ্ডলীনাং বিলাপৈ—**
**র্ভূয়োভূয়ঃ করুণকরুণৈরদ্য কীর্ণান্তরস্য।**
**উদ্যদ্বাষ্পা ত্যজতি পরিতো রুদ্ধকর্ণা করাভ্যাং**
**দূরাৎ পান্থাবলিরপি সখে ! যস্য সীমোপকণ্ঠম্ ॥ ৯০ ॥**

**অন্বয়**—সখে ( হে সখে ! ) ইতি ( এইরূপে ) উন্নদ্ধৈঃ ( বিস্তৃত ) পশুপরমণীমণ্ডলীনাং ( গোপাঙ্গনাদিগের ) করুণকরুণৈঃ ( অতিকরুণ ) অদ্য ( আজ ) ভূয়োভূয়ঃ ( মুহুর্মুহুঃ ) বিলাপৈঃ ( বিলাপোক্তি দ্বারা ) কীর্ণান্তরস্য ( পরিপূরিত ) যস্য ( যে গোকুলের ) সীমোপকণ্ঠং ( সীমান্তপ্রদেশ-সান্নিধ্য ) পান্থাবলিঃ অপি ( পথিকগণও ) পরিতঃ ( সর্বপ্রকারে ) উদ্যদ্বাষ্পাঃ ( উদ্গতাশ্রু হইয়া ) করাভ্যাং ( হস্ত দ্বারা ) রুদ্ধকর্ণাঃ ( কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া ) দূরাৎ ( দূর হইতে ) ত্যজতি ( পরিত্যাগ করিয়া থাকে )।

**বঙ্গানুবাদ**—হে সখে ! এইরূপে গোপাঙ্গনাদিগের অতিকরুণ ও বিস্তৃত মুহুর্মুহুঃ বিলাপোক্তিদ্বারা পরিপূরিত যে গোকুলের সীমান্তপ্রদেশ-সান্নিধ্য আজ পথিকগণও সর্বপ্রকারে উদ্গতাশ্রু হইয়া এবং হস্ত দ্বারা কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

**টিপ্পনী**—এতক্ষণ গোপীগণের বিলাপ বর্ণনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন। হস্ত দ্বারা কর্ণাচ্ছাদনের হেতু বিলাপের অতিদীনতা।

**যুক্তং শৃঙ্গীকনকনিকরালিঙ্গিতাঙ্গৈস্তুরঙ্গৈ—**
**র্দৃষ্ট্বা নন্দীশ্বরতটভুবি স্যন্দনং তে মিলন্তম্।**
**মামাশঙ্ক্য স্ফুটমুপগতং সন্নিধাতব্যমারা—**
**দ্ধাবন্তীভিস্তরল-তরলং রাধিকায়াঃ সখীভিঃ ॥ ৯১ ॥**

**অন্বয়**—শৃঙ্গীকনকনিকরালিঙ্গিতাঙ্গৈঃ (সুবর্ণালঙ্কারসমূহ দ্বারা ভূষিতাঙ্গ) তুরঙ্গৈঃ যুক্তং (অশ্বযুক্ত) তে (তোমার) স্যন্দনং (রথকে) নন্দীশ্বরতটভুবি (নন্দীশ্বর-পর্ব্বতের উপত্যকায়) মিলন্তং (আসিতে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) স্ফুটং (সাক্ষাৎ) মাম্ (আমি) উপগতং (আসিয়াছি) আশঙ্ক্য (মনে করিয়া) আরাৎ (দূর হইতে) তরলতরলং (অতিচঞ্চলতার সহিত) ধাবন্তীভিঃ (ধাবমান হইয়া) রাধিকায়াঃ (শ্রীরাধার) সখীভিঃ (সখীবৃন্দ) সন্নিধাতব্যম্ (উপস্থিত হইবে)।

**বঙ্গানুবাদ**—স্বর্ণালঙ্কারসমূহ দ্বারা ভূষিতাঙ্গ-অশ্বযুক্ত তোমার রথকে নন্দীশ্বর-পর্ব্বতের উপত্যকায় আসিতে দেখিয়া, সাক্ষাৎ আমি আসিয়াছি—এই মনে করিয়া দূর হইতে শ্রীরাধার সখীবৃন্দ অতিচঞ্চলতার সহিত ধাবমান হইয়া উপস্থিত হইবে।

**টিপ্পনী**—শৃঙ্গীকনক—অলঙ্কার নির্মাণের জন্য যে সুবর্ণ, তাহাকে "শৃঙ্গীকনক" বলে। এস্থলে স্বর্ণালঙ্কার।

**গোপালীনামপি বপুরলঙ্কারলীলাং দধানো**
**যেষাং নব্যঃ কিশলয়গণো রাগিণং মাঞ্চকার।**
**ভ্রাম্যদ্ভৃঙ্গাবলিষু ভবতা তেষু শস্তাশিষাং মে**
**বৃন্দং বৃন্দাবনবিটপিষু প্রাজ্ঞ! বিজ্ঞাপনীয়ম্ ॥ ৯২ ॥**

**অন্বয়**—প্রাজ্ঞ! (হে বিজ্ঞ!) যেষাং (যাহাদের) নব্যঃ (নবীন) কিশলয়গণঃ (কিশলয়-সমূহ) গোপালীনামপি (গোপাঙ্গনাদিগেরও) বপুরলঙ্কারলীলাং (দেহভূষণের বিলাস) দধানঃ (ধারণ করিয়া) মাং (আমাকে) রাগিণং (তাহাদের প্রতি অনুরক্ত) চকার (করিত) ভ্রাম্যদ্ভৃঙ্গাবলিষু (ভ্রাম্যমান ভ্রমরযুক্ত) তেষু (সেই সকল) বৃন্দাবনবিটপিষু (বৃন্দাবনের

বৃক্ষসমূহকে) ভবতা (তুমি) মে (আমার) শস্তাশিষাং (উত্তমাশীর্ব্বাদ) বৃন্দং (সমূহ) বিজ্ঞাপনীয়ম্ (জানাইবে)।

**বঙ্গানুবাদ**—হে বিজ্ঞ! যাহাদের নবীন কিশলয়সমূহ গোপাঙ্গনাদিগেরও হৃদয়ঙ্গমের বিলাস ধারণ করিয়া আমাকে তাহাদের প্রতি অনুরক্ত করিত—ভ্রাম্যমান ভ্রমরযুক্ত বৃন্দাবনের সেই সকল বৃক্ষসমূহকে তুমি আমার উত্তমাশীর্ব্বাদ-সমূহ জানাইবে।

**টিপ্পনী**—শ্রীকৃষ্ণের মনে গোকুলে বসন্ত-স্মৃতির উদয় হইয়াছে। বসন্ত-কালেই বৃক্ষসমূহে নবীন কিশলয়ের আবির্ভাব। বৃন্দাবনের তরু-লতাদি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পরিকর। শ্লোক—৯—ভাবার্থ দ্রষ্টব্য।

**মত্তা বংশীনিনদমধুভি স্তূর্ণগাস্তর্ণকানাং**
**যা মুঞ্চন্ত্যঃ প্রণয়মভিতঃ সস্রুরশ্রুপ্লুতাক্ষ্যঃ।**
**তাসামুচ্চৈর্মম পরিপঠন্ কামতো নামধেয়ং**
**ক্ষেমং পৃচ্ছেস্তমথ নিচয়ে নীচকৈর্নৈচিকীনাম্ ॥ ৯৩ ॥**

**অন্বয়**—অথ (তাহার পর) যাঃ (যাহারা) বংশীনিনদমধুভিঃ (মনোহর বংশীরবে) মত্তাঃ (মত্ত হইয়া) তর্ণকানাং (বৎসগণের প্রতি) প্রণয়ং (স্নেহ) মুঞ্চন্ত্যঃ (ত্যাগ করিয়া) তূর্ণগাঃ (সত্বর আগমন করিত) অশ্রুপ্লুতাক্ষ্যঃ (অশ্রুপরিপ্লুত নয়নে) অভিতঃ (চতুর্দিকে) সস্রুঃ (আগমন করিত) ত্বং (তুমি) তাসাং (সেই সকল) নৈচিকীনাং (উত্তম গাভীগণের) নিচয়ে (সমূহের নিকট) কামতঃ (স্বেচ্ছায়) মম (আমার) নামধেয়ং (নাম) উচ্চৈঃ (উচ্চৈঃ স্বরে) পরিপঠন্ (কীর্ত্তন করিয়া) নীচকৈঃ (ধীরে ধীরে) ক্ষেমং (কুশল) পৃচ্ছেঃ (প্রশ্ন করিবে)।

**বঙ্গানুবাদ**—তাহার পর, যাহারা মনোহর বংশীরবে মত্ত হইয়া বৎসগণের প্রতি স্নেহ ত্যাগ করিয়া সত্বর অশ্রুপরিপ্লুত নয়নে আমার চতুর্দিকে আগমন করিত—সেইসকল উত্তম গাভীসমূহের নিকট তুমি স্বেচ্ছায় উচ্চৈঃস্বরে আমার নামকীর্ত্তন করিয়া ধীরে ধীরে কুশল প্রশ্ন করিবে।

**ডিম্ভব্যূহং হৃতবতি বিধৌ তত্তদাভস্তদাহং**
**স্তন্যং যাসাং মধুরমধয়ং বৎসরং বৎসলানাম্।**
**বারং বারং মম নতিগণান্ বিজ্ঞ! বিজ্ঞাপয়েথা**
**নম্রস্তাসাং জরঠপশুপীমণ্ডলীনাং পদেষু ॥ ৯৪ ॥**

**অন্বয়**—বিজ্ঞ ( হে বিজ্ঞ ! ) বিধৌ ( ব্রহ্মা ) ডিম্ভব্যূহং ( গোপবালকগণকে ) হৃতবতি ( হরণ করিয়াছিলেন ) অহং ( আমি ) তদা ( তখন ) তদ্ভাবঃ ( সেই সেই বালকস্বরূপ হইয়া ) বৎসরং ( এক বৎসরকাল যাবৎ ) বৎসলানাং ( স্নেহবতী গোপবৃদ্ধাগণের ) যাসাং ( যে সকল ) মধুরং ( সুমিষ্ট ) স্তন্যং ( স্তনদুগ্ধ ) অধয়ম্ ( পান করিয়াছিলাম ) নম্রঃ ( তুমি বিনীত হইয়া ) তাসাং ( সেই সকল ) জরঠপশুপীমণ্ডলীনাং ( বৃদ্ধা গোপীগণের ) পদেষু ( চরণসমূহে ) বারংবারং ( বারংবার ) মম ( আমার ) নতিগণান্ ( বহু প্রণাম ) বিজ্ঞাপয়েথাঃ ( নিবেদন করিবে )।

**বঙ্গানুবাদ**—হে বিজ্ঞ ! ব্রহ্মা যখন গোপবালকগণকে হরণ করিয়াছিলেন, তখন আমি ( নিজ মায়ায় ) সেই সেই বালকস্বরূপ হইয়া একবৎসরকাল যাবৎ যে সকল স্নেহবতীগণের সুমিষ্ট স্তন-দুগ্ধ পান করিয়াছিলাম—তুমি বিনীত হইয়া সেই সকল বৃদ্ধা গোপীগণের চরণসমূহে বারংবার আমার বহু প্রণাম নিবেদন করিবে।

**টিপ্পনী**—শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মমোহন-লীলা বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মা গোবৎস এবং গোপবালক—উভয়কেই হরণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বনভোজনের সময় ইহা ঘটিয়াছিল। কৃষ্ণ গোবৎস-গণের অন্বেষণার্থ যখন বনে প্রবেশ করেন—তখন ভোজনস্থান হইতে গোপবালকগণকে অপহরণ করেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মনে করেন, ব্রহ্মা হরণ করিতে উদ্যত হইলে যোগমায়া সত্য গোবৎস ও বালকগণকে আচ্ছাদন করিয়া বহিরঙ্গ মায়া দ্বারা সদ্যঃ কল্পিত বৎস ও বালকগণকে দেখাইয়াছিলেন। ব্রহ্মা তাহাদিগকেই হরণ করেন। কারণ কৃষ্ণ-মহিমাপরীক্ষার বাসনা ব্রহ্মার পক্ষে মায়ামুগ্ধ না হইলে সম্ভব হয় না। ব্রহ্মার অপহরণ-ক্ষণেই তাহা জানিতে পারিয়া, যেন বুঝিতে পারেন নাই, এইরূপ অভিনয় করিয়া নটের ন্যায় উভয়ের অন্বেষণ করিয়াছিলেন। গোপীগণ কৃষ্ণমায়াকল্পিত স্ব-স্ব বালকগণকে ক্রোড়ে তুলিয়া স্তন্যপান করাইয়াছিলেন ( ভাগবত-১০/১৩/২২ )। তারপর বহুকাল গত হইয়াছে; সেইসকল গোপীমাতৃবৃন্দ এখন বার্দ্ধক্যদশায় উপনীত। তাই 'জরঠা' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্রহ্মমোহনকাল এক বৎসর।

**আমোদং যে মম বিদধিরে মামহংপূর্ব্বকাভি**
**র্দূরে যান্তং কুসুমিতবনালোকনায় স্পৃশন্তঃ।**
**শ্রীদামাদ্যাঃ প্রিয়সহচরা হন্ত মন্নামতস্তে**
**পৌনঃপুন্যান্নিপুণ! ভবতা তুঙ্গমালিঙ্গনীয়াঃ ॥ ৯৫ ॥**

**অন্বয়**—নিপুণ (হে নিপুণ!) কুসুমিতবনালোকনায় (পুষ্পিত বনদর্শনের নিমিত্ত) দূরে (দূরে) যান্তং (গমন করিলে) মাং (আমাকে) অহংপূর্ব্বিকাভিঃ (আমি অগ্রে স্পর্শ করিব-এইরূপ স্পর্দ্ধা দ্বারা) স্পৃশন্তঃ (স্পর্শ করিয়া) শ্রীদামাদ্যাঃ (শ্রীদাম প্রভৃতি) প্রিয়সহচরাঃ (প্রিয়সখাগণ) মম (আমার) আমোদং (আনন্দ) বিদধিরে (বিধান করিত); হন্ত (হায়!) ভবতা (তুমি) তে (তাহাদিগকে) মন্নামতঃ (আমার নাম করিয়া) পৌনঃপুন্যাৎ (বারংবার) তুঙ্গং (গাঢ়) আলিঙ্গনীয়াঃ (আলিঙ্গন করিবে)।

**বঙ্গানুবাদ**—হে (দূতকার্য্যে) নিপুণ! (বসন্তে) পুষ্পিত বনদর্শনের নিমিত্ত আমি দূরে গমন করিলে শ্রীদাম প্রভৃতি যেসব প্রিয়সখাগণ অহমহমিকা দ্বারা (অর্থাৎ 'আমি অগ্রে স্পর্শ করিব' এইরূপ স্পর্দ্ধা দ্বারা) আমাকে স্পর্শ করিয়া আমার আনন্দ বিধান করিত—হায়! তুমি তাহাদিগকে আমার নাম করিয়া (অর্থাৎ কৃষ্ণ তোমাদিগকে আলিঙ্গন করিতেছে'—এই বলিয়া) বারংবার গাঢ় আলিঙ্গন করিবে।

**টিপ্পনী**—শ্রীদাম প্রভৃতি প্রিয়সখা—শ্লোক—১৯ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

**হত্বা রঙ্গস্থলভুবি ময়া ধীর! কংসং নৃশংসং**
**কাকুন্মিশ্রৈঃ শপথশতকৈর্গোকুলং প্রেষিতস্ত্বং।**
**আনম্রস্ত্বং চরণযুগলং বল্লবেন্দ্রস্য কামং**
**নামগ্রাহং মম গুণনিধে! বন্দমানো দধীথাঃ ॥ ৯৬ ॥**

**অন্বয়**—গুণনিধে, ধীর (হে গুণনিধে! ধীর!) রঙ্গস্থলভুবি (রঙ্গস্থল ভূমিতে) নৃশংসং (নিষ্ঠুর) কংসং (কংসকে) হত্বা (বধ করিয়া) কাকুন্মিশ্রৈঃ (দীনোক্তিপূর্ণ) শপথশতকৈঃ (শত শপথ-বাক্য দ্বারা) ময়া (আমি) গোকুলং (গোকুলে) প্রেষিতস্ত্বং (পাঠাইয়াছিলাম) বল্লবেন্দ্রস্য (গোপরাজ নন্দের) চরণযুগলং (চরণযুগল) ত্বং (তুমি) আনম্রঃ (অবনত হইয়া) মম (আমার) নামগ্রাহং (নাম উচ্চারণ করিয়া) কামং (সম্যক্‌রূপে) বন্দমানঃ (বন্দনা পূর্ব্বক) দধীথাঃ (গ্রহণ করিবে)।

**বঙ্গানুবাদ**—হে গুণনিধে! ধীর! রঙ্গস্থলভূমিতে নিষ্ঠুর কংসকে বধ করিয়া দীনোক্তিপূর্ণ শত শপথবাক্য দ্বারা আমি (যাঁহাকে) গোকুলে পাঠাইয়াছিলাম—সেই গোপরাজ নন্দের চরণযুগল, তুমি অবনত হইয়া আমার নামোচ্চারণ করিয়া (অর্থাৎ, "কৃষ্ণ আপনাকে প্রণাম করিতেছে"—এই বলিয়া) সম্যক্‌রূপে বন্দনাপূর্বক গ্রহণ করিবে।

**টিপ্পনী**—**রঙ্গস্থলভুবি**—কৃষ্ণ অতিসত্বর অন্যের অলক্ষ্যে বেগে মঞ্চে লম্ফ দিয়া আরোহণ করেন এবং মঞ্চ হইতে কংসকে রঙ্গস্থলে ফেলিয়া দিয়া তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়েন। তাহাতেই কংসের মৃত্যু হইয়াছিল। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৪।৩৭)।

**কাকুম্মিশ্রৈঃ শপথশতকৈঃ**—শ্রীকৃষ্ণ নন্দকে বলিয়াছিলেন—"আপনারা এখন গোকুলে গমন করুন; আমরা পরে স্নেহদুঃখিত আপনাদিগকে ব্রজে দেখিতে যাইব" (ভাগবত—১০।৪৫।২৩)।

তাং বন্দেথা মম সবিনয়ং নামতঃ ক্ষামগাত্রী-
মাক্রোশন্তীং খল-নরপতিং সাঙ্গুলীভঙ্গমুচ্চৈঃ।
অন্তশ্চিন্তাবিলুলিতমুখীং হা মদেকপ্রসূতিং
সর্বাঙ্গৈস্ত্বং কলিতবসুধালম্বমম্বাং যশোদাম্॥ ৯৭॥

**অন্বয়**—ত্বং (তুমি) মম (আমার) নামতঃ (নামোচ্চারণ করিয়া) ক্ষামগাত্রীং (কৃশাঙ্গী) সাঙ্গুলীভঙ্গং (অঙ্গুলী-নির্দেশ দ্বারা) উচ্চৈঃ (উচ্চস্বরে) খল-নরপতিং (দুষ্টনৃপতি কংসকে) আক্রোশন্তীং (অভিশাপদাত্রী) অন্তশ্চিন্তা-বিলুলিতমুখীং (দুশ্চিন্তা দ্বারা বিষণ্ণমুখী) হা (হায়!) মদেকপ্রসূতিং (আমিই যাঁহার একমাত্র সন্তান) তাং (সেই) অম্বাং যশোদাং (যশোদা মাতাকে) সর্বাঙ্গৈঃ কলিতবসুধালম্বং (সর্বাঙ্গ দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া—অর্থাৎ সাষ্টাঙ্গে) সবিনয়ং (বিনীত হইয়া) বন্দেথাঃ (প্রণাম করিবে)।

**বঙ্গানুবাদ**—তুমি আমার নামোচ্চারণ করিয়া (অর্থাৎ "কৃষ্ণ আপনাকে প্রণাম করিতেছে"—এই বলিয়া) (মদ্বিরহে) কৃশাঙ্গী, অঙ্গুলীনির্দেশ দ্বারা উচ্চস্বরে দুষ্ট নৃপতি কংসকে ("যে আমার নয়নমণি কৃষ্ণকে আমার নিকট হইতে লইয়া গিয়াছে, তাহার সর্বনাশ হউক"—এইরূপ)—অভিশাপদাত্রী,

দুশ্চিন্তাদ্বারা বিষণ্ণমুখী এবং হায়! আমিই যাঁহার একমাত্র সন্তান—সেই যশোদা মাতাকে সর্বাঙ্গদ্বারা ভূমিস্পর্শ করিয়া বিনীত হইয়া প্রণাম করিবে।

**টিপ্পনী—যশোদা**—পূর্বজন্মে দ্রোণপত্নী ধরাদেবী ছিলেন (ভাগবত—১০।৮)। শ্রীকৃষ্ণের অনাদিসিদ্ধ নিত্য পরিকর। বাৎসল্য ভাবের ভক্ত। তাঁহাতে কেবলা বাৎসল্যরতি। কৃষ্ণের গুরুস্থানীয় পূজ্য কেহ নাই। কিন্তু বাৎসল্যরস আস্বাদনের নিমিত্ত নিত্যপরিকরদিগের মধ্যে ঐরূপ ভাব সঞ্চারিত করিয়া থাকেন। যশোদার অঙ্গকান্তি নীলপদ্মের শ্যামবর্ণ হইতেও শ্যাম (ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু—৩।৪।৯)। ভাগবতে (১০।৯।৩) ব্রজেশ্বরীর রূপবর্ণনা আছে।

**সাষ্টাঙ্গপ্রণাম**—"দোর্ভ্যাং পদ্ভ্যাঞ্চ জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা।
মনসা বচসা চেতি প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ॥"
(হরিভক্তিবিলাস-ধৃত—আগমবচন)

—অর্থাৎ হস্ত, পদ, জানু, বক্ষঃ, মস্তক, নয়ন, মন, বাক্য—এই অষ্টাঙ্গদ্বারা প্রণাম।

**যা নিঃশ্বাসোদ্গমবলয়িনং হা-রবং মুঞ্চমানা**
**খেদোদগ্রং মম গুণকথামন্তরেণান্তরেণ।**
**ক্ষামীভূতা ক্ষিতিপতিপুরীবর্ত্ম বিন্যস্তনেত্রা**
**বাষ্পোদ্গারস্নপিতবসনা বাসরাণি ক্ষিপন্তী॥ ৯৮॥**

**অন্বয়**—যা (যে যশোদামাতা) মম (আমার) গুণকথাম্ (গুণকীর্ত্তনের) অন্তরেণ অন্তরেণ (মধ্যে মধ্যে) খেদোদগ্রং (দুঃখদারুণ) নিঃশ্বাসোদ্গম-বলয়িনং (দীর্ঘনিশ্বাসযুক্ত) হা-রবং (হা কৃষ্ণ!—এইশব্দ) মুঞ্চমানা (ত্যাগ করিতেছেন) ক্ষামীভূতা (কৃশাঙ্গী) ক্ষিতিপতিপুরীবর্ত্ম বিন্যস্তনেত্রা (মথুরার পথের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন) বাষ্পোদ্গারস্নপিতবসনা (অশ্রুজলে অঙ্গবসন সিক্ত করিয়া) বাসরাণি (দিনগুলি) ক্ষিপন্তী (কাটাইতেছেন)।

**বঙ্গানুবাদ**—যে যশোদামাতা আমার গুণকীর্ত্তনের মধ্যে মধ্যে দুঃখদারুণ দীর্ঘনিশ্বাসযুক্ত "হা কৃষ্ণ" এই শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন, (চিন্তা দ্বারা) যিনি কৃশাঙ্গী হইয়াছেন, যিনি মথুরার পথের দিকে (আমার আগমনের আশায়) দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন এবং অশ্রুজলে অঙ্গ-বসন সিক্ত করিয়া দিনগুলি কাটাইতেছেন। (পূর্ব শ্লোকের সহিত অন্বয়)।

[ইহার পর তিনটি শ্লোকে "বিশেষক" রচিত হইয়াছে।]

অক্রূরাখ্যে হৃতবতি হঠাজ্জীবনং মাং নিদাঘে
বিন্দন্তীনাং মুহুরবিরলাকারমন্তর্বিদারম্।
সদ্যঃ শুষ্যন্মুখবনরুহাং বল্লবীদীর্ঘিকাণাং
যাসামাশামৃদমনুস্থতাঃ প্রাণকূর্মা বসন্তি ॥ ৯৯ ॥

**অন্বয়**—অক্রূরাখ্যে (অক্রূর নামক) নিদাঘে (গ্রীষ্মকাল) জীবনং মাং (জলরূপ, প্রাণরূপ আমাকে) হঠাৎ (বলপূর্ব্বক) হৃতবতি (হরণ, শোষণ করিলে পর) মুহুঃ (ক্রমানুসারে) অন্তর্বিদারং (বিদীর্ণ হৃদয়, শুষ্ক অন্তর) অবিরলাকারং (কৃশাকার) বিন্দন্তীনাং (ধারণ করিয়া) সদ্যঃ (হঠাৎ) শুষ্যন্মুখবনরুহাং (মুখরূপ পদ্ম শুষ্কতা প্রাপ্ত হইয়া) যাসাং (যে সকল) বল্লবীদীর্ঘিকাণাং (গোপীরূপ সরোবরসমূহের) প্রাণকূর্ম্মাঃ (প্রাণরূপ কচ্ছপ সমূহ) আশামৃদম্ (আশারূপ মৃত্তিকাকে) অনুস্থতাঃ (আশ্রয় করিয়া) বসন্তি (বাস করিতেছে)।

**বঙ্গানুবাদ**—অক্রূর-নামক গ্রীষ্মকাল জলরূপ (প্রাণরূপ) আমাকে বলপূর্ব্বক হরণ (শোষণ) করিলে পর, ক্রমানুসারে বিদীর্ণ হৃদয় (শুষ্ক অন্তর) ও কৃশাকার ধারণ করিয়া, হঠাৎ মুখরূপ পদ্ম শুষ্কতা প্রাপ্ত হইয়া যে সকল গোপীরূপ সরোবরের প্রাণরূপ কচ্ছপসমূহ আশারূপ মৃত্তিকা আশ্রয় করিয়া (লিপ্ত করিয়া) বাস করিতেছে।

**টিপ্পনী**—এই শ্লোকে সমস্তবস্তুবিষয়ক সাঙ্গ "রূপক" অলঙ্কার। গ্রীষ্মে পুষ্করিণীর জল ও পদ্ম শুষ্কতা প্রাপ্ত হইলে কূর্ম্মগণ শীর্ণকায় হইয়া শরীর মৃল্লিপ্ত করিয়া বাস করে। গোপীগণ কৃষ্ণবিরহে শুষ্কমুখ ও বিদীর্ণহৃদয় হইয়া আশাকে অবলম্বন করিয়া প্রাণধারণ করিতেছেন।

তাসাং বদ্ধাঞ্জলিরনুসরেরন্তিকং যন্ত্রিতাত্মা
শঙ্কাভিস্ত্বং ক্লমপরিণমদ্বিক্রিয়াণাং প্রিয়াণাম্।
দূত্যং কুর্বন্নসি গুণনিধে! সাপরাধস্য মন্মে
ভর্ত্তুর্দোষাদপি হি কুশলা হন্ত দূষ্যন্তি ভৃত্যাঃ ॥ ১০০ ॥

**অন্বয়**—গুণনিধে (হে গুণনিধে!) যৎ (যেহেতু) সাপরাধস্য (অপরাধী) মে (আমার) দূত্যং (দৌত্যকার্য্য) কুর্ব্বন্ অসি (তুমি করিতে যাইতেছ) ত্বং (তুমি) শঙ্কাভিঃ (অভিশাপভয়ে) যন্ত্রিতাত্মা (ব্যাকুলচিত্ত) বদ্ধাঞ্জলিঃ

(অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক) ক্রমপরিণমদ্বিক্রিয়াণাং (দুঃখহেতু অঙ্গবিকারপ্রাপ্ত) প্রিয়াণাং (প্রিয়তমা গোপীদিগের) অন্তিকং (নিকটে) অনুসরেঃ (গমন করিবে) হন্ত (হায়!) হি (যেহেতু) কুশলা অপি (নিপুণ হইলেও) ভৃত্যাঃ (ভৃত্যগণ) ভর্ত্তুঃ (প্রভুর) দোষাৎ (দোষে) দুষ্যন্তি (দোষী হইয়া থাকে)।

**বঙ্গানুবাদ**—হে গুণনিধে! যেহেতু অপরাধী আমার দৌত্যকার্য্য তুমি করিতে যাইতেছ, অতএব অভিশাপভয়ে ব্যাকুলচিত্ত তুমি অঞ্জলিবন্ধনপূর্বক (অর্থাৎ যুক্ত-করে) দুঃখহেতু অঙ্গবিকারপ্রাপ্ত সেই সকল প্রিয়তমা গোপীদিগের নিকটে গমন করিবে। হায়! যেহেতু নিপুণ ভৃত্যগণও প্রভুর দোষে দোষী হইয়া থাকে।

**টিপ্পনী**—কৃষ্ণ ব্রজে পুনরাগমনের কথা দিয়া তাহা রাখিতে পারেন নাই—ইহাই গোপীগণ হইতে অভিশাপ-ভয়ের হেতু। উদ্ধবকে দেখিলে গোপীদিগের ক্রোধ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইবে।

**মন্নেপথ্য-স্তবকিতভবদীক্ষণেনাকুলানাং**
**তুঙ্গাতঙ্কোত্তরলিতমনঃকল্পনাজল্পভাজাম্।**
**তিষ্ঠন্নাসাং পথি নয়নয়োর্নিঃশলাকং গতানাং**
**সন্দেশং মে লঘু লঘু সখে! হারিণং ব্যাহরেথাঃ ॥ ১০১ ॥**

**অন্বয়**—সখে (হে সখে!) মন্নেপথ্য-স্তবকিতভবদ্বীক্ষণেন (আমার পরিচ্ছদ-ভূষিত তোমার দর্শনে) আকুলানাং (সচকিত) তুঙ্গাতঙ্কোত্তরলিতমনঃ-কল্পনাজল্পভাজাং (মহাভয়হেতু চঞ্চল মনের কল্পনায় পরস্পর আলাপরত) গতানাং (সমাগত) আসাং (এই সকল) (প্রিয়াণাং) নয়নয়োঃ পথি (নয়নপথে) নিঃশলাকং (নির্জনে অর্থাৎ অবাধে) তিষ্ঠন্ (দণ্ডায়মান হইয়া) মে (আমার) হারিণং (চিত্তহারী) সন্দেশং (বার্ত্তা) লঘু লঘু (ধীরে ধীরে) ব্যাহরেথাঃ (বলিবে)।

**বঙ্গানুবাদ**—হে সখে! আমার পরিচ্ছদ-ভূষিত তোমার দর্শনে সচকিত, মহাভয়হেতু চঞ্চল মনের কল্পনায় পরস্পর আলাপরত এবং সমাগত এই সকল গোপীগণের নয়নপথে অবাধে দণ্ডায়মান হইয়া আমার চিত্তহারী বার্ত্তা ধীরে ধীরে বলিবে।

**টিপ্পনী**—মন্নেপথ্য ইত্যাদি। উদ্ধব কৃষ্ণের ব্যবহৃত বসন-ভূষণ পরিধান করিতেন। ( শ্লোক—৪ উদ্ধবের বৈষ্ণব পরিচয় দ্রষ্টব্য )।

তুঙ্গাতঙ্ক···ইত্যাদি—মহাভয়—অর্থাৎ এ আবার কী বলিতে আসিয়াছে ?

## শ্লোক-১০২ হইতে শ্লোক-১১৫

### —গোপী-সন্দেশঃ—

**যঃ কালিন্দীবনবিহরণোদ্দামকামঃ কলাবান্**
**বৃন্দারণ্যান্নরপতিপুরং গান্দিনীয়েন নীতঃ।**
**কুর্ব্বন্ দূত্যং প্রণয়সচিবস্তস্য গোপেন্দ্রসূনো-**
**র্দেবীনাং বঃ সপদি সবিধং লব্ধবানুদ্ধবোঽস্মি ॥ ১০২ ॥**

**অন্বয়**—কালিন্দীবনবিহরণোদ্দামকামঃ ( যমুনার বনবিহারে সমধিক অভিলাষী ) কলাবান্ ( চতুঃষষ্টি কলা-নিপুণ ) যঃ ( যাহাকে ) গান্দিনীয়েন ( গান্দিনীতনয় অক্রূর ) বৃন্দারণ্যাৎ ( বৃন্দাবন হইতে ) নরপতিপুরং ( মথুরায় ) নীতঃ ( লইয়া গিয়াছে ) তস্য ( সেই ) গোপেন্দ্রসূনোঃ ( গোপরাজ-নন্দপুত্র কৃষ্ণের ) প্রণয়সচিবঃ ( নর্মসচিব ) দূত্যং কুর্বন্ ( দূত হইয়া ) সপদি ( সহসা ) দেবীনাং ( গোপদেবী ) বঃ ( আপনাদের ) সবিধং ( নিকট ) লব্ধবান্ ( আসিয়াছি ) উদ্ধবঃ ( উদ্ধবনামধারী ) অস্মি ( আমি )।

**বঙ্গানুবাদ**—যমুনার ( তীরস্থ ) বনবিহারে সমধিক অভিলাষী, ( চতুঃষষ্টি ) কলা-নিপুণ, এবং যাহাকে গান্দিনী-তনয় অক্রূর বৃন্দাবন হইতে মথুরায় লইয়া গিয়াছে—সেই গোপরাজ-নন্দপুত্র কৃষ্ণের নর্মসচিব এবং তাহার দূত হইয়া উদ্ধব-নামধারী আমি সহসা গোপদেবী আপনাদের নিকট আসিয়াছি।

**তাপোন্মন্দ-শ্বসিতপটলীদূয়মানাধরশ্রী-**
**র্মুক্তক্রীড়ো ধবলিমধুরা-হিণ্ডিরক্ষাম-গণ্ডঃ।**
**স্মারং স্মারং গুণ-পরিচয়ং হন্ত বঃ ক্লান্তচেতাঃ**
**সোঽয়ং কান্তঃ কিমপি সরলাঃ ! সুন্দরং সন্দিদেশ ॥ ১০৩ ॥**

**অন্বয়**—সরলাঃ ( হে সরলস্বভাবা ! ) তাপোন্মন্দ-শ্বসিতপটলী-দূয়মানাধরশ্রীঃ ( বিরহ-তাপের দীর্ঘশ্বাসে যাহার অধর-সৌন্দর্য ম্লান হইয়াছে ) ধবলিমধুরাহিণ্ডি-রক্ষামগণ্ডঃ ( শ্বেতিমাধার সমুদ্রফেনের ন্যায় ক্ষীণগণ্ডস্থলবিশিষ্ট ) মুক্তক্রীড়ঃ ( যিনি কেলি পরিত্যাগ করিয়াছেন ) বঃ ( আপনাদের ) গুণপরিচয়ং

(গুণসম্পর্ক) স্মারং স্মারং (বারংবার স্মরণ করিয়া) ক্লান্তচেতাঃ (ব্যথিতচিত্তে) সোঽয়ং (সেই) কান্তঃ (প্রিয়তম) কিমপি সুন্দরং (অনির্বচনীয় সুন্দর) সন্দিদেশ (বার্ত্তা পাঠাইয়াছেন)। হন্ত (হায়!)

**বঙ্গানুবাদ**—হে সরলস্বভাবা! বিরহতাপের দীর্ঘশ্বাসে যাহার অধর-সৌন্দর্য ম্লান হইয়াছে, শ্বেতিমাধার সমুদ্রফেনের ন্যায় ক্ষীণগণ্ডস্থলবিশিষ্ট, এবং যিনি (দীর্ঘকাল) কেলি পরিত্যাগ করিয়াছেন,—আপনাদের গুণসম্পর্ক বারংবার স্মরণ করিয়া ব্যথিতচিত্তে সেই প্রিয়তম (কৃষ্ণ) অনির্বচনীয়-সুন্দর বার্ত্তা পাঠাইয়াছেন। হায়!

**কচ্চিদ্ভীতিং ন ভজত মুহুর্দানবেভ্যঃ পুরাবৎ**
**কল্যাণং বঃ সরলহৃদয়াঃ! কচ্চিদুল্লালসীতি?।**
**কচ্চিদ্ যূয়ং স্মরথ সরসং তত্র চিত্তানুকূলং**
**কুঞ্জে কুঞ্জে কৃতমথ ময়া তচ্চ সেবা-প্রপঞ্চম্?॥ ১০৪॥**

**অন্বয়**—সরলহৃদয়াঃ (হে সরলহৃদয়া!) যূয়ং (তোমরা) পুরাবৎ (পূর্ব্বের ন্যায়) দানবেভ্যঃ (দানবগণ হইতে) মুহুঃ (বারংবার) ভীতিং (ভয়) ন ভজত (পাওনা) কচ্চিৎ (?ত); বঃ (তোমাদের) কল্যাণং (মঙ্গল) কচ্চিৎ (?ত); বং (তোমাদের) কল্যাণং (মঙ্গল) কচ্চিৎ (?ত) উল্লালসীতি (উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে); তত্র (সেখানে) কুঞ্জে কুঞ্জে (কুঞ্জসমূহে) সরসং (প্রেমাবেশে) চিত্তানুকূলং (মনোরম) ময়া (আমি) কৃতং (করিয়াছিলাম) তং (সেই) সেবাপ্রপঞ্চং (সেবা, পরিচর্য্যা) কচ্চিৎ (?ত) স্মরথ (মনে আছে)।

**বঙ্গানুবাদ**—হে সরলহৃদয়া! তোমরা আর পূর্ব্বের ন্যায় দানবগণ হইতে (কেশি, অঘাসুর, বকাসুর প্রভৃতি) বারংবার ভয় পাওনা ত? তোমাদের মঙ্গল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে ত? সেখানে কুঞ্জসমূহে প্রেমাবেশে তোমাদিগের যেসকল মনোরম সেবা করিয়াছিলাম—তাহা মনে আছে ত?

**নীতো যত্নাদ্বিবিধবিনয়ৈর্বন্ধনং বন্ধুতাভিঃ**
**কর্ত্তুং ভূয়ঃ কিমপি কুশলং পত্তনে বর্ত্তমানঃ।**
**ধ্যায়ং ধ্যায়ং নবনবমহং সৌহৃদং বঃ সুকণ্ঠ্যো**
**গাঢ়োৎকণ্ঠাকুলমপরবশং বাসরাণি ক্ষিপামি॥ ১০৫॥**

**অন্বয়**—সুকণ্ঠ্যঃ ( হে মধুরভাষিণীগণ ! ) বন্ধুভাভিঃ ( মাতা-পিতা প্রভৃতি বন্ধুজন কর্ত্তৃক ) বিবিধবিনয়ৈঃ ( বহুবিধ শিষ্টাচার দ্বারা ) যত্নাৎ ( যত্নপূর্বক ) বন্ধনং নীতঃ ( বদ্ধ হইয়া ) ভূয়ঃ ( পুনরায় ) কিমপি ( অপর ) কুশলং ( মঙ্গল-কার্য্য ) কর্ত্তুং ( করিবার জন্য ) পত্তনে (সহরে অর্থাৎ মথুরায়) বর্ত্তমানঃ ( অবস্থান করিয়া ) অহং ( আমি ) বঃ ( তোমাদের ) নবনবং ( নিত্যনূতন ) সৌহৃদং ( প্রণয় ) ধ্যায়ং ধ্যায়ং ( বারংবার ধ্যান করিয়া ) গাঢ়োৎকণ্ঠাক্রমপরবশং ( প্রবল উৎকণ্ঠাজনিত ক্লেশের অধীন হইয়া ) বাসরাণি ( দিনগুলি ) ক্ষিপামি ( কাটাইতেছি )।

**বঙ্গানুবাদ**—হে মধুরভাষিণীগণ ! মাতা-পিতা প্রভৃতি বন্ধুজন কর্ত্তৃক বহুবিধ শিষ্টাচার ( উপনয়ন, অধ্যয়নাদি ) দ্বারা সযত্নে বদ্ধ হইয়া এবং পুনরায় তাহাদিগের অপর মঙ্গল-কার্য্য সাধনের জন্য মথুরায় অবস্থান করিয়া আমি তোমাদের নিত্যনূতন প্রণয় বারংবার ধ্যান করিয়া এবং প্রবল উৎকণ্ঠা-জনিত ক্লেশের অধীন হইয়া ( কোন প্রকারে ) দিনগুলি কাটাইতেছি।

**ভাবার্থ**—শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন—"তুমি গোকুলে মদ্বিরহার্ত্তা গোপাঙ্গনাদিগকে বলিবে যে, কংসবধ সম্পন্ন হইয়াছে বটে কিন্তু মাতা দেবকী ও পিতা বসুদেব এবং অন্যান্য বন্ধুবর্গ আমাকে নানা কর্ত্তব্যজালে বদ্ধ করিয়াছেন। গর্গমুনির নিকট উপনয়ন-সংস্কার লাভ করিয়াছি, সান্দীপনি মুনির নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছি। ইহা ছাড়াও জরাসন্ধের মথুরাক্রমণ প্রবল আকারে দেখা দিয়াছে। জরাসন্ধ কংসের শ্বশুর; সে জামাতা-হত্যার প্রতিশোধ লইতে দৃঢ়সঙ্কল্প। শিশুপাল প্রভৃতি চেদিরাজবৃন্দ জরাসন্ধের পক্ষ সমর্থন করিতেছে। তাই মথুরাবাসিগণ এখন আমাকে কিছুতেই ছাড়িতে রাজী নহে। কিন্তু আমার মন পড়িয়া আছে গোকুলে। তোমাদিগের নব নব প্রেমের কাহিনী যতই মনে পড়ে, প্রবল উৎকণ্ঠার মনঃক্লেশে ততই নিজেকে অসহায় বোধ করি। যেন আমার সব থাকিয়াও কিছুই নাই। কোন রকমে দিন কাটাইতেছি।"

**জ্ঞাতং জ্ঞাতং বিরমত চিরং ত্বাদৃশীনাং চরিত্রং**
**যাভ্যস্তীব্রা সমজনি মনোভেদিনী বেদনেয়ম্।**
**চক্রুর্বক্রং ময়ি কিল তথা প্রেমপূরং ভবত্যো**
**যেনোদ্‌ভ্রান্তভ্রুটিমপি বলাদুৎসহে নাদ্য নেতুম্॥ ১০৬॥**

**অন্বয়**—ত্বাদৃশীনাং (তোমাদিগের ন্যায় রমণীগণের) চরিত্রং (চরিত্র) চিরং (চিরদিন) জ্ঞাতং জ্ঞাতং (ভালভাবেই জানি) বিরমত (ক্ষান্ত হও, কথা বলিও না); যাভ্যঃ (যে সকল ত্বৎসদৃশ রমণী হইতে) মনোভেদিনী (মনোভঙ্গকারিণী) ইয়ং (এই) তীব্রা (নিদারুণ) বেদনা (ব্যথা) সমজনি (হইয়াছে)। ভবত্যঃ (তোমরা) ময়ি (আমাতে) বক্রং (কুটিল) প্রেমপূরং (প্রেমধারা) চক্রুঃ কিল (প্রবাহিত করিলে) যেন (যাহার দ্বারা) উদ্‌ভ্রান্তঃ (উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইয়া) অদ্য (আজ) বলাৎ (বলপূর্বক) ক্রটিমপি (অতি অল্পক্ষণও) নেতুং (কাটাইতে) ন উৎসহে (পারি না)।

**বঙ্গানুবাদ**—তোমাদিগের ন্যায় রমণীগণের চরিত্র চিরদিন ভালভাবেই জানি, ক্ষান্ত হও (কথা বলিও না)। যে সকল ত্বৎ-সদৃশ রমণী হইতে আমার এই মনোভঙ্গকারিণী নিদারুণ ব্যথা হইয়াছে। আর, তোমরাও আমাতে এমন কুটিল প্রেমধারা প্রবাহিত করিলে যে, যাহার দ্বারা উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইয়া আজ আমি বলপূর্ব্বক অতি অল্পক্ষণও (তোমাদের বিরহে) কাটাইতে পারি না।

**টিপ্পনী**—এক ক্ষণের চতুর্থভাগ, অথবা এক লবের অর্দ্ধভাগকে "ক্রটি" বলে।

**রাসোল্লাসান্ নিশি নিশি চিরং স্বপ্নবৃন্দাপদেশাদ্**
**বৃন্দারণ্যে সুরভিণি ময়া সার্দ্ধমাস্বাদয়ন্তে।**
**ভূয়োভূয়স্তদপি চ পরিত্যাগিনো দূষণং মে**
**শংসন্ত্যঃ কিং কুটিলহৃদয়া ন ত্রপন্তে ভবত্যঃ ॥১০৭॥**

**অন্বয়**—কুটিলহৃদয়াঃ (হে কুটিলহৃদয়া গোপীগণ) ভবত্যঃ (তোমরা) সুরভিণি (পুষ্পগন্ধে সুরভিত) বৃন্দারণ্যে (বৃন্দাবনে) স্বপ্নবৃন্দাপদেশাৎ (নিদ্রাছলে) চিরং (অনবরত) নিশি নিশি (প্রতিরাত্রে) ময়াসার্দ্ধং (আমার সহিত) রাসোল্লাসান্ (রাসলীলার বিনোদ) আস্বাদয়ন্তে (আস্বাদন করিতে)। তদপি (সেই নিদ্রাও) পরিত্যাগিনঃ (পরিত্যাগকারী) মে (আমার) দূষণং (দোষ) শংসন্ত্যঃ (খ্যাপন করিয়া) কিং (কেন) ন ত্রপন্তে (লজ্জিত হইতেছ না?)।

**বঙ্গানুবাদ**—হে কুটিলহৃদয়া গোপীগণ! তোমরা পুষ্পগন্ধে সুরভিত

বৃন্দাবনে নিদ্রাছলে অনবরত প্রতিরাত্রে আমার সহিত রাস-লীলার বিনোদ আস্বাদন করিতে। আর আমি (তোমাদিগের বিরহে), সেই নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু তোমরা বারংবার আমার দোষ খ্যাপন করিয়া কেন লজ্জিত হইতেছ না?

**টিপ্পনী**—শ্রীকৃষ্ণ চতুর ভঙ্গীতে গোপীদিগের নিকট নিজের বিরহ-দশা বর্ণনা করিতেছেন। গোপীরা নিদ্রার ভাণ করিত, কিন্তু কৃষ্ণ আজ বহুকাল নিদ্রাহীন। রাসোল্লাস=অর্থাৎ রাস-লীলা। ইহা সর্বলীলা-মুকুটমণি। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে রাস পরমরসকদম্বময়। মণ্ডলাকারে বিচরণশীলা বহু নর্ত্তকীর সহিত যেখানে একজন নট নৃত্য করেন, তাহাকে "হল্লীশক" বলে। ইহার বহুপ্রকার ভেদ আছে। রাস ঐ জাতীয় অলৌকিক নৃত্য। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী রাসের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"যেখানে নৃত্য, গীত, চুম্বন ও আলিঙ্গন প্রভৃতি রসসমূহের একত্র অবস্থিতি—তাহাই রাস"। শ্রীকৃষ্ণ অষ্টম বর্ষে রাস-লীলা করিয়াছিলেন। শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন—"কামবিজয়-খ্যাপনার্থ-ই রাসলীলা"।

**তে তে চন্দ্রাবলি! রসভরভ্রান্তনেত্রান্তমৈত্রী-**
**বৈচিত্রীভিস্ত্রিভুবনজয়ে দত্তহস্তাবলম্বাঃ।**
**উৎসর্পন্তঃ স্মরণসরণীং হন্ত তে ভ্রূবিলাসা**
**নিঃশঙ্কং মে হৃদয়মধুনা প্রাংশবঃ ভ্রংসয়ন্তি ॥১০৮॥**

**অন্বয়**—চন্দ্রাবলি (হে চন্দ্রাবলি!) রসভরভ্রান্তনেত্রান্তমৈত্রী-বৈচিত্রীভিঃ (প্রেমাতিশয্যে ঘূর্ণিত অপাঙ্গদৃষ্টির মাধুর্য্য দ্বারা) ত্রিভুবনজয়ে (ত্রিভুবনবিজয়ের) দত্তহস্তাবলম্বাঃ (আলম্বনভূতা) তে (তোমার) তে তে (সেই সকল) প্রাংশবঃ (মহতী) ভ্রূবিলাসাঃ (ভ্রূভঙ্গীসমূহ) স্মরণ-সরণীং (স্মৃতিপথে) উৎসর্পন্তঃ (উদিত হইয়া) অধুনা (এখন) মে (আমার) হৃদয়ং (হৃদয়কে) নিঃশঙ্কং (নিঃশঙ্কভাবে) ভ্রংসয়ন্তি (ভাঙিয়া দিতেছে)।

**বঙ্গানুবাদ**—হে চন্দ্রাবলি! প্রেমাতিশয্যে ঘূর্ণিত অপাঙ্গদৃষ্টির মাধুর্য্যদ্বারা ত্রিভুবন-বিজয়ের আলম্বনভূতা তোমার সেই সেই মহতী ভ্রূভঙ্গীসমূহ স্মৃতিপথে উদিত হইয়া এখন আমার হৃদয়কে অসঙ্কোচে ভাঙিয়া দিতেছে।

**টিপ্পনী**—চন্দ্রাবলী—শ্লোক—৬, ৪২ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য। কটাক্ষ চন্দ্রাবলীর চাক্ষুষ স্বাভিযোগ। নেত্রতারকার যে গতাগতি-বিশ্রান্তি, চমৎকারিত্বের সহিত

তাহার পুনঃপুনঃ অভ্যাসকে "কটাক্ষ" বলে। (উজ্জ্বলনীলমণি—দূতী—২৫) —স্বাভিযোগ (নিজের অভিপ্রায়-জ্ঞাপন) দুইপ্রকার, বুদ্ধিপূর্বক ও স্বাভাবিক। স্বাভাবিক হইলে অনুভাবপর্য্যায়ে পড়িবে। চাক্ষুষ স্বাভিযোগ অসংখ্যপ্রকার। নেত্র-হাস্য, নেত্রার্দ্ধমুদ্রণ, নেত্রান্তঘূর্ণন, নেত্রান্তসঙ্কোচ, বক্রদৃষ্টি, কটাক্ষ প্রভৃতি। এস্থলে নায়িকা স্বয়ংদূতী।

**তত্তদ্বিধি! স্মরসি বিপিনে ফুল্লশাখে বিশাখে!**
**কর্ষন্নীবীং তব মুহুরহং বীক্ষ্য বৃদ্ধাং মিলন্তীম্।**
**কল্যাণীং মে বিতর কিতবে! হন্ত চেলান্তরালে**
**গুপ্তাং গুঞ্জাবলিমিতি বদন্ যদ্বিলক্ষস্তদাসম্ ॥১০৯॥**

**অন্বয়**—তদ্বিধি বিশাখে (হে কৃশাঙ্গি বিশাখে!) ফুল্লশাখে (কুসুমিত তরু-বিটপ) বিপিনে (বৃন্দারণ্যে) অহং (আমি) মুহুঃ (বারংবার) তব (তোমার) নীবীং (বসনগ্রন্থি) কর্ষন্ (আকর্ষণ করিতে থাকিলে) বৃদ্ধাং (বৃদ্ধা গোপীকে) মিলন্তীং (আসিতে) বীক্ষ্য (দেখিয়া) কিতবে (হে ধূর্ত্তে!) হন্ত (হায়!) চেলান্তরালে (বসনমধ্যে) গুপ্তাং (লুক্কায়িত) মে (আমার) কল্যাণীং (সুন্দর) গুঞ্জাবলিং (গুঞ্জামালা) বিতর (ফিরাইয়া দাও) ইতি (এই কথা) বদন্ (বলিয়া) তদা (তখন) বিলক্ষঃ (লজ্জিত) আসম্ (হইয়াছিলাম)—তত্তৎ (সেই সকল) স্মরসি? (মনে পড়ে?)।

**বঙ্গানুবাদ**—হে কৃশাঙ্গি! বিশাখে! কুসুমিততরুবিটপ বৃন্দারণ্যে আমি বারংবার তোমার বসনগ্রন্থি (নীবী) আকর্ষণ করিতে থাকিলে, কোন এক বৃদ্ধা গোপীকে আসিতে দেখিয়া (কথা ঘুরাইয়া)—"হে ধূর্ত্তে! হায়! তোমার বসনমধ্যে লুক্কায়িত আমার সুন্দর গুঞ্জামালা ফিরাইয়া দাও।"—এই কথা বলিয়া তখন আমি লজ্জিত হইয়াছিলাম—সেই সকল মনে পড়ে?

**টিপ্পনী**—বিশাখা—ব্রজ-পরিকর; শ্রীরাধার পরমপ্রেষ্ঠসখী। কৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়া গোপী। বিশাখা যূথেশ্বরী হওয়ার যোগ্য হইলেও স্বাভীষ্ট শ্রীরাধিকাদির প্রীতির লোভে সখীত্বই অঙ্গীকার করিয়াছেন। তিনি শ্রীরাধার সখীত্বে রুচিশালিনী।

এই শ্লোকে বিশাখার সহিত কুঞ্জলীলার স্মৃতি কৃষ্ণের মানসপটে উদিত হইয়াছে। বস্ত্রহরণ—লীলাচৌর্য্য। ইহা সম্ভোগের অনুভাব-বিশেষ।

তাং বৈদগ্ধীপরিমলকথামুদ্গিরন্তী সখীষু
ক্লান্তিং দূরে ক্ষপয়সি নিজাং হন্ত ধন্যাসি ধন্যে ! ।
ধ্যায়ন্নাহং তমিহ নগরে দেবি ! লোকং বিলোকে
প্রীত্যা যত্র ব্যসনবিধুরং বক্ত্রমুন্মুদ্রয়ামি ॥ ১১০ ॥

**অন্বয়**—দেবি ( হে দেবি ! ) সখীষু ( সখীগণের নিকট ) তাং ( সেইসব ) বৈদগ্ধীপরিমলকথাং ( চাতুরী-সৌরভযুক্ত কথা ) উদ্গিরন্তী ( বলিয়া ) নিজাং ( নিজের ) ক্লান্তিং ( সন্তাপ ) দূরে ক্ষপয়সি ( দূর করিতেছ ) হন্ত ধন্যে ( হে ধন্যে ! ) ধন্যাসি ( তুমিই ভাগ্যবতী ) ; অহম্ ( আমি ) ইহ ( এই ) নগরে ( মথুরা-নগরে ) ধ্যায়ন্ ( চিন্তা করিয়া ) তং ( সেই ) লোকং ( লোককে ) ন বিলোকে ( দেখিতে পাইতেছি না ) যত্র ( যাহার নিকট ) প্রীত্যা ( প্রীতিভরে ) ব্যসনবিধুরং ( দুঃখক্লিষ্ট ) বক্ত্রং ( মুখকে ) উন্মুদ্রয়ামি ( খুলিতে পারি ) ।

**বঙ্গানুবাদ**—হে দেবি ! ( বিশাখে ! ) তুমি সখীগণের নিকট সেইসব চাতুরী-সৌরভযুক্ত কথা বলিয়া নিজের সন্তাপ দূর করিতেছ। অতএব হে ধন্যে ! তুমিই ভাগ্যবতী। আর, আমি এই মথুরা-নগরে চিন্তা করিয়াও সেই লোককে দেখিতে পাইতেছি না, যাহার নিকট প্রীতিভরে ( এই ) দুঃখক্লিষ্ট মুখকে খুলিতে পারি।

**ভাবার্থ**—কৃষ্ণ বলিতেছেন—"হে বিশাখে ! দুঃখ পাইলে আমরা প্রাণের বন্ধুকে তাহা বলিয়া দুঃখভার লাঘব করিয়া থাকি। ব্রজে তোমার সে সুযোগ আছে। তুমি তোমার প্রাণসখীদের নিকট তোমার শত দুঃখের কথা জানাইতেছ। আর আমার অবস্থা কীরূপ তাহা কী ভাবিয়াছ ? এই মরু-সদৃশ মথুরা নগরে এমন একটি লোককেও দেখি না যাহার নিকট প্রাণের কথা বলিতে পারি। অতএব বিধি তোমাকেই আমা হইতে অধিক ভাগ্যশালিনী করিয়াছেন। ইচ্ছা হয় তোমার মত আমিও মনের কথা বলি—কিন্তু বলিব কাহাকে ?"

গম্ভীরাণি প্রমদগুরুভির্গূঢ়নর্ম্মপ্রবন্ধৈ-
র্মাধ্বীকানাং মধুরিমমহাকীর্ত্তিবিধ্বংসনানি ।
সোৎকণ্ঠং মে স্মরতি হৃদয়ং শ্যামলে ! কোমলানি
প্রেমোদ্ভূস্মিতপরিচিতান্যস্য তে জল্পিতানি ॥ ১১১ ॥

**অন্বয়**—শ্যামলে (হে শ্যামলে!) অদ্য (আজ) মে (আমার) হৃদয়ম্ (হৃদয়) প্রমদগুরুভিঃ (উল্লাসপূর্ণ) গূঢ়নর্ম্মপ্রবন্ধৈঃ (রহস্যময় কৌতুক দ্বারা) গম্ভীরাণি (সুদুর্গ্রহ) মাধ্বীকানাং (মধু'র) মধুরিমমহাকীর্ত্তিবিধ্বংসনানি (মধু'র মাধুর্য্য- যশোহারী) প্রেমোত্তুঙ্গস্মিতপরিচিতানি (প্রেমোজ্জ্বলস্মিত-হাস্যযুক্ত) কোমলানি (সুমধুর) তে (তোমার) জল্পিতানি (আলাপ) সোৎকণ্ঠং (উৎকণ্ঠার সহিত) স্মরতি (স্মরণ করিতেছে)।

**বঙ্গানুবাদ**—হে শ্যামলে! আজ আমার হৃদয় উল্লাসপূর্ণরহস্যময়-কৌতুক দ্বারা সুদুর্গ্রহ, মধু'র মাধুর্য্যযশোহারী এবং প্রেমোজ্জ্বলস্মিতহাস্যযুক্ত তোমার সুমধুর আলাপকে উৎকণ্ঠার সহিত স্মরণ করিতেছে।

**টিপ্পনী**—শ্যামলা—শ্রীকৃষ্ণের শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ নিত্য-প্রিয়া সখী। এস্থলে 'শাস্ত্র' বলিতে 'ভবিষ্যোত্তরপুরাণ' এবং স্কন্দপুরাণান্তর্গত প্রহ্লাদ-সংহিতা'কে বুঝায়। (শ্রীল জীব গোস্বামী)। শ্যামলা মধুরভাষিণী ছিলেন।

**পদ্মে! পদ্মস্তুতমুখি! লতাসদ্মনি ছদ্মনিদ্রাং**
**লব্ধে লুব্ধা ময়ি মুরলিকাং হর্ত্তুকামা ত্বমাসীঃ।**
**ধৃত্বা পাণৌ মুহুরথ ময়া কঞ্চুকং লুঞ্চতা তে**
**যৎ প্রারব্ধং কিমপি তদিদং স্বান্তমন্তঃ পিনষ্টি ॥ ১১২ ॥**

**অন্বয়**—পদ্মস্তুতমুখি! পদ্মে! (হে পদ্মাননে! পদ্মে) ত্বং (তুমি) লতাসদ্মনি (লতাগৃহে, অর্থাৎ কুঞ্জে) ছদ্মনিদ্রাং লব্ধে (কপট নিদ্রাগত হইলে) ময়ি (আমি) মুরলিকাং (বংশী) হর্ত্তুকামা (হরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া) লুব্ধা (প্রলুব্ধা) আসীঃ (হইয়াছিলে)। অথ (তখন) মুহুঃ (বারংবার) পাণৌ (হস্ত) ধৃত্বা (গ্রহণ করিয়া) তে (তোমার) কঞ্চুকং (বস্ত্র) লুঞ্চতা (হরণপূর্ব্বক) ময়া (আমি) যৎ (যাহা) প্রারব্ধং (করিয়াছিলাম) তদিদং কিমপি (অকথ্য তাহা) স্বান্তং (অন্তঃকরণকে) অন্তঃ (অন্তরে, ভিতরে) পিনষ্টি (পেষণ করিতেছে)।

**বঙ্গানুবাদ**—হে পদ্মাননে! পদ্মে! (একদিন) আমি কুঞ্জে কপটনিদ্রাগত হইলে, তুমি আমার বংশীহরণ করিতে প্রলুব্ধা হইয়াছিলে। তখন আমি বারংবার তোমার হস্ত গ্রহণ করিয়া বস্ত্রহরণ পূর্ব্বক যাহা করিয়াছিলাম, তাহা (আজ) আমার অন্তঃকরণকে অন্তরে পেষণ করিতেছে।

**টিপ্পনী**—পদ্মা = শ্রীকৃষ্ণের শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ নিত্যপ্রিয়া সখী। যূথেশ্বরী হইবার যোগ্য হইলেও সখীত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। তিনি চন্দ্রাবলীর সখীত্বে রুচিশালিনী। এস্থলে সম্ভোগের অনুভাব-বিশেষ বংশীহরণ ও বস্ত্রহরণ (লীলাচৌর্য্য) উভয়ই বর্ণিত হইয়াছে।

**ন্যস্তাঙ্গী মে সুরভিণি ভুজস্তম্ভয়োরন্তরালে**
**ভূয়োভিস্ত্বং রহসি ললিতে! কেলিভি র্লালিতাসি।**
**অন্তশ্চিন্তাবিধুরমধুনা পাংশুপুঞ্জে লুঠন্তী**
**হন্ত ম্লানা রচয়সি কথং প্রাণসন্ধারণানি ॥ ১১৩ ॥**

**অন্বয়**—ললিতে! (হে ললিতে!) ত্বং (তুমি) রহসি (নির্জনে) মে (আমার) সুরভিণি (সুরভিত) ভুজস্তম্ভয়োঃ অন্তরালে (বক্ষে) ন্যস্তাঙ্গী (অঙ্গ রাখিয়া) ভূয়োভিঃ (বহু) কেলিভিঃ (ক্রীড়া দ্বারা) লালিতা অসি (প্রীতিলাভ করিয়াছিলে); অধুনা (এখন) অন্তশ্চিন্তাবিধুরং (মনশ্চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া) পাংশুপুঞ্জে (ধূলিরাশিতে) লুঠন্তী (লুণ্ঠিতা হইয়া) ম্লানা (মলিনদেহে) কথং (কীরূপে) প্রাণসন্ধারণানি (প্রাণধারণ) রচয়সি (করিতেছ?) হন্ত (হায়!)।

**বঙ্গানুবাদ**—হে ললিতে! তুমি নির্জনে আমার সুরভিত বক্ষে অঙ্গ রাখিয়া বহু ক্রীড়াদ্বারা প্রীতিলাভ করিয়াছিলে। এখন মনশ্চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া এবং ধূলিরাশিতে লুণ্ঠিতা হইয়া মলিনদেহে কীরূপে প্রাণধারণ করিতেছ? হায়!

**টিপ্পনী**—ললিতা = শ্রীকৃষ্ণের শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ নিত্যপ্রিয়া সখী। ইহার অপর নাম অনুরাধা। ললিতা যূথেশ্বরী হইবার যোগ্য হইলেও সখীত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। তিনি শ্রীরাধার সখীত্বে রুচিশালিনী এবং তাঁহার পরমপ্রেষ্ঠসখী (অর্থাৎ, কৃষ্ণ বা রাধা—কাহারও দুঃখ সহ্য করিতে পারে না এবং যাহার দুঃখ অধিক তাহার প্রতিই প্রেম প্রদর্শন করেন।

**যঃ সেবাভির্মুদমুদয়িনীং তত্র ভদ্রাস্থি! ভদ্রে!**
**নীতস্তাভির্নিশি নিশি মনঃকর্ষিণীভিস্ত্বয়াসীৎ।**
**স প্রেষ্ঠস্তে নবপরিচয়াদিঙ্গিতস্যানভিজ্ঞৈঃ**
**কৃষ্ণস্তূষ্ণীং পুরপরিজনৈঃ সেব্যমানো দুনোতি ॥ ১১৪ ॥**

**অন্বয়**—ভদ্রাঙ্গি! ভদ্রে! (হে শোভনাঙ্গি! ভদ্রে!) তত্র (সেই বৃন্দাবনে) নিশি নিশি (প্রতিরাত্রিতে) মনঃকর্ষিণীভিঃ (মনোহারিণী) সেবাভিঃ (সেবা দ্বারা) যঃ (যে) ত্বয়া (তোমার) উদয়িনীং (অতিশয়) মুদং (আনন্দ) নীতঃ আসীৎ (প্রাপ্ত হইয়াছিল) সঃ (সেই) তে (তোমার) প্রেষ্ঠঃ (প্রিয়তম) (কৃষ্ণ) নবপরিচয়াৎ (নূতন পরিচয়হেতু) ইঙ্গিতস্য (হৃদয়ের গূঢ়াশয়ে) অনভিজ্ঞৈঃ (অনভিজ্ঞ) পুরপরিজনৈঃ (মথুরা-নগর-পরিজন কর্তৃক) তূষ্ণীং (মৌনভাবে) সেব্যমানঃ (সেবিত হইয়া) দুনোতি (ব্যথিত হইতেছে)।

**বঙ্গানুবাদ**—হে শোভনাঙ্গি! ভদ্রে! সেই বৃন্দাবনে প্রতি রাত্রিতে তোমার মনোহারিণী সেবা দ্বারা যে জন অতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিল—, সেই তোমার প্রিয়তম কৃষ্ণ নূতন পরিচয়হেতু হৃদয়ের গূঢ়াশয়ে অনভিজ্ঞ (মথুরা) নগরপরিজন কর্তৃক মৌনভাবে সেবিত হইয়া ব্যথিত হইতেছে।

**ভাবার্থ**—কৃষ্ণ ভদ্রা গোপীকে বলিতেছেন—"হে ভদ্রে! আজ আমি মথুরার রাজা। শত শত দাস-দাসী প্রতিক্ষণ আমার সেবায় নিযুক্ত। কিন্তু সেই মৌন সেবায় প্রাণ-স্পর্শ নাই, হৃদয়াবেগ নাই। তাহারা আমার মনোভাব বুঝিতে অক্ষম; কারণ, তাহারা অপরিচিত। তাই, বৃন্দাবনে রাত্রিকালে তোমার সেই হৃদয়াহ্লাদকারিণী সেবার কথা বারবার মনে পড়ে। তখন মন নিদারুণ ব্যথায় ভরিয়া উঠে।"

**ভদ্রা**—শ্রীকৃষ্ণের শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ নিত্য-প্রিয়া সখী। এই গোপী ভদ্রা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট প্রধানা মহিষীর অন্যতমা ভদ্রা হইতে পৃথক্। তাহারা দ্বারকা-পরিকর।

**সোঢ়ব্যং তে কথমপি বলাচ্চক্ষুষী মুদ্রয়িত্বা**
**তীব্রোত্তাপং হতমনসিজোদ্দামবিক্রান্তচক্রম্।**
**দ্বিত্রৈরেব প্রিয়সখি! দিনৈঃ সেব্যতাং দেবি! শৈব্যে!**
**যাস্যামি ত্বৎ-প্রণয়চটুলভ্রূযুগাড়ম্বরাণাম্ ॥ ১১৫ ॥**

**অন্বয়**—শৈব্যে! দেবি! (হে শৈব্যে! দেবি!) কথমপি (কোন প্রকারে) বলাৎ (বলপূর্বক) চক্ষুষী (চক্ষুদ্বয়) মুদ্রয়িত্বা (নিমীলিত করিয়া) তে (তুমি) তীব্রোত্তাপং (তীব্রজ্বালাযুক্ত) হতমনসিজোদ্দামবিক্রান্তচক্রং (দুর্বিনীত মদনদেবের উৎকট বিক্রমসমূহ) সোঢ়ব্যং (সহ্য কর)। প্রিয়সখি

(হে প্রিয়সখি!) দ্বিত্রৈঃ এব দিনৈঃ (দুই-তিন দিনের মধ্যেই) ত্বৎ-প্রণয়চটুলভ্রুযুগাড়ম্বরাণাং (তোমার প্রেমবিলাসচঞ্চল ভ্রূযুগলের) সেব্যতাং (বাধ্যতা) যাস্যামি (প্রাপ্ত হইব)।

**বঙ্গানুবাদ**—হে শৈব্যে! দেবি! তুমি কোনপ্রকারে বলপূর্বক চক্ষুদ্বয় নিমীলিত করিয়া তীব্রজ্বালাযুক্ত, দুর্বিনীত-মদনদেবের উৎকট বিক্রমসমূহ-সহ কর। হে প্রিয়সখি! দুই-তিন দিনের মধ্যেই আমি তোমার প্রেমবিলাস-চঞ্চল ভ্রূযুগলের বাধ্যতা প্রাপ্ত হইব। (অর্থাৎ, শীঘ্রই দেখা হইবে)।

**টিপ্পনী**—শৈব্যা—শ্রীকৃষ্ণের শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ নিত্যপ্রিয়া সখী। ইনি যূথেশ্বরী হইবার যোগ্য হইলেও সখীত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। শৈব্যা চন্দ্রাবলীর সখীত্বে রুচিশালিনী। এই গোপী শৈব্যা কিন্তু দ্বারকাস্থিত শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট প্রধানা মহিষীর অন্যতমা শৈব্যা হইতে পৃথক্। তিনি কৃষ্ণের স্বকীয়া বল্লভা। অষ্ট প্রধানা মহিষী যথা—রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, কালিন্দী, শৈব্যা, ভদ্রা, কৌশল্যা এবং মাদ্রী।

শ্লোক ১১৬—হইতে ১২৭ পর্যন্ত—

॥ রাধা-সন্দেশঃ ॥

**ইত্থং তাসামনুনয়কলা-পেশলঃ ক্লেশহারী**
**সন্দেশং মে কুবলয়দৃশাং কর্ণপূরং বিধায়।**
**ত্বং মচ্চেতোভবন-বড়ভী-প্রৌঢ়পারাবতীং তাং**
**রাধামন্তঃক্লমকবলিতাং সম্ভ্রমেণাজিহীথাঃ॥ ১১৬॥**

**অন্বয়**—অনুনয়কলাপেশলঃ (অনুরঞ্জনকার্য্যে পটু) ক্লেশহারী (দুঃখহারী) মে (আমার) সন্দেশং (বার্ত্তা) তাসাং (সেই সকল) কুবলয়দৃশাং (নীলপদ্ম-নয়না গোপীদিগের) ইত্থং (এইরূপে) কর্ণপূরং (কর্ণভূষণ) বিধায় (করিয়া) ত্বং (তুমি) মচ্চেতোভবন-বড়ভী-প্রৌঢ়পারাবতীং (আমার চিত্তরূপ ভবনের শিরোগৃহবাসিনী প্রগল্‌ভা কপোতী-স্বরূপ) তাং (সেই) অন্তঃক্লমকবলিতাং (মনোব্যথায় অভিভূতা) রাধাং (রাধার নিকট) সম্ভ্রমেণ (সম্ভ্রমের সহিত) আজিহীথাঃ (উপস্থিত হইবে)।

**বঙ্গানুবাদ**—অনুরঞ্জনকার্য্যে পটু (অতএব) দুঃখহারী হইয়া এবং এইরূপে আমার বার্ত্তা সেই সকল নীলপদ্মনয়না গোপীদিগের কর্ণভূষণ করিয়া (অর্থাৎ

শুনাইয়া ) তুমি আমার চিত্তরূপ ভবনের শিরোগৃহনিবাসিনী প্রগল্‌ভা কপোতী -স্বরূপ এবং মনো-ব্যথায় অভিভূতা সেই রাধার নিকট সম্ভ্রমের সহিত উপস্থিত হইবে।

**টিপ্পনী**—শ্রীরাধার অধিরূঢ় মহাভাব এবং প্রৌঢ় প্রেম বলিয়া তাঁহাকে প্রৌঢ় পারাবতীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। প্রৌঢ়া কপোতী কদাচিৎ গৃহের বাহিরে আসে। শ্রীরাধাও সর্ব্বদা কৃষ্ণ-হৃদয়ের মণি-কোঠায় অবস্থিতা। প্রগল্‌ভত্ব-অর্থাৎ সম্ভোগে নিঃশঙ্কত্ব। প্রবাসগত কান্তের নিকট স্বীয় বার্তা-প্রেরণকে সন্দেশ বলে।

**সা পল্যঙ্কে কিশলয়দলৈঃ কল্পিতে তত্র সুপ্তা**
**গুপ্তা নীরন্তবকিতদৃশাং চক্রবালৈঃ সখীনাম্।**
**দ্রষ্টব্যা তে ক্রশিমকলিতাকণ্ঠনালোপকণ্ঠ—**
**স্পন্দেনান্তর্বপুরনুমিত-প্রাণসঙ্গা বরাঙ্গী ॥ ১১৭ ॥**

**অন্বয়**—তত্র ( সেই বৃন্দাবনে ) কিশলয়দলৈঃ ( নবীন পল্লবদ্বারা ) কল্পিতে ( নির্মিত ) পল্যঙ্কে ( মঞ্চস্থ শয়নাধার—অর্থাৎ শয্যায় ) সুপ্তা ( নিদ্রিতা ) নীরন্তবকিতদৃশাং ( সাশ্রুনেত্র ) সখীনাং চক্রবালৈঃ ( সখীবৃন্দ কর্ত্তৃক ) গুপ্তা ( রক্ষিতা ) ক্রশিমকলিতা ( কৃশীভূতা ) কণ্ঠনালোপকণ্ঠস্পন্দেন ( গলসমীপস্থ স্পন্দন দ্বারা ) অন্তর্বপুরনুমিতপ্রাণসঙ্গা ( দেহমধ্যে অনুমিতপ্রাণা ) সা ( সেই ) বরাঙ্গী ( সুন্দরাঙ্গী রাধাকে ) তে ( তুমি ) দ্রষ্টব্যা ( দেখিতে পাইবে )।

**বঙ্গানুবাদ**—সেই বৃন্দাবনে নবীন পল্লবনির্মিত শয্যোপরি নিদ্রিতা, সাশ্রুনেত্র সখীবৃন্দ কর্ত্তৃক সুরক্ষিতা, কৃশীভূতা, এবং গলসমীপস্থ স্পন্দন দ্বারা দেহমধ্যে অনুমিতপ্রাণা সেই সুন্দরাঙ্গী ( রাধা ) কে তুমি দেখিতে পাইবে।

**ভাবার্থ**—উদ্ধব রাধাকে পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। তাই না চিনিবার আশঙ্কায় বিরহিণী রাধার বর্ণনা করিতেছেন। কৃষ্ণ বলিলেন—"হে উদ্ধব! সেই গোকুলে গিয়া দেখিবে, একটি সুন্দরী সুশীতল পল্লব-শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন; সজলনয়নে সখীগণ তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন; তিনি আমার বিরহে অত্যন্ত ক্ষীণতনু হইয়াছেন এবং প্রথম দর্শনে মৃতপ্রায় বলিয়া মনে হইবে—কেবল কণ্ঠের নিকট ক্ষীণ স্পন্দন প্রাণ-বায়ুর অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। সেই রাধা।"

উজ্জ্বল- নীলমণি-গ্রন্থে ( অনুভাব-৪৩ ) এই শ্লোকটি বিশ্লেষ বা বিচ্ছেদহেতু

মোহের উদাহরণ রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। হর্ষ, বিরহ কিংবা বিষাদ থেকে মোহের উৎপত্তি হয়।

**সখ্যুর্লক্ষ্মীমুখমতমুরীকৃত্য দূরীভবিষ্ণো—**
**র্ধত্তে প্রাণাননুপদবিপদ্বিদ্ধচিত্তাপি সাধ্বী।**
**মুক্তচ্ছায়া মুহুরসুমনাঃ ক্ষৌণিপৃষ্ঠে লুঠন্তী**
**বদ্ধাপেক্ষং বিলসতি গতে মাধবে মাধবীয়ম্॥ ১১৮॥**

**অন্বয়**—বদ্ধাপেক্ষং (একমাত্র তাহাকেই অপেক্ষা করিয়া) বিলসতি (বিহার-পরায়ণ) মাধবে (কৃষ্ণ) গতে (চলিয়া যাইলে পর) ইয়ং (এই) সাধ্বী (সাধ্বী) মাধবী (রাধা) দূরী-ভবিষ্ণোঃ (প্রবাসগামী) সখ্যুঃ (সখার) লক্ষ্মীমুখ-মতং (শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীকে) উরীকৃত্য (অঙ্গীকার করিয়া) অনুপদবিপদ্‌বিদ্ধচিত্তাপি (প্রতিক্ষণ অমঙ্গলাশঙ্কায় ক্লিষ্টচিত্তা হইয়াও) মুক্তচ্ছায়া (দেহকান্তিহীনা হইয়া) অসুমনাঃ (ব্যাকুলমনে) মুহুঃ (বারংবার) ক্ষৌণি-পৃষ্ঠে (ধরাতলে) লুঠন্তী (লুণ্ঠিতা হইয়া) প্রাণান্ (প্রাণ) ধত্তে (ধারণ করিতেছেন)।

**বঙ্গানুবাদ**—একমাত্র তাহাকেই (রাধাকে) অপেক্ষা করিয়া বিহারপরায়ণ কৃষ্ণ (মথুরায়) চলিয়া যাইলে পর এই সাধ্বী রাধা প্রবাসগামী সখার (কৃষ্ণের) শ্রীমুখনিঃসৃতবাণীকে (অর্থাৎ, "দুঃখ করিও না, শীঘ্র ফিরিয়া আসিব") অঙ্গীকার করিয়া, প্রতিক্ষণ অমঙ্গলের আশঙ্কায় ক্লিষ্ট-চিত্তা হইয়াও, দেহকান্তিহীনা হইয়া ব্যাকুলমনে বারংবার ধরাতলে লুণ্ঠিতা হইয়া (কোনমতে) প্রাণধারণ করিতেছেন।

**ভাবার্থ**—বিরহিণী শ্রীরাধার বর্ণনা। রাধা জানিত, কৃষ্ণের রাধা ব্যতীত আর কেহ নাই। শতগোপীর সহিত কেলি করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ-মনের একমাত্র আশ্রয় রাধা। এ হেন কৃষ্ণ রাধাকে ত্যাগ করিয়া মথুরায় চলিয়া আসিয়াছে। তবে, আসিবার সময় কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—"দুঃখ করিও না, আমি আবার আসিব"। এই বাণীই রাধার আজ একমাত্র অবলম্বন। তাই রাধা আজ বাঁচিয়া আছে। প্রতিমুহূর্তে অজানা বিপদের আশঙ্কায় তাহার শরীর কম্পিত হইতেছে। সেই ভুবনমোহিনী তনু-শ্রী আর নাই। সে সর্বদাই ভূ-লুণ্ঠিতা। তবুও সে বাঁচিয়া আছে। এমন বাঁচার চাইতে মরণ শতগুণে ভাল।

**মালাং মৈত্রীবিদুর! মদ্বপুরঃসঙ্গসৌরভ্য-সভ্যাং**
**বাসন্তীভির্বিরচিতমুখীং পঞ্চবর্ণাং গৃহাণ।**
**আরূঢ়ায়াঃ পরিণতিদশাং তাদৃশীং সারসাক্ষ্যাঃ**
**সাক্ষাদেতৎ-পরিমলমৃতে কঃ প্রবোধে সমর্থঃ ॥১১৯॥**

**অন্বয়**—মৈত্রীবিদুর (হে সৌহৃদ্যাভিজ্ঞ! উদ্ধব!) মদ্বপুরঃসঙ্গসৌরভ্যসভ্যাং (আমার বক্ষ-সৌরভশোভী) বাসন্তীভিঃ (যুথিকা [যুঁই] অথবা নবমল্লিকা পুষ্প দ্বারা) বিরচিতমুখীং (মুখাংশে গ্রথিত) পঞ্চবর্ণাং (পঞ্চবর্ণ পুষ্প-শুম্ফিত) মালাং (মালা) গৃহাণ (গ্রহণ কর)। সাক্ষাৎ (সাক্ষাৎ) এতৎ পরিমলম্ (এই মাল্য-সৌরভ) ঋতে (ব্যতীত) তাদৃশীং (সেইরূপ) পরিণতিদশাং (শেষ দশায়) আরূঢ়ায়াঃ (উপনীত) সারসাক্ষ্যাঃ (কমলনয়নার) প্রবোধে (প্রাণরক্ষা করিতে) কঃ (কোন বস্তু) সমর্থঃ (পারিবে?)

**বঙ্গানুবাদ**—হে সৌহৃদ্যাভিজ্ঞ! (উদ্ধব!) আমার বক্ষসৌরভশোভী, মুখাংশে যুথিকা (যুঁই)-গ্রথিত, পঞ্চবর্ণপুষ্পশুম্ফিত এই মালা গ্রহণ কর। কারণ, সাক্ষাৎ এই মাল্য-সৌরভ ব্যতীত আর কোন বস্তু সেইরূপ শেষ দশায় উপনীত কমল-নয়নার (রাধার) প্রাণরক্ষা করিতে পারিবে? (কেহই পারিবে না)।

**টিপ্পনী**—শ্রীকৃষ্ণ রাধার প্রাণ-রক্ষার জন্য বৈজয়ন্তী মাল্য দিতেছেন। বাসন্তীপুষ্প—মাধবী, যূথী (যুঁই ফুল)—মেদিনীকোষ। নবমল্লিকাপুষ্পও হইতে পারে। পঞ্চবর্ণময়ী আজানুলম্বিতা মালাকে বৈজয়ন্তী মালা বলে। উহা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়।—শ্লোক ৩৮ দ্রষ্টব্য।

মাল্যার্পণ, পূর্বরাগাবস্থায় নায়ক-নায়িকার বিবিধ চেষ্টার অন্তর্গত। শ্রীকৃষ্ণ বিচিত্র-বর্ণাঢ্য মাল্য ললিতাবৃন্দাদির হস্তদ্বারা রাধাসমীপে পাঠাইতেন। মাল্য (মণ্ডন) কান্তা-রতির উদ্দীপন। উজ্জ্বলনীলমণি দ্রষ্টব্য।

প্রবোধ—জাগরণ। এস্থলে প্রাণ-রক্ষা।

**মাল্যামোদব্যতিকরবহির্বোধিতায়াঃ সবাষ্পং**
**নেত্রদ্বন্দ্বং দিশি দিশি মুহুর্বিক্ষিপন্ত্যা বিলক্ষ্যম্।**
**তস্যাঃ প্রোদ্যৎ-পুলককলিকাদন্তুরায়াঃ পুরস্তাৎ**
**মন্দং মন্দং বিনয়মসৃণস্বং বিনম্রো জিহীথাঃ ॥১২০॥**

**অন্বয়**—ত্বং ( তুমি ) বিনম্রঃ ( অবনত ) বিনয়মসৃণঃ ( বিনয়কোমল হইয়া ) মাল্যামোদব্যতিকরবহির্বোধিতায়াঃ ( মাল্য-গন্ধসম্পর্ক দ্বারা বাহ্যজ্ঞানপ্রাপ্তা ) দিশি দিশি ( চতুর্দিকে ) মুহুঃ ( বারংবার ) সবাষ্পং ( সজল ) বিলক্ষ্যং (লক্ষ্যহীন, অর্থাৎ শূন্য ) নেত্রদ্বন্দ্বং ( নয়নযুগল, অর্থাৎ দৃষ্টি ) বিক্ষিপন্ত্যাঃ ( নিক্ষেপকারিণী ) প্রোদ্যৎপুলককলিকাদন্তুরায়াঃ ( সর্বতঃ রোমাঞ্চিতাঙ্গী ) তস্যাঃ ( সেই রাধার ) পুরস্তাৎ ( সম্মুখে ) মন্দং মন্দং ( ধীরে ধীরে ) জিহীথাঃ ( আসিয়া দাঁড়াইবে )।

**বঙ্গানুবাদ**—তুমি অবনত এবং বিনয়-কোমল হইয়া মাল্যগন্ধসম্পর্কদ্বারা বাহ্যজ্ঞানপ্রাপ্তা, চতুর্দিকে বারংবার সজল ও শূন্য দৃষ্টি-নিক্ষেপকারিণী এবং সর্বতঃ রোমাঞ্চিতাঙ্গী সেই রাধার সম্মুখে ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইবে।

**টিপ্পনী**—মাল্যানয়নের কি পরিণাম হইবে—তাহাই উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন। মাল্যদর্শন এবং আঘ্রাণ শ্রীরাধার দেহে প্রাণ এবং সাত্ত্বিকভাব সঞ্চার করিবে। সজল ও শূন্য দৃষ্টি—কৃষ্ণদর্শন-লালসায়।

**ধৃত্বা মালাং কিশলয়ততেরঞ্চলে ন্যঞ্চদঙ্গো**
**ভ্রূসংজ্ঞাভিঃ সপদি সচিবীকৃত্য তস্যা বয়স্যাঃ।**
**দূত্যং স্বস্য প্রণয়হৃদয়স্ত্বং নিবেদ্যানবদ্যং**
**ধীমন্! সদ্যো মম কথয়িতুং বাচিকং প্রক্রমেথাঃ ॥১২১॥**

**অন্বয়**—ধীমন্ ( হে প্রাজ্ঞ! ) ত্বং ( তুমি ) মালাং ( মালা ) ধৃত্বা ( লইয়া ) কিশলয়ততেঃ ( পল্লবরাশির ) অঞ্চলে ( প্রান্তদেশে ) ন্যঞ্চদঙ্গঃ ( উপবেশন করিয়া ) সপদি ( সত্বর ) ভ্রূসংজ্ঞাভিঃ ( ভ্রূভঙ্গী দ্বারা ) তস্যাঃ ( রাধার ) বয়স্যাঃ ( সখীবৃন্দকে ) সচিবীকৃত্য ( সহায় করিয়া ) প্রণয়-হৃদয়ঃ ( স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে ) স্বস্য ( আপন ) অনবদ্যং ( অনিন্দ্য ) দূত্যং ( দৌত্যকার্য্য ) নিবেদ্য ( নিবেদন করিয়া ) সদ্যঃ ( তৎক্ষণাৎ ) মম ( আমার ) বাচিকং ( বার্ত্তা, সন্দেশ ) কথয়িতুং (বলিতে) প্রক্রমেথাঃ ( আরম্ভ করিবে )।

**বঙ্গানুবাদ**—হে প্রাজ্ঞ! ( তাহার পর ) তুমি মালা লইয়া ( শ্রীরাধার শয্যা-স্বরূপ ) পল্লব-রাশির প্রান্তদেশে উপবেশন পূর্ব্বক সত্বর রাধার সখীবৃন্দকে ভ্রূভঙ্গী দ্বারা সহায় করিয়া স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে আপন অনিন্দ্য দৌত্যকার্য্য নিবেদন করিয়া তৎক্ষণাৎ আমার বার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিবে।

যঃ সর্ব্বস্মাত্তব কিল গুরুস্ত্বঞ্চ যস্যাসি ধীরে !
প্রাণেভ্যস্ত্বং প্রণয়বসতির্যস্য যঃ স্যাত্তবাপি।
স ত্বাং ধৃত্বা মনসি বিধুরে হন্ত সন্ধুক্ষমাণঃ
কৃষ্ণস্তৃষ্ণাচটুলচটুলং দেবি ! সন্দেদিশীতি ॥ ১২২ ॥

**অন্বয়**—দেবি ( হে দেবি ! ) যঃ ( যে ) তব ( তোমার ) সর্বস্মাৎ ( সকল গুরুজন অপেক্ষা ) গুরুঃ কিল ( পূজ্য ) ত্বং চ ( এবং তুমিও ) যস্য ( যাহার ) অসি ( হও, অর্থাৎ গুরু ), ত্বং ( তুমি ) যস্য ( যাহার ) প্রাণেভ্যঃ (প্রাণাপেক্ষাও) প্রণয়বসতিঃ ( প্রণয়পাত্র ) যঃ ( যে ) তব অপি ( তোমারও ) স্যাৎ ( হইবে, অর্থাৎ প্রাণাপেক্ষা প্রণয়পাত্র ) ; ধীরে ( হে ধীরে ! ) হন্ত ( হায় ! ) সঃ ( সেই ) কৃষ্ণ ) ত্বাং ( তোমাকে ) বিধুরে ( কাতর ) মনসি ( মনে ) ধৃত্বা ( স্মরণপূর্ব্বক ) সন্ধুক্ষমানঃ ( সন্তপ্ত হইয়া ) তৃষ্ণা-চটুলচটুলং ( মিলনকামনায় অতিচঞ্চলভাবে ) সন্দেদিশীতি ( বারংবার বার্ত্তা নিবেদন করিতেছে )।

**বঙ্গানুবাদ**—হে দেবি ! যে তোমার সকল ( গুরুজন ) অপেক্ষা পূজ্য এবং তুমিও যাহার গুরু ; তুমি যাহার প্রাণাপেক্ষাও প্রণয়পাত্র এবং যে তোমারও ( প্রাণাপেক্ষা প্রণয়পাত্র ) ; হে ধীরে ! হায় ! সেই কৃষ্ণ কাতর মনে তোমাকে স্মরণপূর্ব্বক সন্তপ্ত হইয়া মিলন-কামনায় অতিচঞ্চলভাবে বারংবার বার্ত্তা নিবেদন করিতেছে।

**টিপ্পনী**—রাধা ও কৃষ্ণ অভিন্ন। যেমন সূর্য্য ও তাহার প্রভা। সুতরাং কৃষ্ণের প্রতি রাধার যে ভাব, কৃষ্ণেরও রাধার প্রতি সেই ভাব। শ্লোক—৬ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

নীতে শোষং বিরহরবিণা সর্ব্বতো হৃত্তড়াগে
জানে কণ্ঠস্থল-বিলুঠিত-প্রাণমীনাসি তন্বি !
দূরে সম্প্রত্যবিরল-সুহৃন্মারুতৈর্বারিতোঽহং
তৃষ্ণাম্ভোধৌ বিলসদমৃতালঙ্ঘিতঃ কিং করিষ্যে ॥ ১২৩ ॥

**অন্বয়**—তন্বি ( হে কৃশগাত্রি ! ) জানে ( জানি ) বিরহরবিণা ( বিরহরূপ সূর্য্য দ্বারা ) হৃত্তড়াগে ( হৃদয়রূপ সরোবর ) সর্ব্বতঃ ( সর্ব্বপ্রকারে ) শোষং নীতে ( শুষ্ক হইয়া ) কণ্ঠস্থল-বিলুঠিত-প্রাণমীনাসি ( প্রাণরূপ মৎস্য কণ্ঠরূপ স্থলে লুঠিত হইতেছে )। সম্প্রতি ( এখন ) অহং ( আমি ) দূরে ( দূরে ) অবিরল-সুহৃন্মারুতৈঃ ( বন্ধুরূপ ঘনবায়ু দ্বারা ) বারিতঃ ( নিবারিত হইয়া ) তৃষ্ণাম্ভোধৌ

( তৃষ্ণারূপ সাগরে ) বিলসদমৃতালজ্জিতঃ ( উত্তালজলরাশি দ্বারা প্লাবিত হইয়া ) কিং ( কী ) করিষ্যে ( করিতে পারি? )

**বঙ্গানুবাদ**—হে কৃশগাত্রি! জানি, তোমার হৃদয়রূপ সরোবর বিরহরূপ-সূর্য্য দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে শুষ্ক হইয়া প্রাণরূপ-মৎস্য কণ্ঠরূপ-স্থলে লুণ্ঠিত হইতেছে। আর, এখন দূরে ( মথুরায় ) বন্ধুরূপ ঘনবায়ু দ্বার নিবারিত হইয়া তৃষ্ণারূপ-সাগরে উত্তালজলরাশি দ্বারা প্লাবিত হইয়া আমিও কী করিতে পারি? ( তুমি বল )।

**ভাবার্থ**—কৃষ্ণ বলিতেছেন—"হে কৃশাঙ্গি! রাধে! আমরা দুজনেই অদৃষ্টহত। তোমার অবস্থা ভালভাবেই বুঝিতে পারি। আমার বিরহে তোমার হৃদয় শুষ্ক এবং প্রাণ কণ্ঠাগত। যেমন রবিতাপে শুষ্ক হ্রদে মৎস্য জলের অভাবে আছাড় খাইয়া মরে। আর মথুরায় আমার অবস্থা আরও শোচনীয়! বন্ধুজনের অনুরোধে তোমার নিকট যাইতে পারিতেছি না। তাহারা আমাদের মিলনে বাধা-স্বরূপ। আমি কেবল-মিলন-লালসার উত্তাল সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছি। যেমন অসীম সাগরের একবিন্দু জলও বাত্যা দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইয়া শুষ্ক সরোবরে পৌছিতে পারে না। তুমি জলের অভাবে মরিতেছ, আর আমি জলপ্লাবিত হইয়া অতলে ডুবিতেছি। এ জল লবণাক্ত তৃষ্ণার জল—তাহা পান করিয়া প্রাণকে শান্ত করা চলে না। আমাদের উভয়ের অবস্থাই সমান। তুমিই বল, আমি কী করিতে পারি?"—

সাঙ্গরূপক অলঙ্কার। তৃষ্ণাম্ভোধি—তৃষ্ণাসাগর। তৃষ্ণা—(১) জলপানেচ্ছা (২) মিলন-কামনা, ভোগ-লালসা।

**নায়ং স্বপ্নো নিশি নিশি ভবেদ্ যত্ত্বয়া সঙ্গতির্মে**
**পশ্যামোদং বিধুমুখি! নিরাবাধমাস্বাদয়ামি।**
**কিন্তু জ্ঞাতং ত্বয়ি বিজয়তে কাচিদাকৃষ্টিবিদ্যা,**
**যাং শংসন্তী হরসি তরসা মামদূরাদ্, যদূনাম্॥ ১২৪ ॥**

**অন্বয়**—বিধুমুখি ( হে শশিমুখি! ) নিশি নিশি ( প্রতিরাত্রে ) অয়ং ( এই ) স্বপ্নঃ ( নিদ্রা ) ন ( হয় না ) যৎ ( যে ) ত্বয়া ( তোমার সহিত ) মে ( আমার ) সঙ্গতিঃ ( সঙ্গম ) ভবেৎ ( হইবে ); পশ্য ( দেখ ) নিরাবাধং ( অবাধে ) অমোদং ( বিষাদ, দুঃখ ) আস্বাদয়ামি ( ভোগ করিতেছি )। কিন্তু ( কিন্তু ) জ্ঞাতং ( মনে হয় ) ত্বয়ি ( তোমার মধ্যে ) কাচিৎ ( কোন এক ) আকৃষ্টিবিদ্যা

( আকর্ষণী শক্তি ) বিজয়তে ( বিরাজ করিতেছে ) যাং ( যাহা ) শংসন্তী ( প্রয়োগ করিয়া ) তরসা ( বলপূর্ব্বক ) মাং ( আমাকে ) যদূনাং (যদুবংশীয়গণের) অদূরাৎ ( নিকট হইতে ) হরসি ( হরণ করিতেছ )।

**বঙ্গানুবাদ**—হে শশিমুখি! প্রতিরাত্রে আমার নিদ্রা হয় না, যে ( স্বপ্নেও ) তোমার সহিত আমার সঙ্গম হইবে। অতএব দেখ! আমি অবাধে দুঃখভোগ করিতেছি। কিন্তু মনে হয়, তোমার মধ্যে এক আকর্ষণী শক্তি বিরাজ করিতেছে —যাহা প্রয়োগ করিয়া তুমি বলপূর্ব্বক যদুবংশীয়গণের নিকট হইতে আমাকে হরণ করিতেছ।

**ভাবার্থ**—কৃষ্ণ বলিতেছেন—"হে রাধে! অনেক সময় স্বপ্নে প্রিয়জনের সহিত মিলন হইয়া থাকে। কিন্তু রাত্রে আমার নিদ্রা হয় না। নিদ্রিত হইলে তবে ত স্বপ্ন দেখিব। ক্বচিৎ নিদ্রিত হইলে তোমাকে স্বপ্নে দেখিতে পাই। আমার ললাট-লিপিতে জাগরণ ও দুঃখই লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তুমি আমা অপেক্ষা সুখী। কারণ তোমাতে এক আকর্ষণী শক্তি আছে—যাহার আমার নাই। যদি থাকিত, তবে প্রতিরাত্রে স্বপ্নে তোমাকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারিতাম। কিন্তু তুমি প্রতিক্ষণ আমাকে এই মথুরা হইতে বৃন্দাবনে তোমার নিকট লইয়া যাইতেছ—তাহা না হইলে সর্বসময়ে তোমার কথা আমার মনে আসে কেন? তুমি অচিন্ত্যশক্তিস্বরূপা মহামায়া, তুমি সব পার।"

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের "জাগর" দশা এবং "সুপ্তি" নামক ব্যভিচারী ভাব বর্ণিত হইয়াছে। সুদূর-প্রবাসাখ্য-বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের দশটি দশা। "জাগর" তাহাদের অন্যতম। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (২।৪।৮৪) বলা হইয়াছে যে নিদ্রারই অবস্থাবিশেষের নাম "সুপ্তি"। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী উহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—নিদ্রাতে কেবল রাধা অথবা কৃষ্ণ বিগ্রহমাত্রের স্ফূর্ত্তি হয়, কিন্তু সুপ্তিতে লীলাদির সহিত রাধা বা কৃষ্ণবিগ্রহের স্ফূর্ত্তি হয়। ইহাই নিদ্রা ও সুপ্তির ভেদ।

**লক্কান্দোলঃ প্রণয়রভসাদেষ তাম্রোষ্ঠি! নক্রঃ**
**প্রম্লায়ন্তীং কিমপি ভবতীং যাচতে নন্দসূনুঃ।**
**প্রেমোদ্দামপ্রমদ-পদবী-সাক্ষিণী শৈলকক্ষে**
**দ্রষ্টব্যা তে কথমপি ন সা মাধবী কুঞ্জবীথী ॥ ১২৫ ॥**

অন্বয়—তাম্রোষ্ঠি ( হে রক্তবর্ণোষ্ঠি! ) লক্কান্দোলঃ ( চঞ্চল-চিত্তে ) এষঃ

( এই ) নন্দসূনুঃ ( নন্দপুত্র কৃষ্ণ ) নম্রঃ ( অবনত হইয়া ) প্রম্লায়ন্তীঃ ( ম্লানাঙ্গী ) ভবতীং ( তোমার নিকট ) প্রণয়রোষবশতঃ ( প্রণয়রোষবশতঃ ) কিমপি ( কিছু ) যাচতে ( প্রার্থনা করিতেছে )। প্রেমোদ্দামপ্রমদ-পদবী-সাক্ষিণী ( প্রেমের অবাধ লীলাপদ্ধতির সাক্ষীস্বরূপ ) শৈলকক্ষে ( গিরিপ্রদেশে ) মাধবী ( বাসন্তী পুষ্পনির্মিতা ) কুঞ্জবীথী ( নিকুঞ্জ-শ্রেণী ) সা ( তাহা ) কথঞ্চিৎ (কোনপ্রকারেও) তে ( তুমি ) ন দ্রষ্টব্যা ( দেখিও না )।

**বঙ্গানুবাদ**—হে রক্তবর্ণোষ্ঠি! ( আজ ) চঞ্চলচিত্তে এই নন্দপুত্র কৃষ্ণ অবনত হইয়া ম্লানাঙ্গী তোমার নিকট প্রণয়রোষবশতঃ কিছু প্রার্থনা করিতেছে। ( তাহা কী! ) ( আমাদের যুগল ) প্রেমের অবাধলীলাপদ্ধতির সাক্ষীস্বরূপ গিরি-প্রদেশে যে বাসন্তীপুষ্পনির্মিতা নিকুঞ্জশ্রেণী আছে, তুমি তাহা কোন প্রকারেও দেখিও না। ( দেখিলে মনের জ্বালা সহ্য করিতে পারিবে না )।

**টিপ্পনী**—কৃষ্ণপ্রেরিত উদ্ধবকে দেখিয়া প্রথমে শ্রীরাধার নির্বেদাখ্য ভাবান্তর জন্মিতে পারে, এবং তাহার ফলে প্রণয়রোষময় ভাববিশেষও জন্মিতে পারে—এই আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রণয়রোষোক্তি করিতেছেন। যাহাতে রাধার প্রাণরক্ষা আগে হয়। **প্রণয়**=মান গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া যখন বিস্রম্ভ ধারণ করে, তখন তাহাকে "প্রণয়" বলা হয়। প্রিয়জনের সহিত নিজের অভেদজ্ঞানকে বিস্রম্ভ বলে। ( উজ্জ্বল-নীলমণি-স্থায়ি-৭৮-টীকা লোচনরোচনী ) প্রণয় দুই প্রকার—মৈত্র ও সখ্য। ইহা সখ্য-প্রণয়। শ্রীল রূপগোস্বামীর মতে কোন স্থলে মান হইতে প্রণয়, কোনস্থলে প্রণয় হইতে মান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

**বিন্দন্ বংশীস্ফুরিতবদনো নেত্রবীথীমকস্মা-**
**দন্তর্বাধা-কবলিতধিয়ো ধাতুভির্ধূমলোঽহম্।**
**ক্রীড়াকুঞ্জে লুঠিতবপুষঃ শ্রান্তমানন্দধারা-**
**কল্লোলৈস্তে রহসি সহসোৎফুল্লমুল্লাসয়িষ্যে ॥ ১২৬ ॥**

**অন্বয়**—বংশীস্ফুরিতবদনঃ ( মুখে বংশীধ্বনি করিয়া ) অকস্মাৎ ( হঠাৎ ) নেত্রবীথীং ( নয়ন-পথে ) বিন্দন্ ( আসিয়া ) ধাতুভিঃ ( নন্দীশ্বর পর্বতের গৈরিকধাতুতে ) ধূমলঃ ( কৃষ্ণলোহিতবর্ণ হইয়া ) অহম্ ( আমি ) অন্তর্বাধাকবলিতধিয়ঃ ( মনঃসন্তাপগ্রস্তা ) ক্রীড়াকুঞ্জে ( কেলিকুঞ্জে ) লুঠিতবপুষঃ ( ভূলুণ্ঠিতা ) তে ( তোমার ) শ্রান্তং ( পরিশ্রান্ত ) আনন্দধারাকল্লোলৈঃ

( আনন্দপ্রবাহ-তরঙ্গের দ্বারা ) সহসা ( সহসা ) উৎফুল্লম্ ( সঞ্জীবিত ) ( বপুঃ ) গ্রহসি ( নির্জনে ) উল্লাসয়িষ্যে ( প্রেমোল্লাসযুক্ত করিব )।

**বঙ্গানুবাদ**—মুখে বংশীধ্বনি করিয়া, হঠাৎ তোমার নয়নপথে আসিয়া এবং গৈরিকধাতুতে কৃষ্ণলোহিতবর্ণ হইয়া আমি, মনঃসন্তাপগ্রস্তা, কেলিকুঞ্জে ভূলুণ্ঠিতা, তোমার পরিশ্রান্ত এবং আনন্দপ্রবাহ-তরঙ্গদ্বারা সহসা সঞ্জীবিত দেহকে প্রেমোল্লাসযুক্ত করিব।—

**প্রেমোন্নাহাদহমধিবহন্ বাষ্পধারামকাণ্ডে**
**গণ্ডোৎসঙ্গে স্মরপরিভবৈঃ পাণ্ডুরে দত্তচুম্বঃ।**
**কুর্ব্বন্ কণ্ঠগ্রহবিলসিতং নন্দয়িষ্যামি সত্যং**
**সান্দ্রেণ ত্বাং সহচরি! পরিষ্বঙ্গরঙ্গোৎসবেন ॥ ১২৭ ॥**

**অন্বয়**—সহচরি ( হে সহচরি! ) অহম্ ( আমি ) প্রেমোন্নাহাৎ ( প্রেমাতিশয্যে ) অকাণ্ডে ( সহসা ) বাষ্পধারাম্ অধিবহন্ ( অশ্রুপরিপ্লুত হইয়া ) স্মরপরিভবৈঃ ( কামকৃত পরাভব হেতু ) পাণ্ডুরে ( পাণ্ডুবর্ণ ) গণ্ডোৎসঙ্গে ( গণ্ডস্থলে ) দত্তচুম্বঃ ( চুম্বন করিয়া ) কণ্ঠগ্রহবিলসিতং ( কণ্ঠগ্রহণ ) কুর্ব্বন্ ( করিয়া ) সান্দ্রেণ ( গাঢ় ) পরিষ্বঙ্গরঙ্গোৎসবেন ( আলিঙ্গনরসাবেশের দ্বারা ) ত্বাং ( তোমাকে ) সত্যং ( সত্যসত্যই ) নন্দয়িষ্যামি ( আনন্দিত করিব )।

**বঙ্গানুবাদ**—হে সহচরি! আমি প্রেমাতিশয্যে সহসা অশ্রুপরিপ্লুত হইয়া কামকৃত পরাভবহেতু পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডস্থলে চুম্বন করিয়া এবং কণ্ঠ গ্রহণ করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন-রসাবেশের দ্বারা তোমাকে সত্যসত্যই আনন্দিত করিব।

**ইত্থং তীব্র-ব্যসনজলধেঃ পারসীমামিবাসাং**
**সন্দেশৈর্মে ধৃতগরিমভির্দর্শয়ন্ দূরদর্শী।**
**ভূয়ঃ কুর্ব্বন্ কুবলয়দৃশাং তত্র চিত্তানুকূল্যং**
**কালং কঞ্চিত্ত্বমতুলমতে! গোকুলান্তর্নয়েথাঃ ॥ ১২৮ ॥**

**অন্বয়**—অতুলমতে ( হে মহাপ্রাজ্ঞ! ) দূরদর্শী ( বিচক্ষণ ) ত্বম্ ( তুমি ) ইত্থম্ ( এইরূপে ) মে ( আমার ) ধৃতগরিমভিঃ ( গম্ভীরার্থ বিশিষ্ট ) সন্দেশৈঃ ( বার্ত্তাসমূহ দ্বারা ) আসাং ( এই সকল গোপীগণকে ) তীব্রব্যসনজলধেঃ ( দুঃসহ দুঃখসমুদ্রের ) পারসীমামিব ( অপর পার ) দর্শয়ন্ ( দেখাইয়া ) ভূয়ঃ ( পুনরায় ) তত্র ( সেখানে ) কুবলয়দৃশাং ( নীলোৎপলনয়না তাহাদিগের ) চিত্তানুকূল্যং

( মনঃপ্রীতিকর ) কুর্ব্বন্ ( আচরণ করিয়া ) গোকুলান্তঃ ( গোকুলমধ্যে ) কঞ্চিৎ কালং ( কিছুকাল ) নয়েথাঃ ( অতিবাহিত করিবে )।

**বঙ্গানুবাদ**—হে মহাপ্রাজ্ঞ! বিচক্ষণ তুমি এইরূপে আমার গম্ভীরার্থ-বিশিষ্ট বার্ত্তাসমূহ দ্বারা এই সকল গোপীগণকে দুঃসহ-দুঃখসমুদ্রের অপর পার দেখাইয়া পুনরায় নীলোৎপলনয়না তাহাদিগের মনঃপ্রীতিকর আচরণ করিয়া সেখানে গোকুলমধ্যে কিছুকাল অতিবাহিত করিবে।

**টিপ্পনী**—শ্রীকৃষ্ণ পরমভাগবত লীলাপরিকরশ্রেষ্ঠ মহামতি উদ্ধবকে বলিলেন—"তুমি মৎকথিত এই বার্ত্তা নিবেদন করিয়াই চলিয়া আসিও না। সেখানে আরও কিছু কাল অবস্থান করিয়া গোপীদিগের বিরহতাপ দূর করিবে।"

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে ( ১০।৪৭।৫৪ )—উদ্ধব গোপীদিগের মনঃসন্তাপ দূর করিয়া কয়েক মাস সে স্থানে বাস করিয়াছিলেন। এবং কৃষ্ণ-লীলা-কথা গান করিয়া গোকুলবাসীকে আনন্দিত করিয়াছিলেন। উদ্ধব যতদিন গোকুলে ছিলেন ব্রজবাসিগণের সেইসকল দিন ক্ষণকালের ন্যায় বোধ হইয়াছিল। কৃষ্ণ-সন্দেশে গোপীগণের বিরহ-তাপ দূর হইয়াছিল, কারণ আত্মার জ্ঞানই সন্দিষ্ট হইয়াছিল; সেই আত্মাই অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ। আত্মজ্ঞানই দুঃখনাশের একমাত্র কারণ। ( ভাগবত—১০।৪৭।৫৩ দ্রষ্টব্য )।

**গোপেন্দ্রস্য ব্রজভুবি সখে! কেবলং যাত্রয়া তে**
**নার্থঃ সিধ্যেন্মম বহুমতঃ কিন্তু বাঢ়ং তবৈব।**
**প্রেমোল্লাসং পরিকলয়তা গোপসীমন্তিনীনাং**
**স্মর্ত্তব্যা মে সপদি ভবতা ভারতী-সারতেয়ম্ ॥ ১২৯ ॥**

**অন্বয়**—সখে ( হে সখে! ) গোপেন্দ্রস্য ( গোপরাজ নন্দের ) ব্রজভুবি ( গোকুলে ) তে ( তোমার ) যাত্রয়া ( যাত্রা দ্বারা ) কেবলং ( কেবল ) মম ( আমার ) বহুমতঃ ( অভীষ্ট ) অর্থঃ ( প্রয়োজন ) সিধ্যেৎ ( সিদ্ধ হইবে ) ন ( তাহা নহে ); কিন্তু ( কিন্তু ) বাঢ়ং ( অত্যধিক ) তবৈব ( তোমারও ); গোপসীমন্তিনীনাং ( গোপনারীগণের ) প্রেমোল্লাসং ( প্রেমোল্লাস ) পরিকলয়তা ( দেখিয়া ) ভবতা ( তুমি ) সপদি ( সত্বর ) মে ( আমার ) ইয়ং ( এই ) ভারতী-সারতা ( কথা-সার ) স্মর্ত্তব্যা ( স্মরণ করিবে )।

**বঙ্গানুবাদ**—হে সখে! গোপরাজ নন্দের গোকুলে তোমার যাত্রা দ্বারা কেবল আমার অভীষ্ট-প্রয়োজনই যে সিদ্ধ হইবে তাহা নহে,—কিন্তু তোমারও

( মনঃপ্রীতিকর ) কুর্ব্বন্ ( আচরণ করিয়া ) গোকুলান্তঃ ( গোকুলমধ্যে ) কঞ্চিৎ কালং ( কিছুকাল ) নয়েথাঃ ( অতিবাহিত করিবে )।

**বঙ্গানুবাদ**—হে মহাপ্রাজ্ঞ! বিচক্ষণ তুমি এইরূপে আমার গম্ভীরার্থ-বিশিষ্ট বার্ত্তাসমূহ দ্বারা এই সকল গোপীগণকে দুঃসহ-দুঃখসমুদ্রের অপর পার দেখাইয়া পুনরায় নীলোৎপলনয়না তাহাদিগের মনঃপ্রীতিকর আচরণ করিয়া সেখানে গোকুলমধ্যে কিছুকাল অতিবাহিত করিবে।

**টিপ্পনী**—শ্রীকৃষ্ণ পরমভাগবত লীলাপরিকরশ্রেষ্ঠ মহামতি উদ্ধবকে বলিলেন—"তুমি মৎকথিত এই বার্ত্তা নিবেদন করিয়াই চলিয়া আসিও না। সেখানে আরও কিছু কাল অবস্থান করিয়া গোপীদিগের বিরহতাপ দূর করিবে।"

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে ( ১০।৪৭।৫৪ )—উদ্ধব গোপীদিগের মনঃসন্তাপ দূর করিয়া কয়েক মাস সে স্থানে বাস করিয়াছিলেন। এবং কৃষ্ণ-লীলা-কথা গান করিয়া গোকুলবাসীকে আনন্দিত করিয়াছিলেন। উদ্ধব যতদিন গোকুলে ছিলেন ব্রজবাসিগণের সেইসকল দিন ক্ষণকালের ন্যায় বোধ হইয়াছিল। কৃষ্ণ-সন্দেশে গোপীগণের বিরহ-তাপ দূর হইয়াছিল, কারণ আত্মার জ্ঞানই সন্দিষ্ট হইয়াছিল; সেই আত্মাই অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ। আত্মজ্ঞানই দুঃখনাশের একমাত্র কারণ। ( ভাগবত—১০।৪৭।৫৩ দ্রষ্টব্য )।

**গোপেন্দ্রস্য ব্রজভুবি সখে! কেবলং যাত্রয়া তে**
**নার্থঃ সিধ্যেন্মম বহুমতঃ কিন্তু বাঢ়ং তবৈব।**
**প্রেমোল্লাসং পরিকলয়তা গোপসীমন্তিনীনাং**
**স্মর্ত্তব্যা মে সপদি ভবতা ভারতী-সারতেয়ম্ ॥ ১২৯ ॥**

**অন্বয়**—সখে ( হে সখে! ) গোপেন্দ্রস্য ( গোপরাজ নন্দের ) ব্রজভুবি ( গোকুলে ) তে ( তোমার ) যাত্রয়া ( যাত্রা দ্বারা ) কেবলং ( কেবল ) মম ( আমার ) বহুমতঃ ( অভীষ্ট ) অর্থঃ ( প্রয়োজন ) সিধ্যেৎ ( সিদ্ধ হইবে ) ন ( তাহা নহে ); কিন্তু ( কিন্তু ) বাঢ়ং ( অত্যধিক ) তবৈব ( তোমারও ); গোপসীমন্তিনীনাং ( গোপনারীগণের ) প্রেমোল্লাসং ( প্রেমোল্লাস ) পরিকলয়তা ( দেখিয়া ) ভবতা ( তুমি ) সপদি ( সত্বর ) মে ( আমার ) ইয়ং ( এই ) ভারতী-সারতা ( কথা-সার ) স্মর্ত্তব্যা ( স্মরণ করিবে )।

**বঙ্গানুবাদ**—হে সখে! গোপরাজ নন্দের গোকুলে তোমার যাত্রা দ্বারা কেবল আমার অভীষ্ট-প্রয়োজনই যে সিদ্ধ হইবে তাহা নহে,—কিন্তু তোমারও

অত্যধিক (প্রয়োজন সিদ্ধ) হইবে। গোপনারীগণের (আমার প্রতি) প্রেমোল্লাস দেখিয়া আমার এই কথা-সার স্মরণ করিবে।

**টিপ্পনী**—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই স্বরূপভূত ("স্বং তু ভাগবতেষ্বহম্"—ভাগবত ১১।১৬।২৯) পরমভক্ত উদ্ধবকে তৎকথিত বার্ত্তার উপসংহার করিয়া বলিতেছেন—"হে সখে! তুমি মনে করিও না, কেবল আমার স্বার্থেই তোমাকে গোকুলে পাঠাইতেছি। তোমারও গুরুতর স্বার্থ রহিয়াছে। আমি তোমার গুরু, তোমার কল্যাণ এবং শিক্ষাদান করা আমার চিরদিনের কর্ত্তব্য। গোকুলে তোমার জন্য এক পরম বিস্ময়কর শিক্ষণীয় বিষয় অপেক্ষা করিতেছে। তাহা হইতেছে গোপীপ্রেম। তুমি ইহার পূর্বে তাহা দেখ নাই। তুমি কেবল আমার পতি মহিষীগণের (রুক্মিণী প্রভৃতি) প্রেমই দেখিয়াছ। কিন্তু গোপীগণের ঐশ্বর্যজ্ঞানতিরোহিতা কেবলা রতি কখনও দেখ নাই। তুমি ঐশ্বর্যভূমি মথুরা হইতে মাধুর্য্যভূমি গোকুলে যাইতেছ। এবং সেখানে এই পরম বিস্ময় তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সেখানে গিয়া দেখিলে আমার কথার মর্ম উপলব্ধি করিবে। গোপীগণ কোনদিন আমাকে ভগবান্ বা সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর বলিয়া জানে নাই। আমি তাহাদিগের চিরকালের সখা। আমি প্রেমবশ বটে কিন্তু প্রেম কোনদিন আমার অধীন নহে। গোকুলে সেই প্রেম দেখিবে।" (শ্লোক-৪-উদ্ধবের বৈষ্ণব পরিচয় দ্রষ্টব্য)॥

॥ গ্রন্থকার শ্রীলরূপগোস্বামী গ্রন্থশেষে দুইটি শ্লোকে গুরুবন্দনারূপ প্রশস্তি রচনা করিতেছেন॥

**গোষ্ঠক্রীড়োল্লসিতমনসো নির্ব্যলীকানুরাগাৎ**
**কুর্ব্বাণস্য প্রথিত-মথুরামণ্ডলে তাণ্ডবানি।**
**ভূয়োরূপাশ্রয়পদসরোজন্মনঃ স্বামিনোঽয়ং**
**তস্যোদ্দামং বহতু হৃদয়ানন্দপূরং প্রবন্ধঃ॥ ১৩০॥**

**অন্বয়**—নির্ব্যলীকানুরাগাৎ (অকপট প্রেমহেতু) গোষ্ঠক্রীড়োল্লসিতমনসঃ (গোষ্ঠলীলায় যাহার মন উল্লসিত হইয়াছিল) প্রথিত-মথুরামণ্ডলে (প্রসিদ্ধ মথুরামণ্ডলে) তাণ্ডবানি (ভাবাবেশে নৃত্য) কুর্ব্বাণস্য (করিয়াছিলেন) ভূয়ঃ (অনবরত) রূপাশ্রয়পদসরোজন্মনঃ (যাহার চরণকমল রূপগোস্বামীর আশ্রয়স্থল) তস্য (সেই) স্বামিনঃ (প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের) অয়ং (এই) প্রবন্ধঃ (গ্রন্থ) উদ্দামং (উদ্দাম) হৃদয়ানন্দপূরং (হৃদয়ানন্দধারা) বহতু (সৃষ্টি করুক)।

**বঙ্গানুবাদ**—অকপটপ্রেমহেতু গোষ্ঠলীলায় যাহার মন উল্লসিত হইয়াছিল, যিনি প্রসিদ্ধ মথুরামণ্ডলে ভাবাবেশে নৃত্য করিয়াছিলেন, এবং যাহার শ্রীচরণকমল রূপগোস্বামীর আশ্রয়স্থল—এই গ্রন্থ সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের উদ্দাম হৃদয়ানন্দধারা সৃষ্টি করুক।

**টিপ্পনী**—এই শ্লোকে অর্থশ্লেষ অলঙ্কার। অতএব কৃষ্ণপক্ষেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। (১) কৃষ্ণপক্ষে ব্যাখ্যা—গোষ্ঠলীলা—অর্থাৎ কৈশোর লীলা। মথুরা-তাণ্ডব—অর্থাৎ কুবলয়াপীড়-চানূর-মুষ্টিক-কংসাদি বধ। ভূয়োরূপাশ্রয় —অর্থাৎ বহুসৌন্দর্যের নিলয় শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল। (২) শ্রীচৈতন্যদেবপক্ষে ব্যাখ্যা—মধ্যলীলায় বলভদ্র ভট্টাচার্য্য সহিত বৃন্দাবন-বিহার (সপ্তদশ, অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ—চৈতন্যচরিতামৃত)। এই প্রসঙ্গে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"নীলাচলে ছিলা যৈছে প্রেমাবেশ মন। বৃন্দাবন যাইতে পথে হইল শতগুণ। সহস্র গুণ প্রেম বাড়ে মথুরা-দর্শনে। লক্ষগুণ প্রেম বাড়ে ভ্রমে যবে বনে। অন্যদেশে প্রেম উছলে বৃন্দাবন নামে। সাক্ষাৎ ভ্রময়ে এবে সেই বৃন্দাবনে।...জগৎ ভাসিল চৈতন্যলীলার পাথারে। যার যত শক্তি তত পাথারে সাঁতারে। (চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যলীলা—সপ্তদশ পরিচ্ছেদ)। ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে চৈতন্যদেবের শ্রীরূপানুগ্রহ বর্ণিত হইয়াছে।

**শ্রীদামাদ্যৈঃ শিশুসহচরৈর্বাল্যখেলামকার্ষীদ্**
**গোপালীভিঃ সহ যুবতিভিঃ রাসকেলিং চকার।**
**দুষ্টান্ দৈত্যানপি বহুতরান্ হেলয়া যো জঘান**
**স শ্রীকৃষ্ণস্তরুণকরুণস্তারয়েদ্বো ভবাব্ধিম্ ॥ ১৩১ ॥**

**অন্বয়**—যঃ (যিনি) শ্রীদামাদ্যৈঃ (শ্রীদাম প্রভৃতি) শিশু-সহচরৈঃ (বালক সহচরবৃন্দের সহিত) বাল্যখেলাম্ (কৌমার লীলা) অকার্ষীৎ (করিয়াছিলেন) যুবতিভিঃ (যুবতী) গোপালীভিঃ (গোপাঙ্গনাদিগের) সহ (সহিত) রাসকেলিং (রাস-লীলা) চকার (করিয়াছিলেন) বহুতরান্ (বহু) দৈত্যান্ অপি (দৈত্যদিগকেও) হেলয়া (অবলীলাক্রমে) জঘান (বধ করিয়াছিলেন) সঃ (সেই) তরুণকরুণঃ (দয়ানিধি) শ্রীকৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ) বঃ (তোমাদিগকে) ভবাব্ধিং (সংসার-সাগর) তারয়েৎ (পার করুন)।

**বঙ্গানুবাদ**—যিনি শ্রীদাম প্রভৃতি বালক-সহচরবৃন্দের সহিত কৌমার-লীলা করিয়াছিলেন, যুবতী গোপাঙ্গনাদিগের সহিত রাস-লীলা করিয়াছিলেন,

এবং বহু দুষ্ট দৈত্যদিগকেও অবলীলাক্রমে বধ করিয়াছিলেন—সেই দয়ানিধি শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে সংসারসাগর পার করুন।

**টিপ্পনী**—শ্রীকৃষ্ণের বয়স তিনপ্রকার—কৌমার, পৌগণ্ড, এবং কৈশোর। পাঁচ বৎসর পর্যন্ত কৌমার, (বা বাল্য), দশ বৎসর পর্যন্ত পৌগণ্ড এবং পঞ্চদশ পর্য্যন্ত কৈশোর। তাহার পরে যৌবন। বাৎসল্য-রসে কৌমার অনুকূল, সখ্যরসে পৌগণ্ড এবং মধুররসে কৈশোর অনুকূল। আদ্য-মধ্য ও শেষ ভেদে কৈশোরের তিন অবস্থা। শেষ কৈশোরকেই পণ্ডিতগণ যৌবন বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ নিত্য-কিশোর। বাল্য ও পৌগণ্ড কৈশোরের ধর্ম। উহা গত হইলেই কৈশোরে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্থিতি। (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১।১৫৭-৬৫)। বৃহদ্ভাগবতামৃতে (২।৫।১১২) শ্রীকৃষ্ণের বয়সকে সর্ব্বদা পরমাশ্চর্য্য-শৈশব শোভাবিশিষ্ট বলা হইয়াছে।

শ্রীদাম—শ্লোক—১৯দ্রষ্টব্য। রাস-লীলা—শ্লোক ১০৭ দ্রষ্টব্য।

ভবসাগর-তারণ—শত্রু ও মিত্র উভয়কে। কারণ শ্রীকৃষ্ণ করুণাসাগর এবং হতারি-গতিদায়ক।

বর্ষক্রমানুসারে প্রধান কৃষ্ণ-লীলা :—

এক বর্ষ পূর্ণ হইলে—তৃণাবর্ত্তবধ।

তৃতীয়ে—দামোদর-লীলা।

চতুর্থে—বৎস-চারণ।

পঞ্চমে—কালিয়-দমন।

অষ্টমে—গোবর্দ্ধন-ধারণ।

নবমে—শরৎকালে রাসলীলা।

একাদশে—দিবারাত্রিতে কংসবধ।

শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৪৫।৩) বৈষ্ণবতোষণী টীকায় কৃষ্ণলীলার আরও বিস্তৃত বিবরণ আছে।

॥ ইতি শ্রীশ্রীল-রূপগোস্বামি-প্রভুপাদ-বিরচিতঃ উদ্ধব-সন্দেশঃ সমাপ্তঃ ॥

॥ শ্রীরাধা-মাধবৌ প্রীয়েতাম্ ॥

॥ সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ ॥

ছলেন—সেই দয়ানিধি

ৌগণ্ড, এবং কৈশোর।
ান্ত পৌগণ্ড এবং পঞ্চদশ
ীমার অনুকূল, সখ্যরসে
শেষ ভেদে কৈশোরের
লিয়া থাকেন। বস্তুতঃ
াশ্রের ধর্ম। উহা গত
তসিন্ধু (২।১।১৫৭-৬৫)।
ার্ব্বদা পরমাশ্চর্য্য-শৈশব

১০৭ দ্রষ্টব্য।
ীকৃষ্ণ করুণাসাগর এবং

ায় কৃষ্ণলীলার আরও

-সন্দেশঃ সমাপ্তঃ ॥
॥

## =উদ্ধব-সন্দেশের শ্লোক-সূচী=


| শ্লোক | সংখ্যা | শ্লোক | সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| অক্রূরাখ্যো হৃতবতি | ৯৯ | কামং দূরে সহচরি! | ৮৫ |
| অগ্রে গৌরীপতিমনুসরেঃ | ১২ | কারুণ্যাব্ধৌ ক্ষিপসি | ৮০ |
| অত্রায়ান্তং চলমপি | ৫৬ | কৃষ্ণং মুকুন্দকরুণ! | ৭৫ |
| অন্তঃস্বান্তে ক্ষণ | ৩ | কেয়ংশ্যামা স্ফুরতি | ৬৪ |
| অস্তি প্রেম্ণাং ত্বয়ি | ৭৮ | ক্রীড়াতল্পে নিহিত | ৮৯ |
| অস্মিন্ ভূয়োবিস্মর | ৩৯ | ক্বায়ং গন্তা মধুরিপু | ৮১ |
| আত্মক্লেশৈরপি | ১০ | গত্বা নন্দীশ্বর | ৭ |
| আনম্রাণাং হসিত | ২৩ | গোপালীনামপি | ৯২ |
| আনম্রায়াং ময়ি | ৮৮ | গম্ভীরাণি প্রমদ | ১১১ |
| আপ্রত্যূষাদপি | ৩৮ | গোপেন্দ্রস্য ব্রজপরিসরে | ২৯ |
| আভীরীণাং নয়ন | ৩৫ | গোপেন্দ্রস্য ব্রজভুবি | ১২৯ |
| আমোদং যে মম | ৯৫ | গোষ্ঠক্রীড়োল্লসিত | ১৩০ |
| আরাদগ্রে কলয় | ৭২ | জ্ঞাতং জ্ঞাতং বিরমত | ১০৬ |
| আরূঢ়স্তেনয়ন | ১৩ | ডিম্ভব্যূহং হৃতবতি | ৯৪ |
| আশাপাশৈঃ সখি | ৮৩ | তত্তত্বি! স্মরসি | ১০৯ |
| আসীদার্য্যে! পশুপ | ৭১ | তত্রস্ফীতাধরমধু | ৮৬ |
| ইত্থংক্রান্ত্বাপুর | ১৯ | তদ্বিখ্যাতং স্ফুট | ১৮ |
| ইত্থংতাসামনুনয় | ১১৬ | তস্মাদন্তর্বিরচিত | ১৪ |
| ইত্থং তীব্রব্যসনজলধেঃ | ১২৮ | তাং বন্দেথা মম | ৯৭ |
| ইত্থং সাচিস্মিত | ৪৭ | তাং বৈদগ্ধী পরিমল | ১১০ |
| ইত্থম্ভূতা বহুবিধ | ৬৩ | তাপোন্নদ্ধশ্বসিত | ১০৩ |
| ইত্যুন্নদ্ধৈঃ পশুপ | ৯০ | তাসাং বদ্ধাঞ্জলি | ১০০ |
| এষ স্কন্দা ব্রজনরপতে. | ৬৭ | তিষ্ঠন্ গোষ্ঠাঙ্গন | ৪৫ |
| এষ শ্রীমান্ প্রবসতি | ২৪ | তিষ্ঠন্ত্যেতে জগতি | ৮ |
| কক্ষাং লক্ষাবধিভি | ২৭ | তে তে চন্দ্রাবলি! | ১১৮ |
| কচ্চিদ্ ভীতিং ন ভজত | ১০৪ | ত্বং সর্ব্বেষাং মম | ৪ |
| কামং দূরে বসতু | ৫৩ | দামাকৃষ্টিদ্বিগুণিত | ৭৮ |

| | শ্লোক সংখ্যা | | শ্লোক সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| দূরাদেষ প্রণয়তি | ২৮ | মা কার্পণ্যাদ্বিরচয় | ৭৯ |
| দূরে বংশীধ্বনি | ৩৭ | মা ভূয়স্ত্বংবদ | ৫২ |
| ধাবদ্বালাবলি | ৩৪ | মা মন্দাক্ষং কুরু | ৪০ |
| ধৃত্বা মালাং | ১২১ | মালাং মৈত্রী বিহর | ১১৯ |
| ন ক্ষোদীয়ানপি | ৮২ | মাল্যামোদব্যতিকর | ১২০ |
| নায়ং স্বপ্নোনিশি | ১২৪ | মুগ্ধে পশ্যক্ষণ | ৭৩ |
| নাবৈষিষ্ত্বং পতিত | ৭০ | মুগ্ধে শ্যামঃ কলয়তি | ২০ |
| নির্ম্মায় ত্বং বিতর | ৫০ | মুঞ্চন্সব্যে বহুল | ২১ |
| নীড়ে শোষং | ১২৩ | মুঞ্চাসব্যে বিহগ | ১৬ |
| নীতো বন্ধাদ্বিবিধ | ১০৫ | মেদিন্যাং তে লুঠতি | ৫৪ |
| নো জানীমঃ কঠিন | ৬৬ | যঃ কালিন্দীবন | ১০২ |
| নৈস্তাঙ্গী মে সুরভিণি | ১১৩ | যঃ সর্ব্বস্মাত্তবকিল | ১২২ |
| পদ্মে ! পদ্মস্তমুখি ! | ১১২ | যঃ সেবাভিঃ মুদ | ১১৪ |
| পশ্য কামোদরি | ৭৪ | যত্রপ্রীতানহম্ | ৩০ |
| পশ্যন্তীনাং চকিত | ৩২ | যজ্ঞানস্তে যদপি | ১৭ |
| পশ্য ব্রীড়াং সকপট | ৪৬ | যত্রাক্রূরঃ প্রণয় | ৩৩ |
| পশ্চাম্যন্তর্বিহিত | ৫৯ | যত্রোত্তুঙ্গাঃ কর | ৬৫ |
| প্রাণেভ্যো মে | ৬ | যষ্টির্ভূমৌ লুঠতি | ৪৪ |
| প্রাতর্যাত্রাং নরপতি | ৬৮ | যা নিঃশ্বাসোদ্গম | ৯৮ |
| প্রেমোন্নাহাদহমধিবহন্ | ১২৭ | যান্ত্যা লীলোদ্ভট | ৪২ |
| বালে চন্দ্রাবলি | ৬০ | যাবদ্ ব্যক্তিং ন কিল | ৬৯ |
| ভিন্দন্নঙ্গৈর্মম | ৮৭ | যুক্তং শৃঙ্গীকনক | ৯১ |
| ভূয়োভিত্থং কিল | ১৫ | রাসোল্লাসান্ নিশি | ১০৭ |
| ভ্রাতর্নন্দীশ্বর গিরি | ১১ | রেণুর্নায়ং প্রসরতি | ৩৬ |
| মত্বা বৃন্দাটনিনদ | ৯৩ | লব্ধান্দোলঃ প্রণয় | ১২৫ |
| মদ্ভাগ্যোদ্ভাবক | ৫৫ | লীলাক্রান্তৈর্মুর | ৭৭ |
| মধ্বিশ্লেষজ্বলন | ৯ | লীলাস্বপ্নো মম | ২৫ |
| মন্নেপথ্যব্যবকিত | ১০১ | বল্লীচিত্রং ব্রজ | ২২ |
| মাংপুষ্পাণামবচয় | ৫৭ | বারং বারং ব্রজসি | ৫৮ |

| শ্লোক সংখ্যা | | শ্লোক সংখ্যা | |
|---|---|---|---|
| বিন্দন্ বংশীস্ফুরিত | ১২৬ | সান্দ্রীভূতৈর্নব | ১ |
| বৃন্দারণ্যে মম | ৬২ | সাপল্যঙ্কে | ১১৭ |
| শশ্বন্নীরাহরণ কপট | ৭৬ | সা বিশ্রাম্যন্ মনসিজ | ৮৯ |
| শৌরির্গোষ্ঠাঙ্গন | ৪১ | সোঢ়ব্যং তে কথমপি | ১১৫ |
| শ্রীদামাদ্যৈঃ শিশু | ১৩১ | সোঽয়ং দধ্নাং মথন | ২৬ |
| শ্বাসোৎকম্পঃ বসতি | ৪৩ | সোঽয়ং রম্ভানটন | ৩১ |
| শ্বাসোল্লাসৈরথ | ২ | হত্বা রঙ্গস্থলভুবি | ৯৬ |
| সংরম্ভেণ-ক্ষিতিপতি | ৫ | হস্তেনাস্য প্রিয়সখি ! | ৬১ |
| সখ্যুর্লক্ষ্মীমুখমত | ১১৮ | হেলাচঞ্চদ্বলয়রণিত | ৪৯ |
| সন্তিস্ফীতাব্রজ | ৫১ | | |


"ন প্রেমা শ্রবণাদিভক্তিরপি বা যোগোঽথবা বৈষ্ণবো
জ্ঞানং বা শুভকর্ম বা কিয়দহো সজ্জাতিরপ্যস্তি বা।
হীনার্থাধিকসাধকে ত্বয়ি তথাপ্যচ্ছেদ্যমূলা সতী
হে গোপীজনবল্লভ ব্যথয়তি হা হা মদাশৈব মাম্॥"

( শ্রীল সনাতন গোস্বামী )
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—১।৩।১৬

...চা... রায় অ্যাণ্ড কোং (প্রাঃ) লিঃ
১, গ্র্যাণ্ট লেন, কলিকাতা ১২